চলার পথে

শ্রীমতিলাল দাশ

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিব-সাহিত্য কুটীর, টাউন-খালিশপুর,
পোঃ খুলনা হইতে শ্রীমতী প্রভাবতী
দাশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রচনা — ১৩৪৭
প্রকাশ, ১৩৪৯, আশ্বিন

মূল্য : দুই টাকা

৫২।৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

প্রীতিময়,

শ্রীযুক্ত করুণাকুমার হাজরার
করকমলে—

বন্ধু,

দিয়েছ গভীর স্নেহ, স্নিগ্ধ ভালবাসা
দিয়েছ উৎসাহ সুখে, দুঃখে দৃঢ় আশা।
সে কথা স্মরণ করি, দিনু উপহার,
প্রীতির অমৃতে ভর হৃদয় আগার।

জলপাইগুড়ি
১৫ই আশ্বিন, শুক্রবার
১৩৪৯

প্রীতিকাম—
শ্রীমতিলাল দাশ

চলার পথে

(১)

সুন্দর সুদৃশ্য ভিক্টোরিয়া জাহাজ য়ুরোপ থেকে এশিয়ায় চলার পথে ব্রিন্দিসি বন্দরে থেমেছে। সূর্য্যকরোজ্জ্বল শীতের অপরাহ্ন—বন্দরে চলছে ভীড়—নানা দেশদেশান্তরের যাত্রী—কেউ নামছে—কেউ উঠছে। চলার পথ দেশের ও কালের আয়তনে আবদ্ধ নয়। অসীমের দিকে তার গতি। মানুষের জীবনের সীমা-রেখায় যেখানে তারা মেলে সেখানেই কল কোলাহল জাগে।

য়ুরোপ ও এশিয়া যেন এসে মিলেছে এই বন্দরে। জেলের মেয়েরা গাগরী নিয়ে জল ভরছে কলতলায়—এ যেন ভারতের ছায়াশ্যাম পথে গ্রাম্য নারীদের কূয়াতলার আসর।

প্রথম শ্রেণীর বড় হল ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে অরুণ এই চলাচলের শোভা দেখছিল—জাহাজ ছাড়ল—ধীরে ধীরে তীরের ছবি সরতে লাগল—অরুণের দুচোখ ছাপিয়ে নামল জলধারা—

য়ুরোপে তার জীবনের দশ বছর কেটেছে—যৌবনের মায়াকাজল যখন মনকে বড় ও উদার করে তোলে—তখনকার সর্ব্বোত্তম দশটী বছর ধরে সে য়ুরোপের জীবন-সুধা আকণ্ঠ পান করেছে।

ভারতে ফিরছে—আর হয়ত ফিরতে পাবে না—তাই তার প্রাণ কান্নায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

জীবনের এই সমারোহ—এই চলচঞ্চল মাধুর্য্য—আর ভারতবর্ষের ক্লিন্ন-ঘৃণ্য-প্রাণহীন মৃত্যুর বাসর—। না, ভাবতেও অরুণের গা শিউরে ওঠে।

একটী নারীর স্বকণ্ঠের কোমল প্রশ্নে তাকে জাগিয়ে তুললে—“আপনি কাঁদছেন ?”

যে বলল সে তরুণী—বয়স কুড়ি একুশ—পরণে তার শাড়ী—যৌবনের বিকচ লাবণ্যে ললাম এই তরুণীকে সহানুভূতি করতে দেখে অরুণের মন নরম হল না।

তার ব্যক্তিগত দুঃখে কি প্রয়োজন এর ? মনে পড়ল তার, জাহাজেই সুরু হল অসহ রীতিনীতি। য়ুরোপে মানুষ মানুষকে এমন করে প্রশ্ন-বাণে ব্যথিত করে না—কিন্তু ভদ্রতাবোধ তার ক্রোধকে থামিয়ে দিল—সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল—“ক্ষমা করবেন—কান্না নয়, তবে য়ুরোপ থেকে চলেছি নির্ব্বাসনে—মন তাই খারাপ হয়ে উঠল—”

তরুণীর মুখে অপরূপ হাসি—চোখে বুদ্ধির জ্বলন্ত দীপ্তি—সে বলল—, “দেশে ফিরছেন বলে কি আপনার মন আনন্দে উথলে উঠছে না ?”

“সত্য কথা বলতে কি—না,—আমার মনে হয়—আমি মনে প্রাণে য়ুরোপীয়—ভুল করে ভারতবর্ষে জন্মেছি—আপনার কেমন লাগছে ?”

তরুণী তার প্রশ্নকে এড়িয়ে বলল—“কিন্তু নিজের দেশ, নিজের জাতি কি কখনো ভোলা যায় !”

অরুণ উত্তর দিল—“ভোলা যায় না—কিন্তু ভুলতে পারলে মন্দ হত না—”

খাবার ঘণ্টা পড়ল। তরুণী বলল—“যাক তর্ক থাক—আমরা সহযাত্রী—চলুন বাটলারকে বলে এক টেবিলে খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক, তখন আপনার কথা শুনব—”

সেকেণ্ড ক্লাসের বড় খাবার ঘর—বহু যাত্রী এবার উঠেছে—তাই সমস্ত টেবিলেই লোক ভরা—একটী কোণের দিকে ওরা জায়গা করে নিল—অরুণের পরিচিত বন্ধুরা কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল—অরুণ সেদিকে দৃক্‌পাত না করে খেতে বসল।

খাবার আয়োজন প্রচুর—তবে ভীড়ের দরুণ পরিবেশনে বিলম্ব হয়ে যায়—সেই সুযোগে এদের গল্পের ঝড় বয়ে চলে।

গল্পের মাঝে তরুণী বলল—"যতই বলুন মিঃ রায়, মানুষের গোপন মনের হিসাব মানুষ রাখে না—আপনার দেশ, আপনার কৃষ্টি—সে মনের আগোচরে ছাপ রেখে যায়—তাকে ভোলা যায় না—কিছুতেই নয়—"

অরুণ বক্তার মুখের দিকে বিস্ময়ে চাইল তারপর সম্ভ্রমে বলল—"আপনি দেশকে খুব ভালবাসেন দেখছি—?"

তরুণী হাসিল—সে হাসি তার শুভ্র লঘুতায় মনকে ঘিরে বসে—বলল—"কিন্তু ভারতবর্ষ ত আমার দেশ নয়—!" অরুণ অবাক হয়ে চাইল।

তরুণীর মুখে ক্যাবিনের আলো এসে পড়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল, সে হাসতে হাসতে বলল—"আমি জেক, প্রাহাতে আমার বাড়ী—"

অরুণ অপ্রতিভ হয়ে বলল—"কিন্তু এই সুন্দর জর্জেট শাড়ীতে আপনাকে একেবারে ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে—"

খাওয়া শেষ হলে দু'জনে ডেকের এক কোণে দু'খানি ইজিচেয়ার নিয়ে বসল—জাহাজ সমুদ্রে এসে পড়েছে—নীলজলে চাঁদের আলো পড়েছে—ঢেউগুলি ঠিকরে উঠেছে—মনে হচ্ছে যেন মাণিক জলছে।

নানা বিষয়ে আলাপ চলল—কথায় কথায় অন্তরঙ্গতা বেড়ে উঠল। অরুণ বলল—"আপনি যদি কিছু মনে না করেন তা'হলে দু' গ্লাস—"

অরুণের কথায় বাধা দিয়ে তরুণী বলল—"ধন্যবাদ, কিন্তু আমি মদ খাইনে—"

অরুণকে তরুণী অবাক করে দিল। য়ুরোপের মানুষ জল খায় না—দ্রাক্ষারসের স্বধাপাত্রের দিকে তাদের গভীর আসক্তি। সে বলল—"মাপ করবেন, তা'হলে একটা লেমন—"

পানের সঙ্গে সঙ্গে আলাপ চলল—অরুণ বলল—"আপনি আমায় আশ্চর্য্য করে দিলেন—আপনাকে একটা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে—আপনার কথা জানতে ইচ্ছে করছে—অবশ্য······"

"না না এতে কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ নেই—আমি ভারতবর্ষের এই সহৃদয়তাকে খুব পছন্দ করি—মানুষের সাথে মানুষের আছে একটা সহজ দরদ—তাকে আমরা কি করে ভুলব? এইখানেই য়ুরোপীয় আদব কায়দাকে আমার পছন্দ হয় না—আমার মনে হয় নিশ্চয় আমি জন্মান্তরে ভারতের মেয়ে ছিলাম—তা না হলে আমার মনে ভারতবর্ষের সংস্কার এমন করে জাগল কেন? অরুণের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

"তা'হলে আমার ইতিহাস শুনবেন—"

"আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন—আপনার ব্যক্তিগত গোপনতাকে—"

"হয়েছে সাধু হয়েছে—য়ুরোপের এই নকলনবিশী ছাড়ুন—মনকে এই ফাঁকি দেওয়ার সভ্যতা আমাদের শিখতে হয়েছে নানা কারণে কিন্তু ওটা দিয়ে—সহানুভূতি এবং প্রেমকে ঘোলাটে করবেন না—"

"মাপ করুন, বলুন আপনার কথা—কিন্তু—······

তরুণী হাসল—বলল—"বুঝতে পারছি, আপনারা য়ুরোপে এসে শুধু তার বাহিরটাকে ধরতে শিখেছেন—কিন্তু এইটাই এর সর্ব্বস্ব নয়—য়ুরোপের জীবনের যে সত্যকার ঐশ্বর্য্য সেটাকে যদি ঘরে নিতেন—"

"কিন্তু আপনি যে কেবলই তর্ক করছেন—"

তরুণী অপ্রতিভ হ'ল—"তা ঠিক, ওটা আমার ধাতে রয়ে গেছে—বাবা ছিলেন অধ্যাপক—তাঁর কাছে পড়ে পিতৃধারাটি পেয়েছি—তা'ছাড়া আমরা ইংরাজ নই—আমরা কথা একটু বেশী বলি—"

"কিন্তু আপনি গৌরচন্দ্রিকা করছেন—বলবেন কখন—"

তরুণী তার হাতের ঘড়িটীর দিকে চাইল—"আমায় ক্ষমা করবেন—এই সময়টী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের সময় স্থির আছে—কথায় কথায় সেটা ভুলে গিয়েছিলাম—আমায় ক্ষমা করছেন ত মিঃ রায় ?"

অরুণ কি বলবে ভেবে পায় না—সে শুধু অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে রইল—"না না এনগেজমেণ্ট রাখতেই হবে—কিন্তু আপনার নামটী জানলে—"

"আমায় খুঁজে পেতে পারবেন—এইত—কিন্তু মানুষ কি নামের চেয়ে বড় নয়—নামটাত খোসা, মানুষটী আসল—"

অরুণ হাসতে হাসতে বলল—"তা সত্যি কিন্তু নাম না হলে দুনিয়ার কাজ চালানোই দায় হ'ত।"

"তা হ'ত হয়ত—কিন্তু এই ছোট জাহাজের মাঝে আমরা পরস্পরকে সর্ব্বদা পাব—"

"তবু—"

"তাই বলুন, আসল কথা ওটা নয়—এটা হল কৌতূহল—বলা নেই কওয়া নেই—এই যে মেয়েটী এল—এর সম্বন্ধে ডিটেক্‌টিভ ব্যবসা চালাতে চান—"

অরুণ হাসল—বলল—"আপনি বড় খোঁটা দিতে পারেন—"

"পারি—কিন্তু সেটা কি ভাল নয় মিঃ রায়—আপনারা ত সবাই ঘুমিয়ে আছেন—কুম্ভকর্ণের নিদ্রা—কাড়া নাকাড়ায় ঘুম ভাঙ্গে না—কাজেই খোঁটা দিলেই মন্দ হয় না, কি বলেন ?"

অরুণ লুব্ধচিত্ত হয়ে বলল—"হয়ত ভালই—হয়ত—"

"হয়ত ভালই নয়—তা ঠিক—সংসারে এইটীই গভীর সমস্যা—আর এই 'হয়ত' আছে বলেই সংসার টিঁকে আছে—তা না হলে কবে সমস্ত বিষয় চূড়ান্ত হয়ে মৃত হয়ে যেত—কিন্তু আমার আর সময় নেই—চল্লুম—"

এই বলে ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করে তরুণী উঠল—অরুণ নিরুত্তর বিস্ময়ে চেয়ে রইল। তরুণী চলতে আরম্ভ করল—তারপর হঠাৎ ফিরে বলল—"আপনার কৌতূহল না মিটানোই অন্যায় হবে—এই নিন আমার কার্ড—"

এই বলে তরুণী বিদায় নিল।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসছে—চাঁদ কখন ডুবে গেছে—নিস্তব্ধ রাত্রির মৌনতায় কার্ডের অক্ষরগুলি যেন মুখর হয়ে উঠল—কার্ডে নাম ছিল—ইভা মরলানে।

(২)

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বার বার অরুণ তরুণী ইভার স্বপ্ন দেখল—এই মেয়েটীর শালীনতা ও সৌষ্ঠব অজানিতে তার অন্তরে মধুর স্পর্শ জাগিয়েছিল, সাধারণ য়ুরোপীয় মেয়ের সাথে ইভার বৈশিষ্ট্য অরুণকে মুগ্ধ করেছিল—ভোরে উঠতে তার দেরী হল—অসময়ে একলা একলা প্রাতরাশ অপ্রসন্ন চিত্তে খেয়ে সে ইভার সন্ধানে চলল।

চলার পথে

নীল সমুদ্রের জল নীল আকাশে মিশে গেছে। দিগন্ত শ্রীহীন জলরেখায় চুম্বন করে, তার মাঝে জাহাজ চলছে নিঃসঙ্গ। অরুণ অনেক খুঁজে ইভাকে দেখতে পেল। জনবিরল একটী স্থানে সে চুপ করে বসে একটা বই পড়ছে। অরুণ নমস্কার করে বলল—"সুপ্রভাত"

ধ্যানমগ্ন তরুণীর ধ্যান ভাঙ্গল, সে বই বন্ধ করে উত্তর দিল—"আসুন"

অরুণ বলল—"আপনাকে খাবার টেবিলে দেখব ভেবেছিলাম"।

"তার সম্ভাবনা কম, আমি খুব ভোরে উঠি—আর একাই কিছু খেয়ে নেই— "

অরুণ একখানা চেয়ার টেনে পাশে বসল আর বলল—"কি পড়ছেন ?"

"এটা একটা লঘুপথ্য—আলডুস হাকস্‌লির একখানা উপন্যাস—"

"আপনি তাহলে উপন্যাসও পড়েন ?"

"পড়ি বই কি, মানুষ ত রাতদিন বেদবেদান্ত নিয়ে জীবন কাটাতে পারে না—"

অরুণ হাসল, বলল—"ওকথা হয়ত আমাদের মুখেই শোভা পায়, আপনার কাছে অন্যরূপ শুনব ভেবেছিলাম—"

"এটা ভুল, জীবন বিচিত্র, তার প্রকাশও বিচিত্র। মানুষ যখন সর্ব্বায়ত সম্পূর্ত্তি চায়, তখন তাকে এই বৈচিত্র্যকে মেনে নিতে হবে, অন্যথা সে একদেশদর্শী হয়ে উঠবে—"

অরুণ বলল "আমি সে কথা অংশতঃ মানি—য়ুরোপে জীবনের এই লীলা-চঞ্চল মাধুর্য্য আছে বলেই আমি য়ুরোপকে এত ভালবাসি—ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে আছে তার সনাতন ঔদাস্যের মাঝে—তার আকাশে বাতাসে রয়েছে অবসাদের গ্লানি—তার আবহাওয়ায় রয়েছে স্বপ্নাতুর আলস্য—"

ইভা উত্তর দিল না—সে চেয়ে রইল সমুদ্রের পানে—দূরে একটা পাহাড় আবছায়া মেয়ের মত দেখায়—তাই হয়ত সে দেখছিল। লোকজন তখন চলতে আরম্ভ করেছে—চারিদিকে অশ্রান্ত কল গুঞ্জন।

এমন সময়ে গৈরিক আলখাল্লা পরিহিত স্বামী বেদানন্দ এল—ইভা সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল, অন্য একটা ডেক চেয়ার টেনে দিয়ে বলল—"বসুন স্বামীজি।"

বেদানন্দের চোখে প্রভাতসূর্য্যের আলোঝলমল শিশিরবিন্দুর মত জ্যোতি—দীর্ঘললাটে নীরব প্রশান্তি। বেদানন্দ বলল—"সুপ্রভাত"

ইভা বলল "ইনি আমার বন্ধু শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়—"

বেদানন্দ হাসল, বলল "তোমার কে বন্ধু নয় মা? জগৎকেই যে তুমি আপন দেখ—"

অরুণ বেদানন্দের এই উপেক্ষা পছন্দ করল না, একটু উষ্ণ হয়েই বলল—

"আপনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের?"

বেদানন্দ বলল—"না"

ইভা বলল "আচ্ছা স্বামীজি, আপনি ত য়ুরোপে প্রাণের মন্ত্র দিতে এসেছেন, কিন্তু আমার বন্ধু বলেন—ভারতবর্ষ মৃত ও নিশ্চেতন—আপনাদের শিক্ষা যদি ভারতের কোন উপকারই না করে থাকে, তবে য়ুরোপের তাতে লাভ কি হবে?"

বেদানন্দ হাসল, বলল "মা, সমস্ত জিনিষকে কি বাটখারা দিয়ে মাপা যায়? বার্ত্তাশাস্ত্রের মাঝে সব জিনিষকে কি শ্রেণীবদ্ধ করতে পার? গোলাপের যে মাধুর্য্য তোমার মনকে মোহিত করে, সূর্য্যাস্তের যে লালিমা তোমাকে পুলকিত করে, তার দাম কি টাকা পয়সায় হয়?

আধ্যাত্মিকতা তেমনই অনির্ব্বচনীয় সম্পদ, যার অনুভব স্বর্গীয়, যার মূল্য স্বর্গীয়”

অরুণ বলল—“এসব আপনার হেঁয়ালি হচ্ছে না ?”

বেদানন্দ বলল “হেঁয়ালি একটু না হয়েই পারে না, কারণ যা অনির্ব্বচনীয়, তাকে মানুষের ভাষায় প্রকাশ সহজ নয়”

অরুণ উত্তর দিল “আমার মনে হয়, অনুসন্ধিৎসু য়ুরোপীয় নর ও নারীকে আপনারা প্রতারিত করেন—”

বেদানন্দ বক্তার দিকে খানিক বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল, তারপর বলল “সংসারে ত জুয়াচুরিই চলেছে, যে ধরা না পড়ে সেইই বুদ্ধিমান, কিন্তু মা সংসারে যারা ভালমানুষ তাদেরও ভয় করে চলবে, কারণ তারা যখন জুয়াচোর হয়ে ওঠে, তখন তারা দুঃসহ হয়ে ওঠে—”

অরুণ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল, কি বলবে ভেবে পেল না—ইভা সমস্যার সমাধান করল। “আপনারা অনর্থক তর্ক করছেন—সংসারের পরিচয় আমি যথেষ্ট পেয়েছি, কাজেই যদি আমি ঠকি, সে সজ্ঞানেই ঠকব—”

বেদানন্দ হাসতে হাসতে বলল—“তোমার সাথে কথায় পেরে ওঠা মুস্কিল—”

“আজ ৯টায় সেলুনে একটা বক্তৃতা দেব ঠিক হয়েছে— তুমি কি যাবে মা ?”

ইভা বলল—“নিশ্চয় যাব—”

বেদানন্দ বলল—“এস মা, তুমি হয়ত আনন্দ পাবে—আমি এখন আসি—”

ইভা হাত যোড় করে নমস্কার করল।

খানিক পরে অরুণ বলল—"আপনাকে সাবধান করা কর্ত্তব্য মনে করে, আমি অপ্রিয় আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি—"

তার কথায় বাধা দিয়ে ইভা বলল—"তা আমি জানি—"

অরুণ বিস্মিত মুগ্ধচিত্তে চেয়ে রইল। ইভার রহস্যময় হাসি তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল। মেয়েদের সাথে পরিচয় তার নূতন নয়, য়ুরোপের দীর্ঘপ্রবাসে সে বহু বান্ধবীর চিত্ত হরণ করেছে। কিন্তু তবু যেন ইভার মুখে ও চোখে সে এক অননুভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্য দেখল।

"কি দেখছেন?"

"তোমাকে" বলেই অরুণ লজ্জিত হয়ে পড়ল। স্বল্পপরিচয়ে এতদূর অন্তরঙ্গতা তাহার নিজের নিকটই আশ্চর্য্য লাগল।

"কিন্তু আমাকে কি জন্য এমন করে দেখছেন—আমি ত সুন্দরী নই"

ইভা হাসল। অরুণের মনে হল সে হাসিতে যেন মাণিক ঝরল।

সে বলল "আমায় ক্ষমা করুন"

"ক্ষমা কেন? আপনি ত বন্ধু।"

"বন্ধু, সত্যিকার বন্ধু ত?"

"সত্য নয়ত মিথ্যা হবে কেন?"

অরুণের মনে আনন্দ ও বিস্ময় জাগে। সে বুঝতে পারে না কেমন করে হয়। যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে সে বার হয়ে চলেছে সমুদ্রের আহ্বানে, তার বক্ষে যেন পুলক সঞ্চারিত হচ্ছে। সে কাঁপতে লাগল—আগেও সে মেয়েদের ভালবেসেছে।

কিন্তু এ যেন পৃথক অনুভূতি। তার চিত্তের সমস্ত মহিমা যেন জাগরিত হয়ে উঠছে—তারা প্রকাশের জন্য ছটফট করছে। এ যেন নূতন প্রাণায়ন, এ যেন নূতন সঞ্জীবন।

অরুণ বলল—আবেগকম্পিত স্বরে—"ইভা তোমায় আমি ভালবাসি।"

ইভা চঞ্চল হল না, রাগ করল না, শুধু বলল "আমি কৃতজ্ঞ হলাম।"

তার নির্ব্বিকার ভঙ্গীতে অরুণ দুঃখিত হল।

এ ত সহজ সরল বন্ধুত্ব নয়—এ যে হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির যোগ। তাকে এমন লঘুভাবে গ্রহণ করাতে সে এতদূর কুণ্ঠিত হল যে একটা হেস্তনেস্ত করে নেবে ভাবল। কিন্তু এমন সময় সেখানে এল অন্য এক যাত্রী। ইভা নমস্কার করে বলল "আসুন সমরবাবু, বক্তৃতায় যাবেন ?"

আগন্তুক বাঙ্গালী। বেশভূষায় তার অরুণের মত পটুতা নেই, ঢিলেঢালা পোষাক কিন্তু মুখে এমন একটী গম্ভীর মাধুর্য্য আছে, যা লোককে মোহিত করে। ইভা অরুণের দিকে ফিরে বলল "আপনি সমরবাবুকে জানেন—

অরুণ বলল—"না"

"ওঃ ইনি যে মস্ত সাহিত্যিক। তীর্থযাত্রায় এসেছেন—য়ুরোপে যে প্রাণমন্ত্র, তাকে ইনি নিয়ে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করবেন—"

সমর হাসল, বলল "মিস ! আমার নাম এত বড় নয়, আমি সরকারি চাকুরি করি, কিছুদিনের ছুটিতে বেড়াতে এসেছি অবসর মত কিছু কিছু লিখি, কিন্তু আমার বই পোকাতেই কাটে—"

অরুণ হো হো করে হাসল। ইভাও হাসল। সমরবাবুর মনে অহমিকা নেই—পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই।

"আপনি নূতন কি বই লিখছেন মিঃ সেন ?"

সমরের মুখ খুলল, "বলল নাম দিয়েছি "বন্দিনী সীতা"—আমাদের রামায়ণের গল্প আপনি জানেন—সীতার জীবন দুঃখের পাথার, বিষাদের

সিন্ধু। আমার সীতা মানবতা—সে কাঁদছে ব্যথার শৃঙ্খলে, তার ভার অসহ হয়েছে—"

"এ সীতার উদ্ধার করবে কে?"

"করবে তারাই যারাই অগ্রসর হয়ে চলেছে। যাদের মুখ পিছনে নয়, স্বপ্নবিলাসী কবি, চিন্তাশীল ভাবুক, বৈজ্ঞানিক এদের সাধনায় বন্দিনীর দুঃখ ঘুচবে—"

ইভা হাসল বলল "আপনি খুব আশাবাদী—য়ুরোপের সভ্যতার পিছনে যে মৃত্যুর দানব লুকিয়ে আছে, আপনি তাকে দেখতে পাননি—লোভ ও দম্ভ তাকে ধ্বংসের পথে টানছে—"

"না আমি তাদের দেখিনি, তাদের দেখতেও চাইনে—সংসারে ক্ষয় আছে, তার জয় গেয়ে লাভ কি? প্রাণ আছে তারই জয়গীতি রচনা করব—"

ইভা বলল "আপনার কথা পরে শুনব, চলুন সময় হল। স্বামীজির বক্তৃতা ঠিক সময়েই আরম্ভ হবে—"

(৩)

বৃহৎ হলঘরে সভার আয়োজন। নানা দেশের নানা রঙের নানা পোষাকের লোকজনে সভা পরিপূর্ণ হয়েছে। সমর অরুণকে চার পাঁচজনের সঙ্গে পরিচিত করে দিল।

একজন লিং চাং চীনা যুবা, আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরছে, তার মুখে বুদ্ধির জ্যোতি ঝলমল করছে। অপর জন জাভেরী—মুক্তা ব্যবসায়ী বোম্বাই দেশের লোক। মহম্মদ সোলেমান পাঞ্জাবী

মুসলমান—আই, সি, এস, পাশ করে দেশে ফিরছে। তারাসিং শিখ যুবা। আলাপ পরিচয় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারল না। বক্তৃতা স্থরু হল।

গরদের আলখাল্লা পরা মাথায় উষ্ণীষ বাঁধা স্বামীজিকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। বেদানন্দ বলল "য়ুরোপ আজ ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির মুখে—জিগীষা ও দম্ভ তার জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে তুলছে—নাৎসীবাদ ও ফাসিজিম মানুষকে মানবতা থেকে বিচ্যুত করছে—মানুষকে জিঘাংসু করে তুলছে, এই পথ শান্তির নয়। শক্তির যতই সে উপাসনা করবে, ততই সে দুর্ম্মদ হয়ে উঠবে—তার মধ্যে চলবে আস্থরিক উত্তেজনা।

ভারতবর্ষ একদিন তারস্বরে বলেছে যে, যো বৈ ভূমা তৎ বৈ স্থখম্ নাল্পে স্থখমস্তি—সেই বৃহৎ দৃষ্টি না হলে মানুষ আনন্দ পাবে না—"

বক্তার সমস্ত বক্তৃতা তুললে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হবে। বেদানন্দ উপসংহারে বলল "মানুষের তপস্যা সেদিন সার্থক হয়েছিল, যেদিন মানুষ অনুভব করেছিল পৃথিবীর লোকযাত্রার পিছনে আনন্দ রয়েছে—সেই আনন্দকে জানলেই মানুষের সার্থকতা—এই ব্রহ্মানন্দ রস য়ুরোপ গ্রহণ না করতে পারলে সে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পড়বে।"

বক্তৃতা শেষ হল, নানা দেশের নানা জাতির শ্রোতা, তারা সব বুঝল কিনা বোঝা গেল না—তাদের শান্ত নিশ্চল মুখে ভাবাবেগের চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় না—তবে প্রশ্নবাণ চলল।

ইভা প্রশ্ন করল—"এই যান্ত্রিক যুগে যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, তার মধ্যে আপনার মৈত্রী ও সাম্যতত্ত্ব কি সম্ভবপর ?"

বেদানন্দ বলল—"সম্ভব বই কি মা, ঈশোপনিষৎ এই ত্যাগ ও ভোগের সমাধান করেছে—যখন মানুষ জগৎকে ঈশ্বরে পরিব্যাপ্ত দেখে, তখন সে ত্যাগ করেই ভোগ করতে পারে—পরের ধনে লোভ করে না।"

অষ্ট্রেলিয়ার একজন মেষ-মালিক প্রথম শ্রেণীতে চলছিল—নাম তার ব্রাউন। শালপাংশু-ভুজ বলে দিলীপের যে বর্ণনা কালিদাসে পড়ি, মিঃ ব্রাউনের চেহারায় তার মিল পাওয়া যায়। তবে মুখে সৌম্য প্রশান্তি নেই—রয়েছে দুরাশা, দাম্ভিকতা। ব্রাউন বলল—"আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারা গেল না সোয়ামীজি!"

বেদানন্দ প্রশান্ত হাস্য-বিভাত মুখে উত্তর দিল—"সব জিনিষ বোঝাব এমন দুঃসাহস আমার নেই।"

চারিদিকে হাসির রোল উঠল। কিন্তু ইভা দমল না, সে বলল—"কিন্তু এমন করে ফাঁকি দিলে চলবে না আপনার—"

বেদানন্দ বলল—"ফাঁকি ত নয় মা, তোমাদের দেশে যে সমস্যা গড়ে উঠছে, সে সমস্যার মূল ধনিক ও শ্রমিকে সংগ্রাম—যার পুঁজি আছে—সে চাইছে পুঁজি বাড়াতে—শ্রমিকের রক্ত শোষণ করে কোটিপতি হতে—তাই যন্ত্র এসে মানুষকে আনন্দ ও অবসর দিতে পারছে না—মানুষকে কেবলই পিষে ফেলছে—ফলে পাপ ও অন্যায় অশেষ হয়েই চলছে—"

একজন আমেরিকান লক্ষপতি ভারত ভ্রমণে চলছিল—মিঃ ডগলাস। তরুণ যুবা—ধনের অহঙ্কার তাকে দুঃসহ করে তোলেনি—ডগলাস বলল "ভারতবর্ষ এর কি সমাধান করেছিল?"

"বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানীকে সে ভিক্ষুকের ব্রত দিয়েছিল, আর বণিককে সে সমাজ নেতা না করে, তার ধনকে লোকহিতে প্রবৃত্ত করবার সুযোগ দিয়েছিল—তা ছাড়া বৃহৎ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বারণ করে সে ধনকে কেন্দ্রীভূত হতে দেয়নি—তাই তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিল সংগ্রামহীন শান্তি—"

"কিন্তু এই শান্তির ফলে কি ভারতবর্ষ তার রাষ্ট্রজীবনে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করেনি—"

"করেছে বলব, কারণ হিংসা ও অহিংসার যখন বিরোধ বাধে— তখন অহিংসা সর্ব্বত্র জয়ী হয় না—"

নিরূপিত সময় শেষ হয়ে আসছিল—ইতালীয় অধ্যাপক উঠে বলল "বক্তা আমাদের জাহাজের অতিথি—তাই তার সঙ্গে আমি তর্ক করব না—তবে তিনি ফাসিজম বুঝতে পারেন নি—সেটা দুর্ভাগ্য। তাকে আমি মুসোলিনীর জীবনচরিত পড়তে বলি—তবে তিনি যে যাত্রীদের দেড় ঘণ্টাকাল আনন্দ দিয়েছেন—তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ প্রদান করি—"

করতালি ধ্বনিতে সভা মুখর হয়ে উঠল। সভার শেষে লিং চাং সমর সেন, অরুণ, জাভেরি, সোলেমান একত্রে উপরের ডেকে গেল সেখানে খেলার আয়োজন ছিল। ওরা খানিক খেলাধূলা করল, তারপর ডেকে এসে বসল। খাওয়ার তখন ঘণ্টাখানেক দেরী—তাই তাদের গল্প চলল—লঘু পরিহাস, তরল অকেজো গল্প।

লিং চাং বলল—"মিঃ সেন আপনি কি ইয়াঙ্কি মতে ভ্রমণে চলছেন?

জাভেরী হাসল, বলল—"তার মানে?"

সোলেমান বলল—"পৃথিবী দেখেছি, এইটা জাহির করতে?"

সেন জবাব দিল—না, এটা আমার snobbery নয়—"

অরুণ বলল—"তাহলে?"

সমর সেন—"আমি এসেছি তীর্থযাত্রী—য়ুরোপের ভাষা আমাদের বক্ষে—এদের কৃষ্টির ইতিহাস আমাদের কণ্ঠে—এদের রূপশিল্প আমাদের আদর্শ—তাই সেই বিস্ময়করকে দেখতে এলাম—শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে—"

জাভেরী বলল—"কথায় কথায় এমনই আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠা—এটাও বাঙ্গালীদের অসহ snobbery—"

লিং চাং বলল—"না মিঃ জাভেরী, এটা চীনেদের ভদ্রতায় বাধবে—বন্ধুর সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবে—এটা কনফুসিয়াসের আদেশ—"

জাভেরী লজ্জিত হয়ে বলল—'আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি বন্ধুভাবেই তর্ক করছি—এটা আক্রমণ নয়, বাঙ্গালীদের বুদ্ধি আছে, কিন্তু সেটা যখন ন্যাকামি হয়ে ওঠে অপরে তাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না—এইটাই আমার বলার উদ্দেশ্য—"

সমর বলল—"আপনার কথা আমি বুঝেছি, কিন্তু বাংলা ভাষাটি এমন মধুর—তার জলহাওয়া এমন কোমল, যে বাংলার কথা ও বার্ত্তায় কবিতা ফুটে ওঠে—"

লিং চাং বলিল—"তা ঠিক, আপনারা রবিঠাকুরের স্বদেশবাসী—আপনাদের উচ্ছ্বাস ক্ষমার্হ—"

সোলেমান বলল—"ইয়াঙ্কিদের ও য়ুরোপীয়দের মধ্যে তফাৎ কোথায় মিঃ লিং চাং?"

লিং চাং বলল—"আমেরিকান খুব সরল ও আন্তরিক—তার চালচলনে রয়েছে একটা হৃদ্য মাধুর্য্য, যা য়ুরোপে দেখতে পাওয়া যায় না—"

সমর সেন বলল—"তার কারণ ওদের মনে নেই বিজয়ীর দম্ভ কিংবা লোভীর গাম্ভীর্য্য—"

সবাই হাসল। জাভেরী বলল "কিন্তু আপনার কি মত মিঃ চাং?

লিং চাং বলল—"ওরা এত সুন্দর, তার কারণ ওদের মনে রয়েছে নির্ব্বাধ স্বাধীনতা, ওদের আনন্দ উচ্ছ্বসিত স্বাধীনতার আনন্দ—মুক্ত

পাখীর গানের মত সেটা স্বাভাবিক—কারণ ঐতিহ্যের বালাই ওদের নেই—রীতি ও নীতির দাসত্ব ওরা করে না—"

খাওয়ার সময় হয়ে আসছিল। অরুণ বলল—"আমি একবার ক্যাবিনে যাব—হাত-মুখ ধুয়ে আঁসব—"

জাভেরী বলল "হঁা আমিও সন্ধ্যা পূজা শেষ করব—"

সমর সেন বলল—তা হলে এখন সভা ভঙ্গ করা হোক, উচ্চ হাসিতে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। দূরে ইভার শাড়ী দেখা গেল—কিন্তু সকলের বিদ্রূপের কশাঘাতের ভয়ে অরুণ ক্যাবিনেই চলল।

(৪)

নীল সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ জলরেখা দিগন্তে মিলায়। যতদূর দৃষ্টি পড়ে, ততদূর কেবল নীল জল-রেখা। অরুণ লাঞ্চের পর সমুদ্র-শোভা দেখছিল। জাহাজে অন্তরঙ্গতা সহসা ঘটে, তাই ইভার আলাপও আচরণে কেবল সৌজন্য না আন্তরিক প্রীতি অরুণ ঠিক করতে পারে না।

তার জীবনে প্রেমের পরিচয় নূতন নয়। দেশ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সে বিলাতে যায়, সেই অল্প বয়সেই তার মায়ার সাথে বন্ধুত্ব হয়। কিশোর জীবনের মানসী মায়া কিশোরের বক্ষে কেবল স্বপ্নই জাগাত। সেই পুলককে প্রকাশ করার জন্য সে অবশ্য অনেক কবিতা লিখেছিল।

একটা কবিতা আজ মনে জাগছিল—

কে গো মনের রংমশালে রচল মায়াপুরী
অলক্ষিতে কখন এসে করল পরাণ চুরি ?
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী।

কে বলে সে কল্পনারি রঙীন শুধু মায়া ?
বুকের মাঝে রাত্রি দিবা পাইগো তারি ছায়া,
কি মাধুরী মরি ! মরি !
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী।

দেখেছ কি নিশীথরাথে মেঘের কালো কোলে,
চাঁদের আলোর চেয়ে উজল আঁচল তারি দোলে ?
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী।

কালবোশেখীর কালো মেঘে বিছিয়ে চুলের রাশি,
ঘুমিয়ে থাকে ঈশান কোণে, ঘুমায় সর্ব্বনাশি,
মন ভুলানো মোহিনী রূপ ধরি,
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী।

ফুলের মুখে চন্দ্রালোকে ভাসে তারই হাসি,
গভীর রাতে বনের মাঝে বাজে তারই বাঁশী,
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী।

মনের মাঝে সুর যে বাজে সে তার সুরের ধ্বনি,
ভালবাসি ভালবাসি সে যে নয়নমণি,
আমার সাথে করছে লুকোচুরি,
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী।

অরূপ তারে যায় না ছোঁওয়া, হয় না কভু পাওয়া,
তারি লাগি তবু আমার সকল গানই গাওয়া,
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী।

কবি-প্রাণের মর্ম্ম-তলে তারই আসা যাওয়া,
রস-সুধার পারাবারে তারই তরী বাওয়া,
চলছে ওরে অনন্তকাল ধরি,
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী।

কিশোর বয়সের এই অবাস্তব মায়া আজ অরুণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু মায়া কল্পনা ছিল না। সে ছিল তার সতীর্থ যতীনের ভগিনী। রূপ-লাবণ্যে প্রস্ফুটিতা কমলের মত তাহাকে খুব সুন্দর দেখাইত। বাংলাদেশের ছোট সহরে অরুণ পড়ত। ইছামতী সহরের প্রান্ত দিয়ে কুলু কুলু করে বইত। নদীতীর দিয়ে রাজপথ খেজুর বনের মাঝ দিয়ে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলে গেছে। বাংলার পল্লীমায়ের এই আর্দ্র সরলতা তাকে কবি করে তুলেছিল। কিন্তু বিলাত এসে সে কবিত্ব বজায় রাখতে পারে নি। কালের সঙ্গে সঙ্গে তাকে পা ফেলে চলতে হয়েছে।

রোজির সঙ্গে তার আলাপ হয় জাহাজে। সে তখনও আনাড়ি, জাহাজের স্নান-ঘরে স্নান করতে গিয়ে সে ভুলে মেয়েদের স্নান-ঘরে ঢোকে। সে কথা মনে ছিল না, খুব আনন্দে স্নান সেরে সে বার হতে পারে না, দেখল দরজার catch বন্ধ হয়ে গেছে। হাতল ধরে অনেক লড়ালড়ি করল, হাতল খুলল না, নিরুপায় বিহ্বলতায় সে কি করবে ভেবে পেল না। বাইরে পদশব্দ শুনল—লঘু পদশব্দ। সে বিহ্বল হয়ে হাতলে পা দিয়ে জাফরী দিয়ে বলতে চাইল তার বিপদের কথা।

সে অতিকষ্টে হাতলের উপর উঠল। বাইরে চেয়ে সে যা দেখল তাতে সে আরও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তরুণী রোজি স্নানের পোষাকে—মেয়েদের স্নানের ঘরে অরুণকে দেখে বিস্মিত হল। লজ্জাসরম ভুলে অরুণ বলল—"আমি বিপন্ন, আমাকে উদ্ধার করুন।"

নীলনয়নার চোখে জাগল বিদ্যুৎ-বর্ষী হাসি। সে ধীরে ধীরে বলল—"হাতলটা জোর করে নাড়ুন, তা হলে হয়ত' খুলবে।"

অরুণ নামল, নামবার সময় তার কপাল দরজায় কেটে গেল। নেমে সে প্রাণপণে হাতল টানল। ভাগ্যক্রমে এবার দরজা খুলল। সে লজ্জিত হয়ে পালাতে চাইল, কিন্তু তার দরদর বিগলিত রক্তধারা রোজির চোখে পড়ল, সুকুমার অরুণের এই বিপদে তরুণীর হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হল। রোজি স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে বলল—"আপনার কেমন করে লাগল ?"

অরুণ লজ্জায় কি বলবে ভেবে পায় না। শেষে সাহস সঞ্চার করে বলল—"দরজায় কেটে গেছে।"

রোজি কি করবে ভেবে পেলনা কিন্তু নারীসুলভ করুণায় দূরত্ববোধ সে ভুলে গেল। সে বলল—"বসুন আপনাকে ব্যাণ্ডেজ করে দি, তা না হলে আপনার ভয়ঙ্কর কষ্ট হবে—"

অরুণ এড়াবার জন্য উত্তর দিল—"না, না এটুকুতে কিছু হবে না।"

রোজি বলল—"না, না, সাবধানে থাকা ভাল, তা ছাড়া যখন বিদেশে চলেছেন।"

নিরুপায় অরুণ রোজির পিছন পিছন চলল। গালিচা-বিছানো পথে সে রোজির কক্ষে এল। চারিদিকে সুশ্রী শোভনতা—সমস্ত জিনিষে একটী পদ্ম হস্তের স্পর্শের পরিচয় মেলে। তা ছাড়া সমস্ত মিলে যেন এক অপূর্ব্ব সৌরভ তার নাকে এল। তারপর সে তার নরম হাতে ওর কপালে চমৎকার করে পটি বেঁধে দিল।

অরুণ বলল—"আপনি কি নার্স ?"

রোজি এই বালকের অদ্ভুত প্রশ্নে বিরক্ত হল না—সে হাসিভরা মুখে বলল—"কেন, তাহলে কি তুমি প্রেম করতে সাহসী হবে ?"

অরুণ এই সুকেশা তরুণীর কথার ভাবার্থ বুঝল না। তাকে হতবুদ্ধি দেখে রোজি বলল—"না, তবে সংসারে চলতে হলে সব শিখতে হয়।"

অরুণ নীরবে শুধু বলল "ওঃ"

সে ধন্যবাদ দিল না, ধীরে ধীরে নমস্কারের মত করে সে বিদায় নিল। রোজি জীবনে এমন অসভ্যের সাক্ষাৎ হয়ত পায়নি। কিন্তু সংসারে যাহা অস্বাভাবিক, তাই অনেক সময় ঘটে। ভদ্রতাবোধহীন এই আনাড়ি বালককে রোজি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতে লাগল।

রোজির সাথে আলাপ পরিচয়ে অরুণের প্রথম আড়ষ্টতা ভাঙ্গল, সে ছিল কূপের ভেক, এবার সে বাইরের বিরাট সমুদ্রের খানিক ধারণা করতে পারল। কিন্তু রোজি যদিও একদিন তাকে চুম্বন করল, সে প্রতিচুম্বন করে আপন অনুরাগ দেখাতে পারল না।

তবু রোজির ছবি তার জীবনের অম্লান গোলাপ-স্তবক—ফোটা গোলাপের মতই ছিল রোজির লাবণ্য—সে ধনীর দুলালী হয়েও এই অখ্যাতনামা ভারতীয় কিশোরকে স্নেহ করেছিল—সেটা অরুণ কৃতজ্ঞতায় চিরকাল স্মরণ করবে। রোজির সাহায্যে তার লণ্ডনবাসের দিনগুলিও খুব আনন্দে কেটেছে।

আজ ইভার কথা ভাবতে বসে অরুণের মনে পড়ল রোজির কথা। জীবনের রথচক্রের গতি দুর্ব্বার। রোজিকে সে ভালবাসেনি, কারণ ভালবাসিবার বয়স তার হয়নি। তবু তার কথা আজ ঘুমন্ত মন থেকে বারংবার জাগতে লাগল।

সোলেমান ডাকল—"চলুন রায়, দুহাত ব্রীজ খেলবেন"

"আসছি আপনি যেতে লাগুন"

সোলেমান গেলে অরুণ পুনরায় ভাবসাগরে ডুবতে লাগল। রোজির ছবি, রোজির কথা আবার কালের অদৃশ্য পারাবার পাড়ি দিয়ে বুকে জাগতে লাগল। রোজি লণ্ডন কলেজে 'সোসিওলজি' পড়ত। সমাজে দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার ইতিহাস শুনে তার অন্তর সহানুভূতিতে গলে যেত। সে ভাবত এই পৃথিবীটাকে সে নূতন করে গড়বে।

বর্ত্তমানের সমাজে রয়েছে মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা।—তাই সেখানে বর্ব্বরতা আছে। কিন্তু রোজি গড়বে প্রীতিময়, মধুময়, স্নেহময় সমাজ—সেখানে মানুষ হবে মানুষের বন্ধু—সেখানে থাকবে ভালবাসা, থাকবে আশা, থাকবে আনন্দ।

সেদিনের কথা তার মনে আছে, কোলম্যান রোজিকে বিয়ে করতে চায়। সে প্রস্তাব করে, তার উত্তরে রোজি বলে, "তুমি আমায় ভালবাস তা সত্যি বটে, কিন্তু ভালবাসার নীড় গড়া আমার কার্য্য নয়, ঘরকন্না করবার জন্য হাজার নারী আছে, দুনিয়া চায় আমাদের মত মেয়ে, যারা শুধু বাসন মেজেই তৃপ্ত নয়।"

কোলম্যান বলেছিল "একথা ঠিক নয়, নারী দেবে সুষমা, মানুষের জীবনের সংগ্রামকে সে করবে যাদুভরা।"

রোজি উত্তর দেয়, "এ সব পাগলামি, নারীর অবদানের জন্য সভ্যতা কাঁদছে—পুরুষ পৃথিবীকে গড়েছে বলে তাতে বিশৃঙ্খলা, নারীর কোমল হাতের স্পর্শে ধরণীতে নামবে রুচি ও শুচিতা।" অরুণ কোলম্যানের পক্ষ সমর্থন করেছিল, বলেছিল "এ তোমার ঠিক পথ নয়, একদিন শুষ্কতা তোমায় ক্ষুব্ধ করবে।"

"শুষ্কতা" কথাটি অরুণের মনে বারবার বাজল। মানুষ বুদ্ধি দিয়ে তর্ক করে' জীবনকে নীরস করে, ভাবনা দিয়ে হৃদয়কে করে ভারাক্রান্ত,

তার বাঁচবার জন্য চাই সরসতা। অরুণ ফিরছে দেশে—কিন্তু তার জীবনকে সরস করবে কে ?

মনে জাগল ইভার ছবি। ইভা আমল দেয়না, প্রশ্রয় দেয়না, সে বহ্নির মত দুরাসদ, তবু মক্ষিকা যেমন অনলস্পর্শকে চায়, তার অন্তর তেমনই ইভাকে কেন্দ্র করে পুষ্পিত হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু হেলেনের কথা মনে পড়ল।

মন সব জিনিষকে সব সময় চায় না। অবাঞ্ছিতকে সে কোণ ঠাসা করে, কিন্তু তবু অতর্কিতে কখনও কখনও তারা বার হয়ে পড়ে। কিন্তু অরুণের পথে দৈব অনুকূল। এক দম্পতী বেড়াতে বার হয়েছিল—তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তে অরুণ অবাক হয়ে গেল। পুরুষটী দীর্ঘ, বয়স পঁয়তাল্লিশ। নাকটি পাখীর ঠোঁটের মত সুচল, চোখ দুটি কৃষ্ণ-তার বর্ণও কৃষ্ণাভ। চলনে প্রস্ফুট দর্প। বধূটী যৌবন-লাবণ্যমণ্ডিতা—চোখে মুখে শান্ত স্নিগ্ধ মাধুর্য্য।

অরুণ অবাক হয়ে চাইল, সে কি চোখকে অবিশ্বাস করবে? সেই চোখ, সেই মুখ—এ যেন রোজির দ্বিতীয় সংস্করণ। অনেকদিন রোজির সঙ্গে দেখা হয় নি, সে একটী অনাথ-আশ্রমের ভার নিয়ে ব্রাইটন চলে যায়—সে আজ পাঁচ ছয় বৎসর।

তরুণী বিস্মিত অরুণের দিকে চেয়ে সহসা বলল—"কি আশ্চর্য্য, রায়—খুব আনন্দ হল"

অরুণ স্থান কাল পাত্র ভুলে বলে উঠল—"রোজি !"

পুরুষটী কটমট দৃষ্টিতে চাইল। রোজি স্বামীর দিকে ফিরে বলল "আমার বন্ধু মিঃ রায়—এখন কি ডাঃ রায় ?"

অরুণ আমতা আমতা করে বলল—"হ্যাঁ লিপজিগে আমি ডক্টরেট পেয়েছি—"

রোজি হাসল আর পুরুষটীকে দেখিয়ে বলল—"আমার স্বামী মিঃ বলডেরো।"

পুরুষটী অনিচ্ছায় কর মর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াল। বলল আন্তরিকতাহীন সৌজন্যে "আপনাকে জেনে খুসি হলাম।"

কণ্ঠস্বরে খুসির কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না। অরুণও সামাজিক সৌজন্যভরে বলল "আমারও সৌভাগ্য।"

(৫)

রোজি বলডেরো।

কি বিস্ময়! দশ বৎসর পূর্ব্বে যে তরুণী তার জীবনে মরুর মরীচিকার মত অনন্ত মাধুর্য্যের দ্যুতি এনেছিল, যার লক্ষ্য ছিল নারীর মর্য্যাদার নব রূপ, সেই প্রতিভার এই পরিণতি অরুণকে চমকিত করল।

বলডেরো ব্রীজ খেলবে বলে রোজির নিকট বিদায় নিয়ে বলল—"আমায় ক্ষমা করো ডিয়ারি! তুমি ও ডাঃ রায় খানিক আলাপ কর, তোমরা পুরাতন বন্ধু।"

. মিঃ বলডেরো অষ্ট্রেলিয়ার একজন অর্থশালী লোক। ভারতীয় কৃশকায় ডাঃ রায়কে সে ঈর্ষ্যা করে না, সেটা তার পক্ষে গ্লানিকর।

রোজি ও অরুণ দুখানি ডেক চেয়ার নিয়ে পাশাপাশি বসল। রোজি আর ক্ষীণ-মধ্যা তন্বী নয়, বিপুল-নিতম্বা গৃহিণীর ভারিক্কি চালে তাকে নূতন মনে হয়। তবু অতীত ক্ষণিকের জন্য যেন যবনিকা ফেলে।

অরুণ বলল—"অবশেষে তুমি বাঁধনে পড়লে?"

"পড়লাম, কিন্তু 'হোম স্থইট হোম' পেয়েছি—এটা তুমি ভুলবে না।" অরুণ হয়ত ভুলবে না। কোথায় যেন সে পড়েছিল ঃ—

"I have my own home
To do what I please with,
To do what I please with,
My den for me and my mate and my cubs,
My own."

নারী চিরকাল নীড় বাঁধতে চায়। সংসারে যখন ঝড় আসে, তখন নীড়ই তার আশ্রয়। এই স্থখনীড়ে তার সন্ততি, স্বামী ও সে স্থখে কাল কাটাবে এই ত তার চিরন্তন বাসনা। অরুণ বুঝল।

রোজি বলল "আমার স্বামীর বিস্তৃত ভূমি আছে, সেখানে আমি নূতন উপনিবেশ গড়ব—আমি গ্রাম সংগঠন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে বৃত্তি পেয়েছি, সমাজ বিজ্ঞানের এই আলোচনা আমার জীবনে ব্যর্থ হবে না।"

কিন্তু কেবল সংগঠন নিয়ে ত মানুষের চলে না। প্রেমাস্পদকে ভালবাসা চাই। নীড়ের সমস্ত মধু এই প্রেম। রোজি কি সেই প্রেম পেয়েছে? কথায় কথায় রোজি বলল "আমি স্থখী হয়েছি, আমার স্বামী আমার স্থখের জন্য সকলই উৎসর্গ করতে রাজি—"

রোজির হাতের আংটির মকরত মণি জ্বল জ্বল করে। সে সত্যই স্থখী। দুঃখ করবার কি আছে? জীবনে সে সত্য ও নির্ভর আশ্রয় পেয়েছে। রোজি সহসা প্রশ্ন করল—তুমি একলাই ভারতে ফিরছ?"

অরুণের মনে পড়ল হেলেনের কথা। লিপজিগে অধ্যাপক ভাগনারের গৃহে সে অতিথি ছিল। সেখানেই তাদের পরিচয়। শুধু পরিচয় নয়, সে পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়েছে। তার যখন অসুখ হয়, তখন হেলেন

কত যত্নই তাকে করে। পরিচর্য্যার মধ্যে প্রেম বাসা বাঁধে। তারপর তারা একত্রে বন-বিহার করেছে। নর ও নারীর নিগূঢ়তম সম্বন্ধকে তারা নিজেদের জীবনে মেনে নিয়েছে।

তাকে বিয়ে করেই সে ঘরে ফিরত, কিন্তু হেলেন বলেছিল, তুমি সকলের সম্মতি আনো। হেলেনকে তাই বুঝিয়ে আসে যে গৃহে ফিরে পিতামাতার সম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখবে, তখন হেলেন ভারতে রওনা হবে। সেখানেই তাদের পরিণয় হবে।

হেলেনের কথা তার কাণে বাজে "ভারতের নীল আকাশের ছায়ে, কল্লোলিনী নদীর ধারে তারা মধুচন্দ্র যাপন করবে, 'কেমন, মজা হবে না।"

সে হাসতে হাসতে তার বিম্বাধরে প্রীতি মুদ্রিত করে আর বলে—"ভারতবর্ষ তোমার খুব ভাল লাগবে—"

কিন্তু নূতন প্রেমের বন্যা হেলেনের নিকট তার প্রতিশ্রুতি ভাসিয়ে দিয়েছে। সে বলে—"সাথী কই আর মিলল ?"

রোজি হাসল—তার সুন্দর হাসি, বলল, "তুমি ঠিক কথা বলছ না।"

অরুণ বলল "বলছি, চেয়েছিলাম তোমাদের দেশের জীবন্ত কোনও নারীকে সঙ্গী করিতে, কারণ সত্যই আমাদের দেশ অপূর্ব্ব, সারা পৃথিবীর মধ্যে আমরাই আশ্চর্য্য জীব—"

"তার মানে ? এত তোমার দেশের প্রশংসা নয়।"

"তুমি ডষ্টয়ভস্কির House of the Dead পড়েছ ?"

রোজি উত্তর দিল—"পড়েছি ?"

অরুণ বলল "তিনি মানুষকে বলেছেন সহিষ্ণু জন্তু—আমরা ভারতবাসীরাও তাই—

মৃত্যুর প্রাসাদে আমরা বাস করছি—আশাহীন নগ্নতায়, তবু আমাদের স্পন্দন নেই, সাড়া নেই।"

"স্বজাতির প্রতি তোমার প্রীতি নেই ?"

রোজির এই ব্যঙ্গে উদ্বুদ্ধ হয়ে অরুণ বলল—"তা নেই, তুমি জান, ভারতবর্ষে নেই আলো, নেই আশা, নেই স্বাধীনতা, যেখানে মানুষ মরে আছে—জীবন্ত মানুষের প্রাণের চলাচলের সঙ্গে তার কোনও নাড়ীর যোগ নেই।"

রোজি হাসল, বলল "তাই তোমার ইচ্ছা ছিল স্বাধীন দেশের মেয়ে নিয়ে যেতে ?"

সে বললে "সত্য বলেছ বন্ধু, তোমরা আমাদের অচলায়তনে মুক্তির হাওয়া বহাতে পারতে ?"

"তা কি সম্ভব ?"

"সম্ভব কিনা জানিনে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়ত তাই হবে—"

রোজি বলল "মানুষের সমাজ ত যন্ত্র নয়, সে জীবন্ত, মানুষের আত্মাকে সে গড়ে, তাই ভিন্ন সমাজের নর ও নারী যখন মেশে, তখন তারা দলছাড়া হয়ে মেশে, তাই তার ফল সব সময় হয়ত ভাল হয় না।"

অরুণ বলল "মানুষের জীবনে তার পরিবেশ কাজ করে একথা সত্য, কিন্তু মানুষ তার পারিপার্শ্বিককে নূতন করে গড়ে তুলতে পারে একথা তুমি অস্বীকার করতে পার না—"

রোজি পুরাতন দিনের ছাত্রীর মত তর্ক নিয়ে মেতে উঠল—"মানি, কিন্তু ভিন্ন জাতির মানুষের পিছনে থাকে তার Social mind—তার সামাজিক মন, তাই যখন দেশ দেশান্তরের নর ও নারী নীড় গড়ে তোলে, তখন তাতে বিরোধ জাগে—তাতে আত্মিক পরিস্ফুরণে বাধা জন্মে।"

অরুণ বললে "তা হয়ত ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক জাতির সামাজিক সংঘ-মনের পিছনে আছে বিশ্বমানবতার প্রেরণা—অতীতে হয়নি, কিন্তু বর্ত্তমানও কি আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা করবে না।"

"করবে না তা বলি না, করবার জন্যই আমি নিজে অষ্ট্রেলিয়ায় চলেছি, কিন্তু য়ুরোপ ও ভারতের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান—সেখানে মিলনের প্রাসাদ গড়লে ফল খুব ভাল হয় না বলেই আমার ভয় হয়।"

অরুণের মনে পড়ল, তার পূর্ব্বেও বহু ভারতীয় য়ুরোপীয় নারীকে ভারতে এনেছেন, কিন্তু চমৎকার কিছু ঘটে নাই। তাহাদের সন্ততিদের মধ্যেও প্রতিভা ও মনীষার কোনও বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়নি। অবশ্য একথা ঠিক, তারা সমাজে স্থান পায়নি। বর্ত্তমান উদার-চিত্ত, বিদেশিনী সেখানে নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে। তাই রোজির কথায় অরুণ খানিক বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু তর্ক ছাড়ল না, সে ধীর অথচ নির্ভীক কণ্ঠে বলল—"ভারতীয় ও য়ুরোপীয় উভয়েই ককেশাস জাতের লোক—কাজেই এদের মিলনে সুফল ফলবে আমার মনে হয়।"

তর্ক ছেড়ে রোজি বলল—"তাই বল, তুমি কাউকে ভালবাস? বলনা কে সে?"

এই লঘুতা অরুণকে মুগ্ধ করে।

অরুণ বলল "হেলেন বলে একটী জার্ম্মান মেয়ে আমায় ভালবেসেছিল, কিন্তু আমি তাকে ভালবেসেছি কিনা সন্দেহ—?"

তর্কের চেয়ে বাস্তব চিরদিন চিত্তকে লুব্ধ করে। রোজির নারী-চিত্তেও চিরন্তন কৌতূহল জাগল। সে মৃদুহাস্যে বলল—"এই সন্দেহের কারণ কি?"

রোজির চোখের তীব্র দৃষ্টি 'সার্চ লাইটের' মত তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে চাইল, সে সন্ত্রস্ত হয়ে বলল—"আমি বোধ হয় আর একজনকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছি—"

চপল কৌতুকে সে বলল—"সত্যি, তুমি কি ভালবাসতে শিখেছ ?"

কথার পিছনে আঘাত ছিল। অতীতের একটী স্নেহময় হৃদয়কে সে ব্যথা দিয়েছে, হয়ত এটা তার প্রতিঘাত। অরুণ বলল—"কেন শিখব না ?"

রোজি বলল—"তোমাদের দেশে ত ভালবাসা নেই—তোমাদের মিলন ত জন্মজন্মান্তরের বন্ধন।"

অরুণ বলল "ওটা আমাদের দেশের সনাতনী ব্যবস্থা বটে, কিন্তু আমরা সেখানে নূতনত্ব আনতে চাই—"

রোজি বলল—"কিন্তু তোমায় সেই কথাই বলছিলাম, নূতনত্ব সহজে আসে না—ওটা অনুকৃতি নয়—ওটার জন্ম ও বৃদ্ধির নিয়ম আছে—"

অরুণ হাসল, বলল—"আবার সোসিওলজি"।

রোজি হাসল ও বলল,—"তা হোক, সমাজতত্ত্বকে অবহেলা করা চলে না—মানুষ বেড়ে ওঠে সমাজের মাঝে। গৃহ, গোষ্ঠী ও সমাজের মাঝে ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট আসন আছে—তা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সে বাড়তে পারে না—সে পঙ্গু ও আড়ষ্ট হয়ে যায়।"

অরুণ বলল, "তোমার তর্কে একটা ভুল হচ্ছে ?"

"কি ?"

"মানুষ সমাজের চেয়ে বড় সে কথা তুমি ভুলছ। জগতে রাম শ্যাম যদু মধু সব নয়, তাদের জীবন শস্যের মত—সেখানে কোনও

পরিণতি নেই। অতি মানবেরাই পৃথিবীকে মহত্তর ও বৃহত্তর করে গড়েন, তারাই অগম্যকে গম্য করেন, তারাই অদৃশ্যকে দৃশ্য করেন, তাদের অবদানেই সাধারণ-চিত্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে—"

রোজি মুগ্ধ চিত্তে অরুণের ভাবাবেগ শুনল, বলল "কিন্তু তুমি ত অতিমানুষ নও ?"

অরুণ ব্যথিত হল, বলল "তা হয়ত নই, কিন্তু দেশের বাঁধন, জাতির বাঁধন মানুষকে খর্ব্ব করেছে এটা আমি বুঝি, তাই যে সব মহামানুষ বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছেন তাদের পদাঙ্কানুসরণ করতে নিজেকে ধন্য মনে করি"

"বেশ, তা যেন হল, কিন্তু তোমার এই নূতন প্রণয়িনী কে ?"

"তিনি এই জাহাজেই আছেন কিন্তু এ নিয়ে তুমি বিদ্রূপ করতে পারবে না—"

রোজি বলল—"তার কথা আমায় বলবে না ?"

অরুণ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, ধীরে ধীরে বলল—'বলবার মত কিছু নেই'—

রোজি বলল—"তোমার কি তেষ্টা পায় নি ?"

অরুণ বলল "বস, দুগ্লাস আনতে বলি"

রোজি বলল "না, না, তুমিই আমার অতিথি—আজ আমি তোমায় পানীয় দেব।"

"তাহা ঠিক। রোজি আজ কুমারী নয়, পুরুষের উপহার নেওয়া তাহার পক্ষে আজ শ্লাঘ্যও নহে, শোভনও নহে।

মিঃ বলডেরো এল। হাসতে হাসতে বলল "তোমাদের সময় ত সুখে কাটল ?"

রোজি বলল—'তা মন্দ কাটল না, আমি ডাঃ রায়ের প্রেমের ইতিহাস শুনছিলাম'—

বলডেরো হাসল "ওঃ তাই নাকি, বেশ বেশ"

রোজি বলল—"তোমার নিমন্ত্রণ রইল আমাদের গৃহে, একবার যাবে অষ্ট্রেলিয়ায়—"

বলডেরো বলল—"আসবেন ডাঃ রায়, অষ্ট্রেলিয়া সোনার দেশ, খুব ভাল লাগবে—আমার উপনিবেশটী আরও চমৎকার। কাঙ্গারু দেখবেন, দেখবেন বেহালা পাখী"—

অরুণ বলল—"ধন্যবাদ, ইচ্ছে ত করে, কিন্তু হয়ে উঠবে কিনা বলতে পারিনে"—

বলডোরা বলল "না না, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হবে—আপনার আসতে হবে—আগামী শীতকালে কি বলেন ?"

রোজি বলল—"না আমরা এমন করে বাঁধতে চাইনে—যখন খুসি তখন আসবে"—

অরুণ বলল—"আপনার খেলা কেমন হ'ল ?"

বলডেরো বলল—খুব ভাল, আমি দু পাউণ্ড জিতেছি, চলুন একটু আনন্দোৎসব করা যাক"

রোজি বলল—আমিও ডাঃ রায়কে পানীয় দিতে চলছিলাম"

পৃথিবী চলছে, অফুরন্ত তার গতি। তবু সে গতি বিশৃঙ্খল নয়, সেখানে রয়েছে ছন্দ। মানুষ এই ছন্দের তালে তালে গড়ে উঠছে—সে পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু তবু কেবল ইচ্ছাতেই তার পরিবর্ত্তন নয়। রোজির আলাপ তাকে ভাবিয়ে তুলল। অরুণ জাহাজের পানীয়-কক্ষে চলবার পথে বিমনা হয়ে পড়ল। ইভা কি তাহলে শুধু মরীচিকা হয়ে রইবে ?

না, না সে তৃষ্ণার্ত্ত—মরীচিকা-ভ্রান্ত হলে তার চলবে না—সে চায় তৃষ্ণার জল, জল তাকে আনতেই হবে—যেখানে যতদূরে হোক জল তার চাই-ই।

(৬)

অরুণ যখন ফিরল তখন সোলেমান প্রভৃতির খেলা চলছে। অরুণকে দেখে সোলেমান বলল, "বা, এতকাল ধরে কি কাব্যস্বপ্ন দেখছিলেন—নিন আমার তাস, আমার নমাজের সময় হয়েছে।"

সোলেমান নামাজ করতে গেল। অরুণ তাস নিয়ে বসল। অনেকক্ষণ খেলা হয়েছিল, তাই গল্প ও খেলা একসঙ্গে চলল। সমর সেন বলল "মুসলমানদের এই ধর্ম্মপ্রবণতা আমার খুব ভাল লাগে—আই, সি, এস, অথচ জাতির বৈশিষ্ট্যকে সে মোটেই ত্যাগ করে নি—"

অরুণ বলল "এটা খুব বুদ্ধির পরিচয় নয়, ধর্ম্মান্ধতা মধ্যযুগের, বর্ত্তমানের মানুষ Rational outlook মেনে চলে—বিজ্ঞানকে সে মানে, তাই অজ্ঞানকে সে অবহেলা করে"

জাভেরী তাস বাঁটছিল, সে বলল—"নিন এইবার আপনারা ডাকুন, আমি ডাকলাম নো ট্রাম্প এক"

লিং চাং বলল—"হার্ট দুই"

অরুণ তাস গুছাতে পারে নি, সে জাভেরীর খেল্লু, তথাপি বলল "টু নোট্রাম্প"

সমর সেন 'ডাবল' দিল। জাভেরী হাত বদলাল না। খেলা চলল, খেলায় ওদের হার হল।

জাভেরী বলল "না অনেক খেলা হয়েছে—এবার খেলা বন্ধ করা যাক"

অরুণ বলল "তাই করুন, কিন্তু খেলা খেলা, তাকে গম্ভীর ভাবে গ্রহণ করলে লাভ নেই—"

সমর সেন আরব্ধ সংলাপে প্রত্যাবর্ত্তন করল—"ইসলাম তার ভ্রাতৃত্বের আদর্শ, তার একেশ্বরবাদ দিয়ে পৃথিবীর অনেক উন্নতি করেছে"

অরুণ বলল—"তা করুক, কিন্তু ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব খৃষ্টান ধর্ম্মের মত উচ্চ নয়, তা ছাড়া কোরাণ যে ধর্ম্মতন্ত্র প্রচার করেছিল, সেটা বর্ত্তমানের সভ্যজগতের প্রগতির সঙ্গে থাপ খেতে পারে না—

লিং চাং তর্কে যোগ দিল। সে বলল, "বুদ্ধ খৃষ্ট ও মহম্মদের আগে এসেছেন, কিন্তু তার দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক, মানুষ তাই বুদ্ধকে মেনে বর্ত্তমানের আধুনিকতা বজায় রাখতে পারে—"

জাভেরী বলল "এ তর্ক নিরর্থক, পৃথিবীতে নানা ধর্ম্ম হয়েছে—প্রত্যেকেই আপন ধর্ম্মকে বড় করে দেখতে চায়—"

অরুণ বলল, "তুলনামূলক সমালোচনা নিন্দা নয়, যুক্তি দিয়ে সত্যকে পরীক্ষা করতে হবে, তাতে ভীত হওয়া উচিত নয়"

সোলেমান নামাজ শেষ করে ফিরল, বলল—"খেলার কি হল ?"

সমর সেন বলল, "খেলা বন্ধ করে আমরা ধর্ম্মচর্চ্চা করছি—ডাঃ রায় অবশ্য অত্যাধুনিক—উনি ধর্ম্মকে বিশেষ আমল দিতে চান না"

সোলেমান বলল, "পৃথিবীতে ইসলামেই শেষ নবী এসেছেন, তার প্রচারিত ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"

অরুণ বলল "আপনি গোঁড়া ধার্ম্মিক, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে ভয় হয়—"

সমর সেন বলল "এটা কেবল মুসলিমের দোষ নয়, সমস্ত ভক্তেরই দোষ, গীতাতে পর্য্যন্ত অভক্তকে ভক্তির কথা বলতে বারণ।"

লিং চাং বলল "বুদ্ধ কিন্তু অতিশয় উদার, তিনি ব্যক্তির যেমন স্বাধীনতা দিয়েছেন, অতীতের কোনও মানুষই এমন ভাবে বলতে পারেন নি—পরিনির্ব্বাণ কালে তিনি যে উপদেশ দেন—তাতে তিনি প্রত্যেককে নিজেকেই গুরু বলে মানতে বলেছেন—এটা তার যুগোত্তর বাণী—"

সোলেমান বলল, 'বৌদ্ধ ধর্ম্মে চিত্তের পরিতৃপ্তি হয় না, কারণ সেখানে প্রার্থনা ও ভক্তির স্থান নেই"

অরুণ বলল "কিন্তু এইটাই কি তার সব চেয়ে বিশেষত্ব নয় ?"

লিং চাং বলল—"নিশ্চয়ই, বুদ্ধ যে মৈত্রী প্রচার করেন, সেটা দেশে কালে আবদ্ধ নয়, মহম্মদ যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের গৌরব প্রচার করেন, সেটা মুসলিমের সৌভ্রাত্র, বিশ্বজনের সৌহার্দ্দ্য নয়, কিন্তু করুণা, মৈত্রী, মুদিতার কল্পনা মানুষের দর্শনের ইতিহাসে বোধহয় শেষ কথা—"

জাভেরী বলল, "লিং চাং যা বললেন তা হয়ত সত্য, কিন্তু আমাদের কলেজের খৃষ্টান অধ্যাপক ব্রাডমান বলতেন, বুদ্ধ মানুষকে কোনও আশ্রয় দেন নি, কোনও অভয়বাণী শোনান নি—খৃষ্ট সর্ব্বমানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন—"

অরুণ বলল—"এ কথা মিশনারীরা বলেন বটে। কিন্তু খৃষ্টের এই মধ্যস্থতার স্বরূপ আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে, ক্রুশে তিনি যে আত্মত্যাগ করলেন, তার দ্বারা সর্ব্বমানুষের মোক্ষ এনে দিলেন—এ তত্ত্ব যুক্তিতে দাঁড়ায় না—"

সমর সেন বলল, "ধর্ম্মের শেষ কথা ও সার কথা গুহ্যতম, শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাকেই শরণ করতে বলেছেন—

তাকে সকল পাপ হতে মুক্তি দিতে চেয়েছেন, তখন অনুরূপ কথাই বলেছেন—"

লিংচাং বলল—"কৃষ্ণ বা খৃষ্ট যা দিলেন, তার জন্য মানুষের চেষ্টার দরকার নেই, এ কথা শুনতে ভাল, তাতে দল গড়া চলে, কিন্তু বুদ্ধ যখন মানুষকে নিজেই নিজের পথে আলো জ্বালাতে বললেন, তখন কি তিনি সকলের চেয়ে যুক্তিযুক্ত কথা বললেন না?"

সোলেমান বলল "আপনারা কোরাণ পড়েন নি, তাই তার মহত্ব বোঝেন না—"

অরুণ বলল "সোলেমান সাহেব, আপনি কি অপক্ষপাত সমালোচনা সহ্য করতে পারবেন?"

"কেন পারব না?"

"জিজ্ঞাসা করছি, কারণ এইখানটায় দেখেছি মুসলমান বন্ধুরা একটু দুর্ব্বল, মহম্মদের ধর্ম্ম কেবল আধ্যাত্মিকতার আবেগে সৃষ্ট হয় নি—রাজনৈতিক কারণে তার উদ্ভব—ইহুদী ধর্ম্মের কাঠামোর উপর মহম্মদ কালোপযোগী বনিয়াদ খাড়া করেন, সেটা সে কালের পক্ষে বিস্ময়কর হলেও, সর্ব্বকালের ক্ষুধা সে মিটাতে পারে না"

সোলেমান শান্তভাবে শুনল, তারপর বলল—"আপনার কথা একদিক দিয়ে খাঁটি, কিন্তু আমাদের চোখে এই সব পড়ে না—"

অরুণ বলল "পড়ে না তা জানি—"

সোলেমান উষ্ণ হয়ে বলল—"আপনি কি আমাকে সংকীর্ণমনা বলছেন?"

অরুণ হাসতে হাসতে বলল—"সোলেমান সাহেব, এ তর্ক, বন্ধুরা সেটা যদি ভুলে যান, তবে এ আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক—"

সোলেমান বলল—'আমায় ক্ষমা করুন ডাঃ রায়, রসুল বলেছেন গর্ব্বের সঙ্গে পৃথিবীতে চলবে না—"

লিং চাং বলল "ঠিক বলেছেন সাহেব, আমরা কাউকে আঘাত করছি না, এটা আমাদের বন্ধুগোষ্ঠী—"

অরুণ বলল, "পৃথিবীতে যা অতীতে ঘটেছে সেটাকে বাদ দিতে বলতে পারিনে, কিন্তু সেইটে নিয়ে যদি আমরা থাকি, তবে আমরা থাকব অতীতের বাসি-মড়া হয়ে, চলতি কালের সাথে আমাদের যোগ থাকবে না"

সোলেমান বলল—"তার মানে ?"

অরুণ বলল—"তার মানে আজ চাই যুগধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম বৈদিক নয়, পৌরাণিক নয়, খৃষ্টের বাণী নয়, বুদ্ধের সাধনা নয়, মহম্মদের ইসলাম নয়, অথচ সকলকে জেনে ভাবী অভ্যুদয়কে ফুটাবে, নূতন হয়ে জন্মাবে ?"

সমর সেন বলল—"গীতায় পার্থসারথি এই কথাই বলেছেন—যুগে যুগে তিনি আসবেন—যখন ধর্ম্মের গ্লানি হবে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হবে—"

জাভেরী—"তাঁর আবির্ভাবের সম্ভাবনা কোথায় ?"

"সম্ভাবনা ? য়ুরোপের প্রান্ত থেকে, প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরেছি, কি দেখেছি সেখানে ? ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির নিঃশব্দ আস্ফালন, মানব-সভ্যতাকে বিনাশ করবার জন্য রুদ্র যেন তাণ্ডব নৃত্য স্বরু করবেন বলে শাসাচ্ছেন—এই ত তার আবির্ভাবের সময়, দেশে দেশে আজ আর্ত্তকাতর রোদন, ধরিত্রী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে—"

অরুণ বলল—"এসব ভাবালুতার কথায় চলবে না। পৃথিবী চায় বুদ্ধির ধর্ম্ম, প্রজ্ঞার আলো। দেশে দেশে নদী পাহাড়ের আড়ালে মানুষে মানুষে কল্পিত বিরোধ জাগছে—সব মানুষকে শেখাতে হবে—এটা

বঞ্চনা, সর্ব্বগ্রাসীরা সর্ব্বহারাদের এমনই করে ভুলিয়ে রেখেছে, পেরুর তৃণভূমিতে হোক, আর গঙ্গার বালুতীরে হোক, সাইবেরিয়ার তুষার গেহে হোক আর সাহারার প্রদীপ্ত অনলকুণ্ডে হোক, সব মানুষ এক—সব মানুষের জন্য রয়েছে প্রকৃতির অতুল ঐশ্বর্য্য, তাকে গ্রহণ করে জীবনকে পূর্ণ ও প্রস্ফুট করাই মানুষের ধর্ম্ম—এই ধর্ম্মই আজ চলবে, অন্য ধর্ম্ম আজ অচল”

সমর সেন বলল “ডাঃ রায় আপনার ব্যক্তব্য যা, কমিউনিজমও তাই দুয়ের মধ্যে কোনই তফাৎ নেই”

সোলেমান বলল—“কমিউনিজম রুশিয়ায় ব্যর্থ হয়েছে—তা নিয়ে আস্ফালন নিষ্প্রয়োজনীয়”

অরুণ বলল—“এটা কমিউনিজম নয়, তার কারণ তারা ধর্ম্ম মানে না, আমি মানবতাকে ধর্ম্মের পদে বরণ করছি—”

সমর সেন বলল—“ওটা কেবল কথারই মারপেঁচ—”

অরুণ বলল “তা হোক, তবু সংজ্ঞা নিয়েই সংসারে অনেক ওলটপালট হয়”

জাভেরী বলল—“কিন্তু এটাও ত আপনার অলীক স্বপ্ন ?”

“স্বপ্ন বলতে পারেন, কিন্তু অলীক কেন বলব, টেনিসন যে স্বপ্ন দেখেছেন—সেটা আজ পাগলামি বলে মনে হয়—”

সোলেমান বলল—“সেই লাইনগুলি—

When the war-drum throbs no longer
and the battle flags are furled.
In the Parliament of man, the Federation
of the world.”

জাভেরী বলল—"আবিসিনিয়ার দুরবস্থা বুঝিয়ে দিল জাতি-সংঘ কোনও কাজেরই নয়"

অরুণ বলল—"জাতি-সংঘ কাজের হয়নি, কারণ সেটা হয়েছে শক্তিমান্‌দের খেলাঘর, পৃথিবীর সমস্ত নির্য্যাতিত শক্তিহারাদের সম্মেলন যখন হবে—তখন সেটা আর তুচ্ছ হবে না—"

সোলেমান বলল—"এটা তখন ধর্ম্ম হবে না, হবে রাজনীতি—"

অরুণ—'তাতে ভাইসাহেবের আপত্তির কারণ নেই; কারণ মহম্মদ রাজনীতিক সন্ধিক্ষণে আরবকে রক্ষা করেছিলেন—"

"আমি আপনার শ্লেষের তাৎপর্য্য বুঝছি না—"

"শ্লেষ নয় ভাইসাহেব, মনকে একটু উদার করতে শিখুন, আমি বলছি ইসলাম রাজনীতির খাতিরেই উদ্ভূত হয়েছিল—"

লিং চাং বলল—"ডাঃ রায় আপনি নূতন ধর্ম্ম চান কেন, বুদ্ধই রয়েছেন—তাঁর বাণী আজ প্রচার করুন। জগতের সমস্ত বেদনা দূর হবে—তার ধর্ম্ম বিশ্বজনীন, তার আদর্শ সেবায় ও প্রেমে সমৃদ্ধ—"

অরুণ বলল, "মহম্মদ, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খৃষ্ট অনেক মহৎ কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁদের যুগ ত আজ নেই, আজ চাই নূতন গীতা, নূতন বাইবেল, নূতন কোরাণ, নূতন ত্রিপিটক—"

আলাপে আলাপে অনেকক্ষণ কাটল, সন্ধ্যার অন্ধকার ও বিজলী আলো কিছুই তাদের অখণ্ড মনোযোগ ভাঙ্গাতে পারেনি। কিন্তু যখন ডিনারের ঘণ্টা ঢং ঢং করে বেজে উঠল, তখন জাভেরী উঠে বলল—"অনেক তর্ক হয়েছে—এখন চলুন খেতে যাওয়া যাক—"

সমর সেন বলল—"কিন্তু—"

লিং চাং উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল—"থাক আর কিন্তুর প্রয়োজন নেই,"

জাভেরী বলল—"খুব বলেছেন মিঃ চাং"

লিং চাং বলল, "সারাজীবনটাই একটা সমাধান-হীন কিন্তু"

সমর সেন প্রশ্ন করল—"এটা কি কনফুসিয়াসের প্রবাদ—"

লিং চাং চলতে আরম্ভ করেছিল, সেনের প্রশ্ন সে শোনেনি—তাই কোনও উত্তর দিল না।"

(৭)

খাবার টেবিলে ইভার দেখা মিলল। ইভা আজ শাড়ী পরেনি—গাউন পরে এসেছিল

অরুণ বলল—"শাড়ীতে আপনাকে এর চেয়ে ভাল দেখায়"

ইভা প্রশ্ন করল—"সারাদিন কি করলেন?"

"আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হ'ল!"

"ওঃ তাই বুঝি প্রেমের গুঞ্জনে দিন কাটল"

"না, প্রেম করবার সুযোগ নেই, বান্ধবী আজ বাঁধনে পড়েছেন—"

ইভা হাসল, বলল, "তাহলে দেখছি ভারি মুস্কিল"

অরুণের মন বলছিল সে বলে, 'তোমায় সারাদিন না দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছে—আমার কিছুই ভাল লাগেনি—'

কিন্তু সে কথা তার মুখে আসল না। সে বলল—"আপনি কি করে কাটালেন?"

"আমি স্বামীজির কাছে পড়ছিলাম—উপনিষদ পড়তে আরম্ভ করেছি—"

অরুণ বলল—"কেমন লাগল?"

"ওঃ খুব চমৎকার"

দূরে অন্য টেবিলে রোজি ও তার স্বামী ছিল। রোজি তাদের দিকে তাকাচ্ছিল। একবার চোখোচোখি হয়ে গেল। রোজির মুখে কৌতুকভরা হাসি। রোজিকে দেখিয়ে অরুণ বলল—"ঐ আমার বান্ধবী।"

ইভা বলল—"ওরা ত ইংরেজ, এ জাহাজে যে বড় যাচ্ছে ?"

অরুণ বলল—"সে প্রশ্ন ত করিনি।"

ইভা বলল—"ওরা খুব স্বাদেশিক, দেখবেন হয়ত পোর্ট সৈয়দে ওরা জাহাজ বদল করবে—"

"তা হয়ত, কিন্তু ভাবুন ভাগ্যের কথা, রোজি ছিল একান্ত আধুনিক, বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে ওর জীবন কাটবে এটা খুব দুঃখের কথা ?"

ইভা বক্তার মুখের দিকে চাইল। অরুণের মন তখন কাব্যলোকে, সে তখন জ্যোৎস্না-নিশীথের নীরবতা অনুভব করছিল, হয়ত কোকিলের পঞ্চম স্বর শুনছিল, হয়ত ছন্দে কবিতা রচনা করছিল, হয়ত স্তিমিত গোধূলির মাধুর্য্য অনুভব করছিল। ইভা তার স্বপ্নালস পুলক ভাঙ্গাতে চায় না। খানিক পরে অরুণ জিজ্ঞাসা করল—"রোজিকে আপনার কেমন লাগল ?"

"আলাপ হয়নি কি করে বলব ?"

অরুণ বলল "সব জিনিষ কি আমরা আলাপ করে জানি ? আকাশের তারা যে গান গায়, চাঁদ যে সুধা ছড়ায়, বাতাস যে বার্ত্তা বয়,—"

"থাক, হয়েছে, আপনি কবি, কিন্তু আমি একান্ত গদ্য—"

"না না, আপনি জীবন্ত পদ্য—"

ইভা টেবিলে কাঁটা চামচ রেখে খানিক খুব হাসল, তারপর বলল “তার মানে”

“আপনি আমার মনে কবিতা জাগিয়েছেন, কাল রাত্রেই আমি একটা লিখেছি।”

“কি ভাষায় ?”

“বাংলায় ?”

“তাহলে ত আমি বুঝব না।”

আমি বাংলা আগে আপনাকে বলি, তারপর ইংরেজী অনুবাদ করে শোনাব—

“খেতে খেতে কি তা সম্ভব হবে ?”

অরুণ আবৃত্তি করল ঃ—

“তোমাতে আমাতে হল পরিচয়
নাহি জানি কোন্ শুভ-লগনে,
এলে তুমি মোর জীবনের মাঝে
সরম জড়িত মৃদু চরণে।
ছিনু কিগো দোঁহে আদিম প্রভাতে,
ইডেনের কম সুখ কাননে ;
আমি ত ছিলেম সরল আদম
তুমি ছিলে ইভা নত আননে।
বিধাতার শাপ এল তব শিরে,
তবু ত তোমারে ছাড়িনি প্রিয়ে,
মিছে যার শাপ তারে উপেখিয়া
মাটিতে নামিনু তোমারে নিয়ে।

যত ব্যথা এল, তত এল প্রীতি,
যত ঘাত এল, তত মমতা,
সেই হতে আজো করি ছুটাছুটি,
দেখি দেবতার কত ক্ষমতা ?
মাটীর ধরাতে স্বরগ রচিব
ত্বজনের যত সাধনা দিয়ে,
ভালবাসা দিয়ে গড়িব নন্দন
তারি লাগি মোরা চলেছি প্রিয়ে।
বারে বারে ভুল করেছি অনেক
বিফল হয়েছে যতন শত,
বাঁধো আজি সখী শিথিল্ কবরী,
জাগো ঘুম হতে বীর রমণী ;
ভুলে এস যত মরু-মরীচিকা
নাচুক হরষে যত ধমনী।
তোমাতে আমাতে নব সাধনায়,
নব অভিযানে চলিব প্রিয়ে,
আমা দোঁহাকার প্রেমের প্লাবনে
যত কালি আছে মুছিব গিয়ে।
বুক ভরে আনো প্রীতির লাবনি,
অমল মধুর হইবে ধরণী,
ত্বজনে যদিরে ভালবাসি দোঁহে
ঘুচে যাবে ওরে ত্বঃখ রজনী।

ইভা ইংরেজী অনুবাদ শুনে খুসি হল। বলল—"আপনি তা'হলে সত্যিকার কবি—"

"সত্যিকার কিনা জানিনা, তবে ছোট বয়স থেকে লিখছি—অনেক কবিতা ইতস্ততঃ ছড়ানো, সেগুলি একত্র করে ছাপিনি।"

ইভা প্রশ্ন করল—'কেন ছাপেন নি?'

"তার কারণ, প্রকাশক জোটেনি, তাছাড়া লোকে আজকাল কবিতা চায় না—

"অথচ শুনি রবীন্দ্রনাথ আপনাদের দেশের খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান পান—"

"রবীন্দ্রনাথের আদর নানা কারণে, তা দিয়ে একথা বলা যায় না যে লোকে কবিতা ভালবাসে।"

ইভা বলল "আমি কিন্তু কবিতা খুব ভালবাসি—বর্ত্তমান যন্ত্রযুগ, কিন্তু মানুষের মনে তবু কবিতা আপন প্রভাব বিস্তার করে রাখবে, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ"

অরুণ বলল "কবির পক্ষে আপনার ভরসা উপাদেয়, কিন্তু মানুষ বোধহয় কবিতার প্রতি দরদ হারাতে বসেছে।"

ইভা বলল "তা নয়, বেগ ও বিরোধ মানুষকে আজকাল ডুবিয়ে রাখে, তবু মানুষ চায় নিরালা কোণ, পাখীর কাকলী, বনানীর সাড়া, তার অন্তরের অন্তরে বাস করে ক্ষুধাতুর বেদনার্ত্ত ভিক্ষুক, যে তৃপ্ত নয়, সে চায় পরিতৃপ্তি, পায় না, তাই তার চাওয়াও শেষ হয় না।"

সমর সেন আহার শেষে ওদের কাছে এল। বলল—"ওরা ৯টায় ছবি দেখাবে, যাবেন ত?"

ইভা বলল, "মন্দ কি, খানিকটা আনন্দ পাওয়া যাবে"

ওরা তখন ফল কাটছিল, আপেলের টুকরা মুখে ফেলে ইভা উঠে দাঁড়াল, বলল,—"চলুন"

ডেকের উপর ছায়াছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সমর, অরুণ ও ইভা একপাশে তিনখানি চেয়ার নিয়ে বসল। তখনও খানিক দেরী ছিল। ওরা গল্প আরম্ভ করল। ইভা প্রশ্ন করল "আপনি কি রাশিয়ায় গিয়েছেন মিঃ সেন ?"

সমর সেন বলল—হাঁ।

অরুণ বলল—"কেমন দেখলেন ?"

সমর সেন বলল, "অতীতের চিতাভস্মের উপর ওরা প্রাণের পূজা আরম্ভ করেছে, নূতন করে গড়েছে, নূতন প্রণালী, নূতন লক্ষ্য, নূতন আদর্শ, বর্ত্তমানের ইতিহাসে এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু আর নেই।"

অরুণ বলল, "ভারতবর্ষ আর রাশিয়ায় একই অবস্থা ছিল, যে সঞ্জীবনী-মন্ত্র ওদের বাঁচিয়েছে, ভারতবর্ষে তারই সাধনা করা উচিত।"

ইভা চকোলেট বন্ধুদের দিল, তারপর বলল, "এটা ঠিক নয় ডাঃ রায়, দেশে দেশে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তাকে বলতে পারি দেশাত্মা, :তাকে ভুলে কোনও দেশই উন্নতি করিতে পারে না—"

কথা ওদের শেষ হল না। ছবি আরম্ভ হল—প্রথমে দেখাল ইতালীর আবিসিনিয়া অভিযানের সত্যকার ছবি। মরুভূমে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর সাহসিকতার প্রশংসা করবার জন্য ছবি তোলা হয়েছিল। তারপর দেখাল একটী হাসির গল্প—যুবক পো সম্পত্তিশালী, তার অফুরন্ত রূপের জন্য সে মেয়েদের মন হরণ করে বসে, বেলিসিদের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক ঠাক, বিয়ের আসরে নাচ গান চলছে, কিন্তু পোর মন বদলে গেল, সে বিয়ে না করে পালিয়ে গেল, তার বধূর নাম

এলিসা। এলিসার ভাই তাকে ফিরিয়ে নিতে এল—সে গেল না, কথায় কথায় কলহ জমে উঠল, রাগে ভাবী শ্যালক পোকে গুলি করল, আহত হয়ে সে লুটিয়ে পড়ল।

হোটেলের পরিচারিকা কাসপারিনা এসে তাকে যত্ন করে বিছানায় শোয়াল, ডাক্তার ডেকে আনল।

সে ধীরে ধীরে সেরে উঠল, কিন্তু কাসপারিনার বিনিদ্র সেবা, আন্তরিক স্নেহ তার চিত্তে মধুরতার স্পর্শ আনল, সে তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করল। কিন্তু সে ধরা দেবে না বলে মনকে ঠিক করল। তার সঙ্গে সর্ত্ত করল। সে পোর পৈতৃক জমিদারীতে যাবে, সেখানে মিসেস পো হয়ে সে সম্মান পাবে, কিন্তু দুজনের মধ্যে সত্যকার কোনও সম্বন্ধ থাকবে না। তরুণী এই সর্ত্ত এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে গ্রহণ করল। পো ভাবল, এই ফাঁকি হবে তার অবাধ বিচরণের সহায়। সে নারী চিত্তের ফুলে ফুলে মৌমাছির মত উড়ে বেড়াবে। বিশপের মেয়ে মার্গারেটের সঙ্গে পো প্রেমে পড়ল, তাকে বলল নানা শ্রুতিমধুর বাণী, যা চিরকাল নর নারীকে বলে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু মার্গারেট সহজে ছাড়বার পাত্র নয়, সে প্রেম নিয়ে খেলা করতে চায় না। তখন পো বলল—'সে বিবাহিত'।

মার্গারেট বিশ্বাস করে না, তখন পো কাসপারিনাকে আনতে চলল।

এদিকে কাসপারিনার জীবনে নূতন ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে। বার্ণাডো নামে এক যুবার সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল। সে সব শুনে কাসপারিনাকে এই অভিশাপ থেকে উদ্ধার করতে চাইল, সে বলল সে কাসপারিনাকে বিয়ে করবে। কাসপারিনা বলল—"পোর মত নিয়ে তবে বলব?"

বার্ণাডো বলল—'তার প্রয়োজন নেই'।

কাসপারিনা তাতে সম্মত হল না। সে বলল "যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, বিশ্বাস করেছেন, তার বিশ্বাস ভাঙ্গতে পারব না।"

বার্ণাডো ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে চলল।

এমন সময় এল পো। পো তাকে মার্গারেটের কথা সব বলল। তারপর অনুরোধ জানাল—"বল তুমি এই বিপদে আমার রক্ষা করবে?"

কাসপারিনা বলল—"না তা হয় না"

পো উষ্ণ হয়ে প্রশ্ন করল--কেন হয় না?

কাসপারিনা বলল—"ভালবাসা নিয়ে ছল করা উচিত নয়।"

পো ওকে বুঝিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করবে ভাবল। পোর বাল্যের আবেষ্টনে সে তার হারানো সরলতা ফিরে পেল, আর বুঝল কাসপারিনা আর অশিক্ষিতা নেই। সে সত্যই গৃহিণীর মর্য্যাদা পেয়েছে। সে কাসপারিনাকে নিয়ে বেড়াতে চলল।

তাদের দ্রাক্ষালতার কুঞ্জে কূয়ার চাতালের উপর দুজনে বসল—জ্যোৎস্নার আলো এসে কাসপারিনাকে সত্যই স্থন্দরী করেছে। পো তার মুখ চুম্বন করে বলল "না, তোমার আর অভিনয় করতে হবে না—তুমি আজ থেকে আমার প্রিয়তমা"

কাসপারিনা যেন বুঝতে পারছিল না, সে তার ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে ধরা দিল। তার মন ধরা দিতে চাইছিল, আবার চাইছিল না। সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মনে হল রাত্রি তার মায়া নিয়ে তাকে ঘিরে ফেলছে। সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন দৃশ্য হয়ে উঠছে—সে যেন অশরীরী অপ্সরী হয়ে কোনও দেবলোকে যাত্রা করছে। অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে বলল—"সত্য"

পো বলল—"সত্যি, তুমিই হবে আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের নির্ভর সান্ত্বনা"

সমর সেন ছবির শেষে বলল—"মন্দ নয়, এটা নিয়ে আমি একটা নূতন উপন্যাস লিখতে পারব—"

অরুণ বলল—"সে লেখা ব্যর্থ হবে।"

সমর প্রশ্ন করল—"কেন ?"

"যে লেখা অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় না, তার কোনও দামই নেই, চর্ব্বিত-চর্ব্বণ সংসারে অনেক হচ্ছে, এমন লেখা লিখুন, যা জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন মূর্চ্ছনা তুলবে—"

ইভা—"সে ত সব সময়ে সম্ভব নয়।"

"সম্ভব নয় জানি, কিন্তু কোনও লেখা স্থায়ী হয় না, যদি না সে অন্তর থেকে ওঠে, যদি না সে নির্ঝরের মত আপনা হতেই পাহাড়ের কারা ভেঙ্গে ছুটে চলে—"

ইভা বলল—"তাহলে পৃথিবীর ছাপাখানার লক্ষাংশ কাজও থাকত না—"

"থাকত না, কিন্তু সেটিই কি ভাল হত না, হাজার হাজার রাবিশ বই পড়ে সময় ও অর্থ নষ্ট করে লাভ কি ?"

সমর বলল—"আপনি যা বলছেন, তা ঠিক কথা। সমস্ত জগজ্জয়ী পুস্তকের পিছনে এমনই অন্তঃপ্রেরণা আছে, কিন্তু মানুষের কাছে বাহুল্যও ফেলবার নয়। ফুলের বনে পদ্ম আছে বলেই দ্রোণপুষ্প লজ্জায় আত্মহত্যা করেনি—"

ইভা বলল—"চলুন জাহাজের উপর তলায় বসে একটু বেড়ানো যাক"

সমর বলল—"আমায় মাপ করবেন, আমি ঘুম-কাতুরে, আর তা ছাড়া শীতেরও ভয় করি।"

সেন বিদায় নিল। ইভা ও অরুণ ছাদে চলল।

ইভা বলল "আপনার ওভার-কোট নিয়ে আস্থন।"

অরুণ বলল "শীত তেমন নয়, ওভার-কোট লাগবে না, তবে আপনি আপনার স্কার্ফ নিন"

ইভা বলল—"চলুন ক্যাবিন থেকে সেটা নিয়ে যাব।"

ইভা অরুণ চলল, ইভার ক্যাবিনের দরজা খুলল। অরুণ দেখল তার ঘরে বেহালা রয়েছে। অরুণ প্রশ্ন করল—"আপনি বেহালা বাজান ?"

"বাজাই মাঝে মাঝে"

"নিননা, রাত্রে ওটা চমৎকার শোনাবে।"

অরুণ বেহালা হাতে করে চলল, জাহাজের উপর তলায় তখন লোকজন নেই, ওরা দুজনে খেলা-ঘরের ছাউনির নীচে বসল।

নিস্তব্ধ রাত্রি। সমুদ্রের জলরেখা কাচ রেখার মত জ্বলে। জাহাজখানি যেন সঙ্গীহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে। বাতাস এসে তাদের শরীরে মৃদু শিহরণ জাগায়, শীতার্ত্ত মরুতের কম্পিত চুম্বন, তবু চুম্বনের মত মিষ্ট। আকাশে তারা জ্বল জ্বল করছে।

অরুণ বেহালা রেখে বলল—"বাজান না একটু।"

ইভা বেহালা তুলে নিল।

ফুলের টবে হয়ত নাবী কার্ণেশান ফুটে ছিল। তারই মৃদু সৌরভ ভেসে আসছিল। জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসে।

ইভা সুন্দর বাজাতে পারে।

অরুণ মুগ্ধ হয়ে শুনল।

জীবনে মানুষের একটী মুহূর্ত্ত আসে, যখন সে মনে করে নন্দনের দ্বার তার জন্য খুলে যায়। পারিজাত-মালা গলায় পরে সে মর্ত্ত্য বেদনা ভুলে যায়। অরুণের জীবনে এ যেন তেমনই একটা মুহূর্ত্ত। স্বপ্নময়, যাদুময় মুহূর্ত্ত, বিশ্বের স্ফুটিত যৌবন যেন তার কাছে শরীরী হয়ে দেখা দিল। সৌন্দর্য্য যেন তার কাছে বাস্তব হয়ে উঠল।

অরুণের মনে হল, তারা যেন নিঃসঙ্গ বিশ্বের প্রথম নর ও নারী। আশা ও আকাঙ্খায় বেদনাহীন ধরিত্রী আপন মনেই আবর্ত্তন করে চলেছিল—কিন্তু আজ সেখানে এসেছে ভয় ও ভাবনার দোলা। তবু কি মধুর, কি সুন্দর, কি হৃদয়ানন্দদায়ক!

বাজনা থামল। ইভা বলল—"ভাল লাগল?"

অরুণ প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, বলল "সত্যই স্বর্গীয়।"

ইভা চুপ করে রইল। অরুণও চুপ করে রইল। জীবনে এক এক সময় আসে, যখন কথা ভাবকে প্রকাশ করে না, নীরবতাই তখন শোভন ও মুখর হয়ে উঠে।

অনেকক্ষণ পরে অরুণ বলল—"ইভা, তুমি সত্যি কি আমায় ভালবাসতে পারবে?"

ইভা তখন যেন ঘুম থেকে জাগল, অসংবদ্ধ ভাবে বলল—"কেন পারব না?"

অরুণ ইভার হাত আপন হাতে নিল। তারপর বলল—"সত্যি বলছ?"

"মিছে বলব কেন?"

অরুণ বলল—"আমার বিশ্বাস হয় না, এই ত সামান্য পরিচয়, তুমি বোধ হয় উপহাস করছ?"

"উপহাস নয়, তবে এ ভালবাসা বন্ধুত্বের—"

অরুণ মুগ্ধ হয়ে বলল—"শুধু—"

"তার বেশী প্রত্যাশা করবার সুযোগ এখনও হয়নি বন্ধু—"

"তাহলে কি আমি অপেক্ষা করব?"

ইভা চুপ করল। বলল "বন্ধু, আমি কি চাই তা আমি নিজেই জানিনা, আমার জীবনের কথা তোমায় আর একদিন বলব—"

"আজ বল না—"

"না আজ নয়, আজ আমাদের সমস্যার কথা শোন—"

ইভার চোখেমুখে ক্ষণিকের জন্য যে মোহিনী মায়া এসেছিল, তাহা বিদায় নিল।

স্বাভাবিক কণ্ঠে সে বলল—"য়ুরোপে নারী নানা বিপ্লব গড়ছে—কিন্তু তবু আমার মনে হয়, আমরা জানিনা আমরা কি চাই, তুমি কি বলতে পার বন্ধু! আমরা কি চাই?"

ইভার কণ্ঠে ব্যাকুলতা। অরুণ অবাক হয়ে গেল। কোমলতাকে সে পছন্দ করে না। য়ুরোপীয় নারীর আত্মনির্ভরতাই সে দেখেছে, তাকেই সে বরাবর প্রশংসা করে, তাই এই বুদ্ধিমতী তরুণীর সন্দেহের বেদনা অরুণকে অপ্রস্তুত করে দিল। সে খানিক ভেবে বলল "তোমরা নবযুগের নারী, তোমরা চাও পরিপূর্ণতর জীবন—"

ইভা বক্তার দিকে জিজ্ঞাসু হয়ে চাইল।

অরুণ বলল—"মানুষ চায় স্পন্দন, চায় গতি। নারী এতকাল ঘুমিয়েছিল, এতকাল সে ঘরকন্না করেছে, সন্তান পালন করেছে, তারপর মৃত্যুর মাঝে শান্তি পেয়েছে। আধুনিক তোমরা এইটুকুতেই সন্তুষ্ট নও, তোমরা চাও চৈতন্যময় জীবন,—"

ইভা বলল, "হয়ত তাই, কিন্তু আমরা দিনে দিনে যে স্বর্গধামের জন্য লড়াই করছি, তা আর আসছে না—নারী স্বাধীনা হয়েছে, পুরুষের সাথে সমান তালে চলেছে, রাশিয়ায় সাম্যবাদ পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে—কিন্তু তবু অশান্তি কেন?"

অরুণ বিপন্ন বোধ করল। সে সাম্যবাদের উপাসক, রাশিয়ার মতবাদকে সে আপন শিক্ষা ও পরিবেশে রূপান্তরিত করে' তার মতবাদ গড়ে তুলেছিল। ইভার অশান্তি দূর করা তার সাধ্য নয়, তথাপি সে বলল—"অশান্তিকে আমরা ভয় করব কেন? পৃথিবীতে চরম শান্তি যেদিন আসবে, সেদিন আমাদের ধ্রুব মৃত্যু, নিত্য দিনের সংগ্রামই শাশ্বত বস্তু, শান্তি কেবল কবি কল্পনা—আমরা যা চাই তা কখনও পাই না, আর যা পাই তা কখনও চাই না। জীবনে এই নাগর-দোলা চিরকাল দুলবে—"

ইভা বলল—"এই উত্তরে আমি শান্তি পাইনে, আমি চাই এমন সমাধান যা আমায় দেবে ধ্রুব শান্তি"

অরুণ বলল—"সে অসম্ভব ইভা—"

"কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্য ভারতবর্ষে চলেছি, শুনি ভারতবর্ষ অমৃতত্বের সন্ধান পেয়েছে"

"বেদানন্দ স্বামী তোমায় তাই বলবেন, কিন্তু আমি এসব বিশ্বাস করিনে—"

"তোমার মধ্যে রয়েছে ভারতের সাধনার উত্তরাধিকার, তুমি যদি বিশ্বাস না কর, তাহলে বুঝতে পার আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কত কঠিন, কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করছি, কেবল সংশয়ের দোলায় দুলে ত লাভ নেই।"

অরুণ বলল, "আমিও সংশয়ী নই, আমি বিশ্বাসী। আমি প্রগতিকে বিশ্বাস করি?"

ইভা বলল "তা কর জানি বন্ধু, কিন্তু প্রগতি কাকে বলবে সেই ত সমস্যা। তুমি হয়ত ভাবছ জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ুক, মানুষের সম্পদ্ বৃদ্ধি হোক, মানুষের দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি হোক—কিংবা—"

অরুণ বলল, "এটা ঠিক বলা হচ্ছে না, মানুষ জয় করবে প্রকৃতিকে, গড়বে নির্ব্বাধ সুসঙ্গত সমাজ, এবং করবে ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি"

ইভা একটী পড়ন্ত উল্কার দিকে চেয়ে বলল—"দেখ দেখ যেন একটা আগুনের সাপ ছুটে চলল"

"ওটা উল্কা, এসময় প্রায়ই উল্কা পড়ে"

ইভা বলল,—"তুমি যে প্রগতির কথা বলছ, পশ্চিম সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে তারই সন্ধান করল, কিন্তু সেখানে কেবলই উল্কা পড়ছে— শাশ্বতী স্থিতি কোথায়?"

অরুণ বলল, "সভ্যতা যে বাড়ছে, তা যে মাপ করা যায়। সংখ্যাবিজ্ঞান বলছে মানুষের খাদ্য বাড়ছে, মানুষের যানবাহন বাড়ছে, মানুষের শিক্ষাভবন বাড়ছে—মাথা পিছু তার আয় বাড়ছে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও সৃজন প্রতিভা উত্তরোত্তর নূতন করে পৃথিবীকে গড়ছে।"

ইভা বলল—কিন্তু ততঃ কিম্?"

"সেটা ভাবি না, তবে ভয় করি না। মানুষের চিন্তা ও মনীষা বাড়ছে, দেশে দেশে মানুষে মানুষে সহযোগিতা বাড়ছে, মানুষের আত্ম-ত্যাগ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক যে বিরাট শিল্প, যে কল কারখানা চলছে, তা চলছে বিশ্বাসের উপর। এই প্রগতি আমরা চোখে দেখছি,

এর চেয়ে স্থন্দরতর ও মধুরতর ভবিষ্যতের জন্য আমরা সংঘবদ্ধ হচ্ছি—এর চেয়ে বেশী কি চাও তুমি ?”

ইভা ধীরে ধীরে বলল—“তুমি স্থখী বন্ধু, তোমায় আমি প্রশংসা করি, কিন্তু তুমি যে প্রাচুর্য্যের ও স্বস্তির স্বপ্ন দেখছ তা কি মরীচিকা নয় ?”

অরুণ বলল—“মরীচিকা হবে কেন, এ যে পরীক্ষিত সত্য, মানুষের বুদ্ধি বাড়ছে।

ইভা বলল, “বুদ্ধি বাড়ছে হয়ত, কিন্তু মৈত্রী বাড়ছে কি ?”

“বাড়ছে বৈ কি, আজকের বেতারের দিনে, সংবাদপত্রের এই প্রচলনের যুগে, চীনাদের সাথে মেক্সিকোবাসীর হৃদয়ের যোগ গড়ে উঠেছে, ভারতের দুঃখ আমেরিকায় অনুভূত হচ্ছে—মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য এখন যেমন বেড়েছে, অতীতে কোনও দিন এমন হয়নি—”

“আবিসিনিয়া ও স্পেন কি তোমার কথার উত্তর নয় ?”

“নয়ইত, আদর্শের বিচ্যুতি হয়, স্খলন হয়, সেটাই বড় নয়। জগৎ আজ স্থন্দরতর। মানুষে মানুষে সম্মেলন আজ সহজতর। তাদের মধ্যে আদান প্রদান প্রচুরতর। ঐশ্বর্য্য কেবলই বাড়ছে, জনবল বাড়ছে আর তার সাথে বুদ্ধির সাম্রাজ্য স্থাপন হচ্ছে—আর কি চাও ইভা ?”

ইভা বলল, “তুমি দেখছ মেডালের জ্যোতির্ম্ময় পিঠ, আমি দেখছি তার কালিময় পিঠ, তাইত আমি বিমূঢ়, আমি বুঝি না, আমি কি চাই ?”

অরুণ বলল, “বেদানন্দ স্বামীর কাছে পুরাকালের পুরাণী বিদ্যা জেনে লাভ নেই, তুমি চল আমার সাথে, আমরা দুজনে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে নবজীবন গড়ব—”

"যদি তা সম্ভব হ'ত তা হলে—"

অরুণ ব্যগ্র হইয়া ইভাকে আলিঙ্গন করিতে গেল, ইভা সাড়া দিল না। অরুণ বলল—"অধ্যাত্ম-সাধনা বিড়ম্বনা, আমরা দুনিয়ার যুব-শক্তি, পৃথিবীর শক্তিকে আমরা রূপান্তর করছি—প্রতিকূলকে অনুকূল করে আমরা বিশ্বকে বিবর্ত্তিত করছি—"

ইভা বলল—"তুমি আশাবাদী, "তুমি বাস্তব নিয়েই খুসি, কিন্তু আমি চাই অধ্যাত্ম মাধুর্য্য।"

অরুণ বলল, "প্রগতি কেবল বস্তু জগতে নয়, মনো জগতেও ঘটছে। আদিম মানুষ জানত তার পরিবার, তার গোষ্ঠী, শেষে জানল দেশ ও রাষ্ট্র—আমরা সে বোধ বাড়িয়ে চলেছি, আমরা আনছি মহামানবতার আদর্শ, আমরা সম্ভব করছি আন্তর্জাতিক মৈত্রী, তার জন্যই তোমায় ঘরে নিতে চাই, ইভা। ভারতবর্ষ একদিন তার অচলায়তনের দ্বার বন্ধ করে বলেছিল সে বিশ্বকে চায় না, তাইত সে আজ জগৎ-সভায় পারিয়া—নানা দেশের নর ও নারীকে ভারতের মহামানবের সাগরতীরে নূতন করে আমরা মেলাব, তবেই আমাদের অভ্যুদয়—"

অরুণের মনের আশা ও বিশ্বাস নীরব রাত্রির নীরবতায় এমনভাবেই প্রকট হয়ে ওঠে।

ইভা উঠে দাঁড়াল, বলল, "তোমার স্বপ্ন সফল হোক"

অরুণ সহসা ইভাকে আলিঙ্গন করে বলল—"তাহলে তুমি সম্মতি দিচ্ছ।"

আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ইভা বলল, "আমি তোমার মহান্ আশার কথাই বলছি।"

অরুণ বলল, "আমায় ক্ষমা করবে কি ?"

"তোমার ত কোনও দোষ হয়নি ডাঃ রায়, আমি তোমার কথা ভাবব—"

অরুণ বলল—"ভেবে দেখ, আমি অপেক্ষা করে থাকব—"

ইভার ক্যাবিনের প্রান্তে এসে অরুণ বলল—"শুভ রাত্রি—"

ইভাও বলিল—"রাত্রি"

অরুণ যখন বিছানায় ঘুমাতে গেল, কিছুতেই নিদ্রা তার চোখে আসে না। নানা চিন্তার ঘূর্ণাবর্ত্তে সে হাবুডুবু খায়।

সে স্বপ্ন দেখে। ইভা তার সঙ্গিনী হবে—সে দেশে গিয়ে নূতন কর্ত্তব্যে যোগ দেবে। বাংলা দেশে জ্ঞানের প্রচারে, স্বাস্থ্যের উন্নয়নে, চরিত্র সৃজনে সে নূতন আদর্শ আনবে। ইভা তার সহায় হবে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে সে একটী সুন্দর বাড়ী নেবে। সেখানে থাকবে বার মাসে তের ফুলের পার্ব্বণ, পক্ষী-মিথুনের কাকলীতে তাদের গৃহ ধ্বনিত হবে—তারা জাতির বেড়া, ধর্ম্মের ভেদ ভাঙ্গবে। তারা নূতন সমাজ গড়বে।

ইভা অবুঝ, অরুণ তাকে বোঝাবে! সমাজ উন্নয়ন বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির সহায়তা। পার্থিব শক্তিই মানুষের হাতে ঐশ শক্তি হয়ে দাঁড়ায়, তাই দিয়ে মানুষ জগতে আনে সভ্যতা ও কৃষ্টি।

অবচেতন মনে হেলেনের ছবি জাগে। বিদায় বেলা অধ্যাপকের কুটীরের বাইরে এসে সে বলেছিল—"আমি প্রতিমুহূর্ত্ত অপেক্ষায় থাকব।" এই কথা স্মরণে পড়ে সে বিবেকের দংশনে পীড়িত হয়ে উঠল। হেলেন ও ইভা—কর্ত্তব্য ও লোভ, কাকে সে বেছে নেবে?

সমাধান করবার পূর্ব্বেই ক্লান্তিহরা নিদ্রা এসে তাকে উদ্ধার করল। কিন্তু মানস দ্বন্দ্ব তার স্বপ্নে দেখা দিল। সে অনেক রাত্রে একবার 'হেলেন' বলে জেগে উঠল। চারিদিকে জমাট অন্ধকার—সে অবার ঘুমিয়ে পড়ল।

৯

ইভা পরদিন বেদানন্দ স্বামীর নিকট বৃহদারণ্যক পড়তে গেল। স্বামী বলল "মা, আজ তোমায় চমৎকার একটা আখ্যান শোনাব?"

"কার?"

"যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির, পশ্চিমে তোমরা প্লেটো, সক্রেটিস, আরিস্ততলের প্রশংসা কর, কিন্তু মা যাজ্ঞবল্ক্য জ্ঞানের যে দুস্তর সাগর পাড়ি দিয়াছেন, এরা তার কূল পর্য্যন্ত পৌছতে পারেন নি—"

ইভা বলল, "কিন্তু গল্প শুনে কি হবে?"

"গল্প কেবল গল্প নয় মা, এ গল্প চিত্তবিনোদনের জন্য ত লেখা নয়, এ গল্পে বৈদিক ব্রহ্মবাদের পরাকাষ্ঠা জনতে পারা যায় মা।"

"তা হলে বলুন—"

"ভারতবর্ষে চার আশ্রম ছিল, তা হয়ত পড়েছ মা। যাজ্ঞবল্ক্য যখন বানপ্রস্থে যাবেন, তখন তিনি তার পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণীকে ধন ভাগ করে দিলেন। মৈত্রেয়ী তখন প্রশ্ন করল—প্রভু যদি এই সসাগরা পৃথিবী ধনরত্নপূর্ণ হয়ে পাই, তাহলে কি আমি অমৃতত্ব পাব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—"না, তা কখনই সম্ভব নয়, বিত্ত উপকরণ আনতে পারে, অমৃতত্ব আনতে পারে না।"

তার উত্তরে মৈত্রেয়ী বললেন—"যেনাহং নামৃতাং স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।"

ইভা বলল, "কি চমৎকার কথা, কাল এই তর্কই হচ্ছিল স্বামিজী! আমরা আজ জানিনে কি আমরা চাই—তাই এত অনর্থ—বেদানন্দ হাসল, বলল, "সত্যি মা, প্রত্যেক জাতির এক একটা আদর্শ আছে,

তাকেই তারা অনুকরণ করে, পশ্চিমে মানুষ চায় বীর্য্য, তারা চায় বিজয়, তারা চায় বিভূতি, তারা অবিনশ্বরত্ব চায় না, কেবল মা ভারতবর্ষের তপোবনেই এই বাণী একদিন জেগেছিল—"

ইভা প্রশ্ন করল—"এই অমৃতত্ব কি স্বামীজী?"

"এটা তথাকথিত ধর্ম্ম নয়, এটা কেবল শ্রেয় নয়, কেবল সত্য নয়, কেবল আত্মসম্পূর্ত্তি নয়—"

"যা বলছেন তা নেতি নেতি—'পজিটিভ' কিছু বলুন?"

"সেটা এই উপনিষদেই পাবে, প্রগতির মধ্য আত্মতত্ত্ব নেই—এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন লোকের বস্তু, একে বুঝতে হলে মনন ও নিদিধ্যাসন চাই, ফাঁকি দিয়ে হয় না মা—"

"আপনি কি বলেন য়ুরোপ যে কল্যাণের অনুসরণ করে, তা ভুল?"

বেদানন্দ হাসল, বলল, "মুস্কিলে ফেল্লে মা, তুলনামূলক কিছু বল্লেই ভুল বুঝবার সম্ভাবনা বেশী, ভারতের আকাঙ্ক্ষা একেবারে স্বতন্ত্র—জাগতিক যে প্রগতি তোমরা চাও তা ভারতবর্ষ চায় নি, কারণ ভারতবর্ষ বুঝেছিল—সেটা মিথ্যা—

ইভা বলল—"কিন্তু আপনার আত্মসাধনই সত্য, তা বুঝব কি করে?"

বেদানন্দ বলল—"সেত মোটেই সহজ নয়, তার জন্যই আমাদের দেশে শত শত পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, শত শত প্রচেষ্টা চলেছে—"

ইভা বলল—"মৈত্রেয়ীর প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য কি বললেন?"

"তিনি প্রীত হলেন, প্রীত হয়ে পত্নীকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন। সেই শ্লোকগুলি তোমায় শোনাব, অবহিত হয়ে না শুনলে তুমি বুঝবে না।"

ইভা সংযত হয়ে বেদানন্দের দিকে চাইল। বেদানন্দ বলল, "সংসারে আমরা যা কিছু ভালবাসি, সেটা আত্মার প্রয়োজনে। জায়ার

জন্য জায়া প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই প্রিয়, এই যে আত্মা—পতি, পুত্র, স্বজনের মাঝে, বিত্তের মাঝে প্রকাশমান, তাকেই জানতে হবে, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো, নিদ্দিধ্যাসিতব্যো,' কারণ আত্মাকে জানলেই সব জানা যায়।"

ইভা প্রশ্ন করল, "আত্মা পৃথক পদার্থ, জগৎ পৃথক পদার্থ, আত্মাকে জানলে সব জানব কেমন করে?"

"সে সমাধান উপনিষদেই আছে, আত্মা জগন্ময়, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নেই, তাই সকলের মাঝে যখন আত্মাকে জানতে পারবে, তখনই মোক্ষলাভ হবে, তখনই সকল অশান্তির শেষ।"

ইভা বলল, "আপনার এই অদ্বৈতবাদ আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন।"

বেদানন্দ বলল,—"শাস্ত্র কি ফাঁকি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম হয়, নির্ম্মল মেধাতেই সত্য প্রতিভাসিত হয়। আর এই আত্মতত্ত্ব অজ্ঞেয়, কারণ আত্মা দিয়েই আমরা সব জানি, কাজেই আত্মাকে জানবার আশা করা অসম্ভব—"

"অথচ এই অজ্ঞেয়কে নিয়ে পরিদৃশ্যমান সমস্ত ভুলতে হবে?"

বেদানন্দ বলল, "হাঁ ব্রহ্মই সব কার্য্য ও কারণ"

ইভা বলল, "এসব আমি ঠিক ধরতে পারি না, এই অদ্বৈতবোধের ব্যবহারিক তাৎপর্য্য কি?"

"আমরা যে দুঃখ পাই, সেটা অজ্ঞানতা, যখন আমরা আত্মাকে জানব, তখন এই অজ্ঞান যাবে, সৈন্ধব লবণ যখন মহাসিন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন তখনই সে কঠিন, সিন্ধুতে মিশে গেলে সে জলময় হয়ে যায়, ব্যক্তিও সেই পরমাত্মার অংশ, যখন পৃথক্ তখনই তার জ্বালা, যখন সে ঐক্যলাভ করে তখনই সে অজর, অমর, অভয় এবং শুদ্ধ"

ইভা বলল, "আমি আপনার তত্ত্বের জালে আচ্ছন্ন, আমি ওখানে আলো দেখতে পাইনে—"

বেদানন্দ বলল,—"আত্মজ্ঞান আনন্দের কারণ, সে আনন্দ যে পেয়েছে, সেই মা বুঝতে পারে, অপরকে সেটা বোঝানো যায় না।"

"তা যদি না যায়, তবে সাধারণের এই জ্ঞানে কি ফল ?"

বেদানন্দ বলল, "সভ্যতার নিগূঢ় সম্পৎ সকলে জানতে পারে না। যারা ঋষি, যারা মনীষী তারাই তার সন্ধান পায়। ঋষিদের এই অমৃতবিদ্যা যখন সাধারণের মনে জাগবে তখন তারা যে বল পাবে, আর কিছুতেই সে বল পেতে পারে না—"

"ব্যক্তির স্ফূর্ত্তি আমরা করছি, কিন্তু আত্মজ্ঞানে তার কি সহায় হবে ?"

বেদানন্দ বৃহদারণ্যক বন্ধ করে বলল,—"সংসারে তোমরা মানুষকে কি আদর্শ দিয়েছে, Fatherhood of God and universal brotherhood of Man,—এ দুটো কি আত্মতত্ত্বের পাশে দাঁড়াতে পারে ? মানুষকে যখন বলি সে বিশ্বশক্তির সহিত অভিন্ন, তখন তার প্রকাশের ও পরিস্ফূরণের কি বিরাট ও অনন্ত আশাই না তাকে দেওয়া হয়। ধনসাম্য ও শিক্ষাসাম্য যতই কর না কেন, মানুষ তা নিয়ে বড় হতে পারবে না,— মানুষকে যখন বলবে, তুমি শিব, তুমি সত্য, তুমি সুন্দর, তখনই সে অপরিমেয় হয়ে উঠবে—এটা কি তোমার সকল শিক্ষার সেরা শিক্ষা নয় ?"

ইভা চুপ করে রইল। বেদানন্দের কথা সে নীরবে মনন করতে বসল। খানিক পরে তার মুখ আশায় ও আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল, সে উৎসাহের সঙ্গে বলল—"স্বামীজী ! সত্যি, এটাই বোধ হয় পৃথিবীর দুঃখ নিবারণের সর্ব্বোত্তম কবচ—"

বেদানন্দ হাসল, বলল, "ট্যালিসম্যান"

ইভা বুঝতে না পেরে বেদানন্দের দিকে চাইল। বেদানন্দ বলল, "কবচের চিন্তা নিম্নস্তরের, আমাদের দেশে ব্যাধিনাশের জন্য, শত্রুক্ষয়ের জন্য মন্ত্র আছে। লোকে তা ভূর্জ্জপত্রে লিখে মাদুলি করে পরে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কবচ নয়।"

ইভা হাসল, বলল, "আমি তা জানি, আমি কেবল উপমা দিচ্ছিলাম।"

বেদানন্দ বলল,—"এ উপমা ঠিক নয়, আত্মাকে জানলে মানুষ হবে নির্ভীক, মানুষ হবে শান্ত, মানুষ হবে আনন্দময়,—তার সেই বীর্য্যময়, জ্ঞানময় অবস্থার অন্য তুলনা নেই।

ইভা তার নিজের গ্রন্থ নিয়ে উঠে দাঁড়াল, হাতজোড় করে সন্ন্যাসীকে নমস্কার করল, তারপর বলল, "আমি রোজ আপনার কাছে আসব"—

"এস মা, এই সময়টা আমার স্বাধ্যায়, শাস্ত্র আলোচনায় কালক্ষেপ করলে আমারই কর্ত্তব্য-পালন হবে।"

ইভা ধীরে ধীরে ফিরল। উপনিষদের এই সমস্ত জ্ঞানের কথা সে আগেও শুনেছে, আজও শুনল। ঠিক বুঝতে সে পারে না। পৃথিবীতে মানুষ যা চায়, যুগে যুগে যা নিয়ে তার সভ্যতার বিকাশ ব্রহ্মবিদ্যা, তাকে চায় না।

সমস্ত জগতকে অমৃতময় মধুময় ব্রহ্মের মাঝে দেখবার কল্পনা খুব ভাল, কিন্তু সে কল্পনা কি মানুষের সাংসারিক জীবনে সম্ভব? ভারতবর্ষে সাধকদের জীবনে হয়ত সম্ভব হয়েছিল। ইভা সংকল্প করল, সে স্বামীজীর আশ্রমে যাবে। সেখানে যোগাভ্যাস করে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করবে।

অরুণের কথা মনে পড়ল। তার প্রেমের কথা মনে পড়ল। কিন্তু প্রেম, কত তুচ্ছ জিনিষ সে। নর ও নারীর স্বাভাবিক লালসাকেই বড় করে লোকে প্রেমের জয়গান করে।

তার নিজের স্বামীর কথাই মনে জাগল। আঠারো বৎসর বয়সে সে মরলানেকে বিয়ে করে, বিয়ের পর এক বছর তারা স্বামী ও স্ত্রী রূপে বাস করে। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়।

তাদের 'কোর্টশিপের' দিনগুলির কথা মনে পড়ল। মরলানে প্রতিদিন মোটর নিয়ে আসত, তারপর তারা বেড়াতে যেত। সহর ছাড়িয়ে গম ক্ষেতের মাঝে তারা বসে পড়ত, মরলানে তাহার এলায়িত কেশে গোলাপ কুঁড়ি পরিয়ে দিত, ইভা খিল খিল করে হাসত।

তখনকার সেই স্পর্শ, মনে হত তার মাঝে রয়েছে অমৃতধারা। কিন্তু সে সব ত নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোথাও তার চিহ্নাবশেষ নাই।

ঘর সংসার তারা পাতল, হাসি ও কান্নার কত ট্রাজেডি, কত কমেডি তারা অভিনয় করল। হয়ত তা নিয়ে গল্প লেখা চলে, নাটকের প্লট বাঁধা যায়। কিন্তু কিছুই রয়নি।

অরুণ তার মনে জাগায়, সেই হৃত স্বর্গের উন্মাদনা,—কিন্তু না, সে আত্মসম্বরণ করবে। সে অরুণকে আমল দেবে না। যা জানলে সব জানা যায়, যা বুঝলে সব বোঝা যায়, তাতেই সে মনোনিবেশ করবে, সে জিজ্ঞাসু হয়ে সেবায় ও পরিশ্রমে সত্যকে জেনে নেবে।

ফিরবার পথেই অরুণের সঙ্গে দেখা হল।

অরুণের মুখে আজ নূতন জ্যোতির স্পর্শ সে পেল। তার চিত্ত মধুময় হয়ে উঠল। ইভা ভাবল, সে অরুণকে যে ভালবাসে, সে ভালবাসা অরুণের জন্য নয়, সে ভালবাসা আত্মার জন্যই। অরুণের কালো চুলের রাশির মাঝে তার গৌর মুখ খুব সুন্দর দেখায়। ইভা নমস্কার করে বলল—"সুপ্রভাত"

অরুণ বলল, "সুপ্রভাত, কায়রো যাবেন ?"

আজ জাহাজ পোর্টসৈয়দে থামবে। টমাস কুক সেখান থেকে যাত্রীদের নিয়ে কায়রো দেখাবে এবং সুয়েজে জাহাজে তুলে দেবে।"

ইভা ঔদাস্যের সঙ্গে উত্তর দিল—"না, আমার এ সব হয়রাণি ভাল লাগে না।"

"চলুন, কায়রো মিশরীয় সভ্যতার মহাশ্মশান—ওটা দর্শনীয়।"

অরুণের আগ্রহ ইভাকে পেয়ে বসে। সে হাসতে হাসতে বলে— "বেশ, আর কে কে যাবে ?"

"অনেকেই যাবে, আমি খোঁজ নেই নি—তবে আমি ভিড় পছন্দ করি না, আপনি আর আমি ?"

ইভা হাসতে হাসতে বলল—"তাতে প্রণয় গুঞ্জনের সুবিধা হবে !"

অরুণ অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইল।

ইভা বলল—"আমি ঠিক করলাম, আমি আশ্রমে যোগ দেব, সেখানে সন্ন্যাসিনী হয়ে যোগাভ্যাস করব"—

মেঘের ছায়ায় যেন চাঁদ ঢাকা পড়ল। অরুণ ব্যথিত কণ্ঠে বলল— "কেন এই আত্মহত্যা করবেন ?"

"এত আত্মহত্যা নয়, এই ত আত্মপ্রাপ্তির সনাতন পন্থা।"

অরুণ বলল, "যাদের হোক ওটা তাদের, আমি রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারি,

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

ইভা হাসল, "তা জানি, কিন্তু সংসারের জীবনে আনন্দ পাবেন সে ভরসা কোথায় ?"

অরুণ বলল, "রবীন্দ্রনাথও .উপনিষদের জ্ঞান নিয়েছেন, কিন্তু তার জ্ঞান তিনি সাধনা করেছেন জীবনের আলোছায়ার মাঝে, প্রাত্যহিক মেঘ রৌদ্রে, তার পথেই চলুন না কেন ?"

"রবীন্দ্রনাথের বই আপনার কাছে আছে কি ?"

"দেখি, যদি পাই আপনাকে দেব, তা হলে কায়রো যাওয়া ঠিক—"

"Joy-ride, বেশ, কিন্তু আমি এখন বৈরাগ্য সাধন করছি সে কথা ভুলতে পারবেন না"—

অরুণ অপ্রসন্ন চিত্তে উত্তর দিল—'আচ্ছা।'

১০

পোর্ট সৈয়দে জাহাজ বেলা চারটায় থামল।

অরুণ ও ইভা একটা সুটকেস নিয়ে নামবার পথে এসে দাঁড়াল। বলডোরা দম্পতী এখানে নামছিল। রোজি বলল, "বিদায় ডাঃ রায়, তোমাদের জীবন সুখী হোক।"

অরুণ ইভার সঙ্গে রোজির পরিচয় করে দিল।

জাহাজ বন্দরে পৌঁছাবার পর অনেকক্ষণ যায় তোড়জোড়ে, ততক্ষণ রোজি ও ইভা গল্প জুড়ল।

রোজি বলল,—"রায় চমৎকার, ওকে তোমার ভাল লাগবে।"

ইভার মুখ লজ্জায় লাল হল, বলল, "আমরা শুধু চলার পথের বন্ধু।"

রোজি হাসল, উত্তর দিল—"চলার পথ ত কেবল ভিক্টোরিয়া জাহাজ নয়, সারা জীবনই ত চলার পথ।"

"তা বটে, কিন্তু কোন্ পথ যে আমার চলার পথ, তাইত স্থির করতে পারিনি। আমি মনে করছি আমি আশ্রমবাসিনী হব।"

রোজি বলল, "না বোন, ওটা ব্যর্থ চেষ্টা, আমিও চেষ্টা করছিলাম, সফল হয়নি। নারী যতই দম্ভ করুক, প্রকৃতি হয়ত তাকে আবদ্ধ রাখতে চায়।"

ইভা অন্যমনস্কের মত জবাব দেয়—'হয়ত'।

বলডোরা অরুণকে বলল, "যাবেন রায়, অষ্ট্রেলিয়ায় আমরা পৃথিবীকে নূতন করে গড়ছি। এর জীবজন্তু যেমন বিচিত্র, এর তরুলতাও তেমনই চির-সবুজ। যাবেন একবার চির-সবুজের দেশে—"

অরুণের মনে পড়ল রবি ঠাকুরের কবিতা,

'ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

সবুজ নূতন প্রাণের দ্যোতক, কিন্তু সে প্রাণ কাঁচা। অরুণের লোভ হয়, কিন্তু জীবনে ইচ্ছা ত সব সফল হয় না। সে বলডোরাকে বলল, "চলুন না ভারতবর্ষে।"

বলডোরা বলল, "এবার সময় হবে না", তবে আসব একবার, রোজির খুব ইচ্ছা সে ভারতবর্ষকে দেখে।"

কথা অগ্রসর হল না। পরস্পর বিদায় সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে ওরা তৈরী হল। কুকের লোক এল। অরুণ ও ইভা তাদের সঙ্গে নামল। আরও অনেকে চলেছে। সমর সেন, জাভেরী, লিংচাং, তারা সিং। দলে প্রায় ত্রিশ জন লোক। অরুণ ভিড় এড়াবার জন্য রেলের ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট নিয়ে নিল। বন্ধুরা সকলে সেকেণ্ড ক্লাসে গেল।

দিনটা ধূসর এবং ম্লান। আকাশ মেঘলা। গাড়ী চলল ধূসর বালু-বেলার মাঝে, চোখে পড়ে বালুর রাশি। মাঝে মাঝে কার্পাস ক্ষেত্র চোখে পড়ে। তারা নীরবে পাশে বসে রইল। ইভার নিটোল স্বাস্থ্য এবং পরিপূর্ণ যৌবন অরুণকে পরিতৃপ্ত করে। নিজেকে এমন একজন তরুণীর সঙ্গী ও বন্ধু ভাবতে অরুণের আনন্দের অবধি নাই। অরুণের মনে হয় ইভার চোখে মুখে দিনান্তের লালিমা নেমে জ্যোতির্চ্ছটা গড়ছে।

অনেকক্ষণ পরে সে বলল, "কেমন লাগছে!"

ইভা চুপ করে মিশরের অতীত সভ্যতার কথা ভাবছিল। সে চমকে উঠল বলল, "বেশ"।

অরুণ ভাবছিল ভাবী গৃহের কথা। ইভা তার গৃহিণী, স্থন্দর স্থবেশ ভবন, প্রেম, জীবনে আর কি কাম্য? কেবল তাই নয়, ভারতবর্ষের রুদ্ধ অচলায়তনে বাইরের তাজা রক্তধারা চাই। নূতন শোণিতের সংস্পর্শে নূতন প্রাণ সঞ্জীবিত করতে হবে। নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়। সে চায় স্থিতি। সে ইভার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল, বলল, "তুমি কি গৃহের শান্তি-নীড় চাও না?"

ইভা ফারোয়াদের ও তাদের নির্ম্মিত পিরামিডের কথা ভাবছিল, বলল, "শান্তি-নীড়, কিন্তু সে কতক্ষণের, টুটেনখামান ও তার স্থন্দরী রাণী ত অমরত্ব চেয়েছিল, মণিমাণিক্য দিয়ে তাদের সমাধি সাজিয়েছিল, কিন্তু কি তার ফল?"

অরুণ বলল, "এসব রুগ্ন মনের প্রলাপ, আমি বেন জনসনের মত বলি, শরতের বিকচ পদ্ম এক দিনের, তবু তার সার্থকতা অশেষ।"

ইভা তর্ক করল না, বলল, "আমি তাই ভাবছি?"

তারা যে কামরায় ছিল, সেখানে অন্য যাত্রী আসেনি। কালো আদমীর সঙ্গ পরিহার করে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল। অরুণ সহসা লঘুচিত্ত হয়ে বলল, "ইভা, তুমি একটা গান গাইবে?"

ইভা ধীরে ধীরে বলল, "আমি গান গাইতে পারি না, আমি বাজাতে পারি।"

অরুণ বলল, "তুমি যদি তোমার বাজনাটা নিয়ে আসতে মন্দ হত না।"

ইভা গম্ভীর হয়ে বলল, "না আমার মন চলেছে অতীতে। আমি ভাবছি প্রাচীন মিশরের কাহিনী। এখন বাজাতে আমি পারব না।"

নীলের অববাহিকা দিয়ে তারা চলেছে। মাঝে মাঝে নদীর শাখা পড়ে, জলসেচনের খাল চলে। নির্জ্জন ষ্টেসনগুলি। সন্ধ্যার অন্ধকার নামে। ডিনারের ডাক পড়ে।

খাবার টেবিলে সমর সেন বলল, "ভায়ার ব্যাপার কি?"

অরুণ এই 'ভালগার' কৌতুক শুনেও শুনল না। রেলের খাবারগুলি চমৎকার, নীল নদীর তাজা মাছ ভাজা অরুণের খুব ভাল লাগল, মাখন মাখিয়ে সে সুস্বাদু মাছ খেয়ে নিল।

ধূ ধূ প্রান্তর চলে। অরুণ পুলকিত দৃষ্টিতে বাইরে চায়। সে ভাবে ইভাকে বেদানন্দের প্রভাবমুক্ত করতে হবে। বেদানন্দের দল মানুষের দুর্ব্বলতার ভয় দেখায়, মানুষের পৌরুষ ও বিজয়কে অশ্রদ্ধা করে। তাদের নিয়ে সংসার চলে না।

এই যে গাড়ী চলছে, তার আরাম আসন, তার বৈদ্যুতিক আলো, তার নির্ভর নিরাপত্তা মানুষের জয়যাত্রার গভীর পরিচয় দিচ্ছে। মানুষের সেই অগ্রগতির ইতিহাসকে ইভা য়ুরোপীয়া হয়ে কেন বুঝতে পারছে না অরুণ সেটা কিছুতেই স্থির করতে পারে না।

লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে মানুষ ছিল গুহার বর্ব্বরপশু, না ছিল তার বাসভবন, না ছিল তার যানবাহন, না ছিল তার বিদ্যা ও বুদ্ধি। সেই মানুষ একে একে দিনের পর দিন দুঃখ ও লাঞ্ছনায় বেড়ে উঠেছে। সে মাটীর বুকে ফসল ফলিয়েছে, বনের পশুকে বশ করেছে। দুস্তর নদীতে ভেলা চালিয়েছে। কেবল বাইরের এই শক্তি আয়ত্ত করেই মানুষ বড় হয়নি। আদি মানুষ ছিল হিংস্র ও আত্মৈকনির্ভর, সে সঙ্গ চায়নি। সভ্যতার সৃষ্টি হল সমাজ বন্ধনে। মানুষে মানুষে যখন চলল লেনদেন। চলল বিনিময়। ফলে সৃষ্টি হল আইনকানুন। বাধল সংগ্রাম, বাধল রেষারেষি, চলল সংগ্রাম কৌশলের ও শক্তির—তার সর্ব্বশেষ পরিণতি এই প্রদীপ্ত বর্ত্তমানে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ। কাইজার বা জার নেই, কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনী তাদের দম্ভ প্রকাশ করছে। সেটা ভাবনার কথা, কিন্তু তার জন্য অরুণ শঙ্কিত নয়। অরুণ আশাতুর। নীলের বালুভূমে এসেছে সিংহলের চা, ব্রাজিলের কাফি, অষ্ট্রেলিয়ার বীফ, ডেন্মার্কের হ্যাম, জ্যামাইকার কলা, কালিফর্ণিয়ার লেবু। তাদের সান্ধ্যভোজনের টেবিলে দিয়েছে কায়রোর দৈনিকপত্র। তাতে এসেছে দেশদেশান্তরের বাণী।

মানুষ মিলেছে ব্যবসায়ের পথে, কিন্তু এইটাই তার চরম নয়। হৃদয়ের মৈত্রীও আসবে এই প্রগতির পথে। বেদানন্দের ব্রহ্মবাদ বুজরুগি, তা নিয়ে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ চলতে পারে না।

মানুষ উড়ছে, দুরন্তকে সে আজ সহজ করেছে। এমন সময় যারা বেদবেদান্ত নিয়ে মাথা ঘামায় তারা বেয়াকুফ। অরুণ ভারতে গিয়ে লেকচার-টুর দেবে। নগরে নগরে বক্তৃতার অভিযান করবে। লোককে

বুঝিয়ে বলবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। ইভার এই ক্ষণিক মোহ সে দূর করবে।

ইভা বলল, "কি ভাবছ?"

অরুণ কলা ছাড়িয়ে কাটছিল, বলল, "মুক্তি আশ্রমে নেই।"

ইভা অরুণের অসংলগ্ন কথা বুঝতে পারল না, অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অরুণ বলল, "ইভা, তুমি ভুল করছ, জগতের মুক্তি আনবে বিজ্ঞান, বেদ নয়।"

ইভা বলল, "সে আলোচনা পরে হবে, চলুন ডাঃ রায়।"

ওরা ওদের কক্ষে ফিরে এল। কায়রো পৌঁছাতে এখনও এক ঘণ্টা দেরী।

ইভা বলল, "বিজ্ঞান জয়ী আজ, কিন্তু তাতে শান্তি হয় না—"

অরুণ ইভার হাত আপন হাতে নিল, ওর মুখের সুরভিগন্ধ, দেহের সুবাস সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করল, তারপর ধীরে ধীরে বলল—

"তুমি আমায় বিয়ে করবে ইভা?"

দৈব বাদ সাধল, একজন দীর্ঘদেহ ফরাসী ভদ্রলোক কামরার দরজায় উঁকি দিয়ে বলল—"পার্লে ভূ ফ্রাঁসে?"

অরুণ ফরাসী অল্পস্বল্প জানত, বলল—"কেন?"

ভদ্রলোক বলল যে তাড়াতাড়ি তার সুটকেস কাষ্টম হাউসে ফেলে এসেছে, সেটা যাতে জাহাজের লোক তুলে নেয়, তার ব্যবস্থা দরকার। অরুণ কণ্ডাক্টারকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিল।

ভদ্রলোক আপ্যায়িত হয়ে ওদের সঙ্গে বসল। তার নাম মঁসিয়ে ব্লুম। তিনি পণ্ডিচেরী যাবেন। অরুণকে বলল,—আপনি পণ্ডিচেরী গেছেন?

অরুণ বলল—না।

মঁসিয়ে ব্লুম বলল "যাবেন একবার, শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে দেশ-দেশান্তরের লোক আসে।"

ইভা বলল, "আপনি তাকে দেখেছেন ?"

ব্লুম বলল, "দেখেছি, আমি তার একজন ভক্ত। ভগবানকে পাওয়ার জন্য সাধনা আমরা বইতে পড়ি, কিন্তু ঋষি অরবিন্দ জীবনে তা প্রত্যক্ষ করাচ্ছেন।"

অরুণ বলল, "তার স্বাদেশিকতা আমার ভাল লাগে। স্বদেশকে তিনি জড়পদার্থ মনে করেননি—চিন্ময়ী মা বলে পূজা করেছেন—বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার যজ্ঞে তিনি অমর পুরোহিত—"

মঁসিয়ে ব্লুম বলল—"রাজনীতি তার প্রথম বয়সের খেলার জিনিষ ছিল, এখন তিনি মহামানুষের সৃষ্টির তপস্যার ব্রতী—?"

অরুণ ব্যঙ্গ করে বলল, "কিন্তু ফল কিছু হবে মনে করেন ?"

"করি, কারণ তা না করলে তার ভক্ত হতে পারতাম না। তিনি তার পত্নীকে লিখেছিলেন, ভগবান্ যদি থাকেন, তাকে পাওয়ার পথও থাকবে—সেই পথে সাধন করে তিনি সিদ্ধ হয়েছেন। আপনার জন্য এখন তার সাধনা নয়, সাধনা নূতন মানবজাতির অভ্যুদয়ের জন্য—"

ইভা যেন কতক আপন মনেই বলল—"আমি যাব একবার দেখতে।"

মঁসিয়ে ব্লুম পকেট থেকে আপন কার্ড বাহির করে বলল "এই আমার ঠিকানা, আপনারা গেলে সুখী হব—"

এই দুইজন তরুণ এবং তরুণী কেবল বান্ধবী, তাদের মধ্যে সংযোগ নেই একথা ব্লুমের মনে হল না। অরুণ ব্লুমের ভ্রমে পুলকিত হল, বলল, "ধন্যবাদ !"

কায়রো এসে পড়ল। আলোকোজ্জ্বল ষ্টেসন। অরুণ স্যুটকেশ হাত করেই নামল। ষ্টেসনের বাইরেই মোটর সজ্জিত ছিল। পাঁচজনের এক এক মোটর, রাত্রে সেপার্ডস্ হোটেলে নৈশবাসের স্থান হয়েছিল।

প্রাচীন নগরীর আলোকিত বিপণির মধ্য দিয়ে মোটর চলল। মোটরে ওদের আলাপ হল না।

হোটেলে গিয়ে অরুণ স্নান করতে চলল। ধূলাবালিতে সে বিশ্রী মনে করছিল। স্নান করে ফিরে সে লাউঞ্জে বসে এক কাপ কাফি পান করল। ইভা ছিল না।

সমর সেন বলল, "আপনি ফাঁদে পড়লেন ডাঃ রায়, কিন্তু সাবধানে পড়বেন। ওদের মধ্যে শুনেছি অনেকে বিপদে ফেলে টাকাকড়ি আদায় করে সরে পড়ে"

অরুণের এ মন্তব্য ভাল লাগল না, বলল, "মিঃ সেন মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা ভব্যতা নয়—"

সেনের মুখ কালো হয়ে গেল, সে আমতা আমতা করে বলল— 'ক্ষমা করবেন।'

ভোরে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে তারা প্রাতরাশে নেমে এল। নাম করা হোটেল, কিন্তু সে তুলনায় আহারের আয়োজন ও ব্যবস্থা অত্যন্ত জঘন্য। অরুণ বাংলাতে সমর সেনকে বলল, 'এখান থেকে প্রাচ্য আরম্ভ হল।' সমর সেন জবাব দিল, "কিন্তু এর সব ব্যবস্থাই ত সাহেবরা করেছেন।" ইভা নেমে আসল। তার চোখ দিয়ে প্রভাতের আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। স্মিত হাস্যে সে সমর সেনকে অভ্যর্থনা করল।

প্রাতরাশ দিতে অনেক বিলম্ব হল। ততক্ষণ গল্প চলল। ইভা প্রশ্ন করল, "আপনি শ্রীঅরবিন্দের কথা জানেন মিঃ সেন ?"

সমর সেন বলল, "তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, কিন্তু তার বই পড়েছি, তার অলোকসামান্য সাধনার কথা শুনি—"

জাভেরী বলল, "তার তপস্যা সত্যই আশ্চর্য্য, তার নিজের জন্য এ তপস্যা নয়।"

ইভা বলল, "কাল মসিঁয়ে ব্লুমের কাছে তার কথা শুনলাম, শুনে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।"

সমর সেন বলল, "তার প্রথম জীবন স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে কাটে—"

অরুণ বলল, "সেইটাই তার বৃহৎ কাজ—তিনি সত্যই বলেছিলেন—জাতিহিসাবে আমরা পরিপূর্ণতা চাই—।"

সমর সেন বলল, "তা বলেছেন, তার কথায়—'স্বাধীনতার অর্থ আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি ও মানবতার ভিতর দিয়ে আত্মসিদ্ধির পথে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি। আমরাও এই পরিপূর্ণতা চাই, কারণ এই সিদ্ধিই জীবন, এবং ইহার অন্যথায় ধ্বংস। আমরা জাতিহিসাবে মরব না, জাতিহিসাবে আমরা বাঁচব'।"

ইভা বলল, "তার স্বাদেশিকতার কথা নয়, তার আধ্যাত্মিকতার কথা বলুন—"

সমর সেন বলল,—"নীতিধর্ম্ম মানুষকে মহৎ করেনি, মানুষের জন্য চাই নূতন আলো। চরম দুর্গতি থেকে তাকে বাঁচাতে পারে দিব্যশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান—তারই জন্য তার তপশ্চর্য্যা—"

জাভেরী বলল—"তিনি বলেন, মানুষ মনোধর্ম্ম অতিক্রম করে supermental জগতে প্রবেশ করতে পারলে বর্ব্বরতার ও নৃশংসতার শেষ হবে—"

সমর সেন বলল, "সমগ্র মানবজাতির ঊর্দ্ধতর বিকাশের জন্য, তার এই অতি-মানস অভিসারের জন্যই তার দুঃসহ তপশ্চর্য্যা—"

অরুণ বলল—"এসব ভেল্কি কখনও ঘটবে না—"

জাভেরী বলল—"কেন ঘটবে না? ভারতবর্ষে চিরকাল এই ধরণের সাধনা চলেছে—"

ইভা বলল, "তিনি এই সাধনা সম্বন্ধে কি বলেন?"

সমর সেন বলল—"এই রূপান্তর সাধনের জন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা, তার ফলে মানুষের লক্ষ্য ঊর্দ্ধতর লোকে ধ্রুব ও অবিচল হবে—তখন হৃদয়-পদ্মে ফুটবে নূতন জ্যোতি, এই আলোর তরঙ্গ মানুষের অন্তরের ও বাহিরের জীবনকে ছন্দোময় ও আনন্দময় করে তুলবে—"

প্রাতরাশে চা আনতে টোষ্ট ফুরায়, টোষ্ট পেলে মাখন জোটে না, তা নিয়ে কলরব চলে।

ইভা বলল—"তিনি কি সকলকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন?"

জাভেরী বলল—'না, তার চেষ্টা চলছে মৌনতায়, তিনি রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন—কিন্তু পূর্ণ অধিকার পাননি—তাই এখনও তপস্যা চলছে—'

অরুণ ব্যঙ্গ করে বলল—"তাহলে তার বোধ হয় শেষ হবে না—"

সমর সেন বলল—"কে জানে? কিন্তু যদি তাই বা হয়, তাতে ক্ষতি কি? 'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা'—এই নবতম সাধনা আবার নূতন করে সাধককে আলো দেবে—"

লিংচাং দূরে বসে এই আলোচনা শুনছিল, বলল—'এটা নবতম নয়, বোধিসত্ত্বের কথা ভুলবেন না—"

সমর সেন সে কথা কাণে তুলল না, বলল—"তিনি আনবেন সেই আলো যাতে মানুষকে তার মর প্রকৃতির খণ্ডতা এবং ব্যর্থতায় দিশাহারা হতে হবে না—সে অব্যর্থ আত্মবিকাশের, সে পরিপূর্ণ সিদ্ধির সন্ধান পাবে—"

কুকের লোক এসে বলল,—"Gentlemen—be ready"

প্রাতরাশ অর্দ্ধসমাপ্ত করেই সকলে উঠে পড়ল। হোটেলের বাইরে অনেকগুলি উট আনা হয়েছে। উষ্ট্রারোহণের নূতনত্ব সবাইকে মুগ্ধ করল। চমৎকার অভিনয় করে অরুণ উটে উঠল। ইভা একটী ছোট উটে উঠল। তারপর বিস্তীর্ণ রাজপথ বেয়ে তারা পিরামিড়ের দিকে চলল।

পথে চালকেরা বকশিসের জন্য পীড়াপীড়ি করছিল, কুকের কাছে তারা পয়সা পাবে। কিন্তু তাতেই তারা সন্তুষ্ট নয়, উপরিলাভের প্রত্যাশা তাদের অসভ্য করে তোলে।

নীলনদের বাম তীরে কায়রো থেকে ৭৷৮ মাইল দূরে বালুরাশির মাঝে নয়টি পিরামিড জগতের বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করছে। সবচেয়ে বড় পিরামিডের নাম চিওপ্‌স্, তার পাশেই নৃসিংহ স্ফিংক্সমূর্ত্তি।

ইভা প্রশ্ন করল, "নৃসিংহের তাৎপর্য্য কি ?"

গাইড বলল—"কেউ তা বলতে পারে না।"

মরুবালিতে অতীতের এই বিস্ময় নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। শত শতাব্দীর লোকযাত্রা তার সামনে চলছে—শতশতাব্দীর লোক তার কাছে উৎসুক হয়ে আসছে। সে নির্ব্বিকার হয়ে চেয়েই আছে। স্ফিংক্সের পাশে দাঁড়িয়ে ওরা ছবি তুলল। ফটোগ্রাফার তৎক্ষণাৎ ছবি ছেপে দেয়। ইভা ও অরুণ পাশাপাশি দাঁড়াল, মাঝখানে মরুবন্ধু উষ্ট্র।

অতীতের ও বর্ত্তমানের মিলন। ইভা বলল "এ ছবি আমাদের চিরন্তন স্মৃতি হবে—"

অরুণ বলল, "এটা কীর্ত্তির হিসাবে সপ্তম আশ্চর্য্যের অন্যতম, কিন্তু মনে হয় মানুষের সভ্যতার কি নির্ম্মম অপব্যয়—"

ইভা বলল—"কেন ?"

অরুণ বলল—"হেরোডোটাস লিখেছেন, লক্ষ লোক ২০ বৎসর ধরে এর নীচের অংশ তৈরী করে। উপরের অংশ তৈরী করতে আরও দশ বৎসর লাগে—মানুষের শক্তির এই দুঃসহ অপচয় দুচারজনের অন্যায় খ্যাতির দুরাশার জন্যই ঘটে—"

সমর সেন ওদের পাশে ছবি তুলছিল। এগিয়ে এসে সব শুনে বলল—"কিন্তু সেই দুর্ব্বার অপচয় সেদিনও চলেছিল, আজও চলছে—"

"তা চলছে জানি, কিন্তু সোসালিজম্ চায় তার ধ্বংস করতে, আমরা যারা সাম্যবাদী, আমরা পৃথিবীর নগণ্য মানুষকেও সুখী ও স্বচ্ছন্দ করবার সাধনায় ব্রতী—"

ইভা বলল, "এ তর্ক নিষ্ফল, ডাঃ ডায় আপনি ত কবিতা লেখেন, একবার জিনিষটার কবিত্ব ভাবুন—যে প্রেরণা এই সৃষ্টির উৎস, তার কি সংসারে কোনও দাম নেই ?"

'দাম নেই, তা বলিনে, যে স্থপতিরা এর পরিকল্পনা করেছিল তাদের ধীবৃত্তি পরিশীলিত, তাদের উদ্ভাবনীশক্তি প্রশংস্য, দূর নীল নদ থেকে সুদূর পাহাড় হতে বড় বড় পাথর নৌকায় আসত, সেই পাথরের স্তূপ সাজিয়ে ওরা কবিতা রচনা করেছে—একথা স্বীকার করব—"

সমর সেন বলল—"একজনের লেখায় পড়েছি, যেন সিরিয়াস্ নক্ষত্রের আলো এর ঘুমন্ত সম্রাটের কপোল চুম্বন করে আর ধ্রুব নক্ষত্রের কিরণ এর ঘুমন্ত রাণীর মস্তক দ্যুতিময় করে—সত্যই এটা কবিত্বের মূর্ত প্রকাশ—"

কিন্তু কবিত্ব করবার সময় নেই—কুকের কাজ সময়-বাঁধা, ফিরবার তাড়া এল। ওখান থেকে ওরা যাদুঘরে গেল।

যাদুঘরে দেখল অতীত মিশরের সচিত্র ও সজীব ইতিহাস। তারা সিং ইতিহাসের ছাত্র। সে ওদের মিশরের রাজাদের গল্প কিছু বলল। টুটেনখামানের সমাধি আবিষ্কারের চমকপ্রদ গল্প শুনে ওরা খুব আনন্দিত হল।

তারা সিং বলল, "মিশর এবং পৌরাণিক মিশ্র-দেশ এক—ভারতের সঙ্গে মিশ্র-দেশের যোগ ছিল, আমাদের পুরাণগুলি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আলোচিত হওয়া উচিত।"

জাভেরী বলল, "মাহেন-জ-দোরো এবং হরপ্পায় যে সভ্যতার অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে—তার সঙ্গে কি মিশরীয় সভ্যতার যোগ আছে?"

তারা সিং বলল—"হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ প্রাক্-মিশরীয়—বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে হয়ত মিশরীয় দেবতাদের যোগ আছে—সেই যোগ আবিষ্কার করার দরকার—"

তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওরা কায়রো সহর দেখতে চলল। সেখানে একদিকে বিস্তৃতপরিসর রাজপথ, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, নূতন সহরকে ও য়ুরোপীয় সভ্যতার স্পর্শকে জানাচ্ছে, অন্যদিকে দেশীয়দের সহর। তার হাজার হাজার গলি গলি, তার হাজার হাজার মসজিদ—মিশর থেকে মুয়াজিমের আজান তাদের কানে এল। নর ও

নারীর বিচিত্র ও রঙীন পোষাক। ইভা ও অরুণ দুটি খরমুজ কিনল। অরুণ খুব খুসি হল—এমন সুরসাল খরমুজ সে জীবনে খায়নি।

অন্য হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে ওরা বিকালে জাহাজের জন্য রওনা হল। বালুরাশির মধ্য দিয়ে মোটর চলল—কায়রোর তরুশ্যাম মাধুর্য্যের সঙ্গে পথের নগ্ন সৌন্দর্য্য বেশ লাগল।

সুয়েজে এসে কাষ্টমস পরীক্ষা দিয়ে ওরা জাহাজে ফিরল। জাহাজে চা খেয়ে ওরা ডেকে এসে বসল।

ইভা বলল—"আপনার কথা না শুনলে একটী বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হ'ত না—"

অরুণ বলল—"কিন্তু সেজন্য তুমি ত বিশেষ কৃতজ্ঞ নও।"

ইভা ভ্রূবাণ হানল, এটা হয়ত নারীর স্বাভাবিক বিজয় অস্ত্র। অজ্ঞাতেই খেলা করে। অরুণ মুগ্ধ হয়ে চায়। তার নগ্ন বাহুর সুগঠন, তার শাণিত রসোক্তি, তার বিদ্যুৎবর্ষী নীল নয়নের কটাক্ষ অরুণকে প্রলোভিত করে।

অরুণ বলল—"কি, তুমি মৌনতার অভ্যাস করছ নাকি ?"

ইভা উত্তর দিল না। সে সুয়েজ সহরের দিকে চেয়ে রইল—জাহাজ ছাড়তে অনেক দেরী। লোকজনের যাতায়াত ও কলকোলাহল চলে।

খানিক পরে ইভা ফিরল, বলল,—"এখানেই প্রাচ্য আরম্ভ হল ?"

অরুণ হাসল, বলল, "তা কেন, প্রাচ্য ত একটা স্থির বিন্দু নয়, যতই চলবে ততই সে সরবে—এমন এক সময় হবে যখন প্রতীচ্যই প্রাচ্য হয়ে উঠবে—"

"তোমার বিদ্রূপ শুনতে চাইনে বন্ধু !"

অরুণ অবাক হয়ে চাইল।

বেদানন্দ চলছিল, বলল—"একজন ডাচ বাটেভিয়ায় যাচ্ছিল, তার মরণাপন্ন অবস্থা, আমি তাকে তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ায় আরোগ্য করতে চেয়েছিলাম—তা ওরা দিলে না—"

অরুণ বলল, "বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জলপড়ায় ও মন্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস করবে কেন ?

ইভা প্রশ্ন করল—"সে বাঁচবে না ?"

বেদানন্দ—"না, কোন আশাই নেই, মৃত্যু নিশ্চিত।"

আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ ইভাকে কাতর করল। সে ডিনার খেয়ে ক্লান্তির অজুহাতে নিজের ঘরে গেল। অরুণ লাউঞ্জে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে চলল। সেইদিন সুয়েজে ওরা ইতালীয় রণতরীর সাক্ষাৎ পেয়েছে। ইতালীয় সৈন্য আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ করতে চলেছে। তাই নিয়ে আলোচনা জটিল হয়ে উঠছিল—।

জাভেরী বলল, "পৃথিবীর দুঃসময় চলছে, মানুষ ভেবেছিল রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আনবে—সে আশা আজ নিস্ফল হতে চলল।"

অরুণ বলল—"নিস্ফল হবেই, কারণ রাষ্ট্রসংঘও ধনিকের ক্রীড়াক্ষেত্র হয়েছিল। চাই সারাপৃথিবী ব্যাপী সাম্যবাদের প্রসার, তা হলেই যুদ্ধের নৃশংস তাণ্ডব হয়ত থামবে।"

সমর সেন বলল, "জাভেরীর কথাই ঠিক, এতদিন ধরে যে অভ্যুদয় চলছিল, তার উর্দ্ধগতি এখন হয়ত শেষ হতে চলেছে—মানুষের উত্থান ও পতন চক্রবৎ, এবার তার পতনের পালা।"

লিং চাং বলল—"কল মানুষকে বিকল করেছে,—পল্লীর স্নেহে মানুষের স্বাস্থ্য ছিল অটুট, নগরের ধূলিজালে তারা আজ দুর্ব্বল ও ব্যাধিজীর্ণ। জনপদে মানুষ পেত অবাধ হাওয়া, পুষ্টিকর ও প্রীতিকর

খাদ্য, দেখত প্রকৃতির ঋতু-উৎসব। আর তার মনেও জাগত স্বচ্ছতা ও আনন্দ—সেদিন আজ নিঃশেষিত।"

জাভেরী বলল—"তাই ত কেবল জটিলতা বাড়ছে—"

লিংচাং, "এর সমস্যা সমাধানের পথ অমিতাভের পথ, তৃষ্ণা যতই বাড়বে, ততই লাগবে হানাহানি—তাই নির্ব্বাণের পথই পৃথিবীর শান্তির পথ—"

জাভেরী বলল,—"পৃথিবীতে ধর্ম্মবোধ যেতে বসেছে, তাই ত আশা দেখিনে—"

অরুণ চুপ করে টেবিলের উপর রাখা জাহাজের একখানি বই নাড়ছিল। ভ্রমণের বই, দেশদেশান্তরের মনোরম ছবি তাতে ছিল। তর্ক ভুলে সে দূরদেশের রমণীয়তার আকর্ষণ অনুভব করছিল। জাভেরীর শেষ কথা শুনে বই বন্ধ করে বলল—"আশা নেই একথা বলহীনের প্রলাপ, সবল পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়বে—"

সমর সেন বলল,—"আমাদের ঋষিরা বলেছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যম্।"

অরুণ বলল,—"আত্মার কথা বলছিনে, তবে যেটা প্রত্যক্ষ, সেটা মানুষের দুনির্ব্বার সংগ্রাম। পশু, পাখী ও উদ্ভিদ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বাড়ছে বা মরছে, কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকে মানে না—"

জাভেরী বলল—"ডারউইনের কথা।"

অরুণ উত্তর দিল—"না ঠিক ডারউইন নয়, মানুষের বুদ্ধি প্রকৃতির দর্পকে অবজ্ঞা করে, তার কৌশল ও উদ্ভাবন প্রকৃতির বেড়াজালকে ছিঁড়ে মানুষকে মৃত্যুপাশ থেকে বাঁচায়, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন উদ্দেশ্যহীন,

মানুষের নির্ব্বাচন যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতিকে জয় করে সে মানবজাতিকে অগ্রসর করে নিয়ে চলে—"

তারা সিং চুপচাপ করে থাকে। তার বয়স বেশী নয়, কিন্তু দাড়িতে ও পাগড়ীতে তাকে খুব গম্ভীর এবং বয়স্ক দেখায়। সে ধীরে ধীরে বলল—"যুদ্ধের যে আয়োজন চলছে গোপনে গোপনে, তাতে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আগামী যুদ্ধে য়ুরোপ ও তার সভ্যতা হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে—"

অরুণ বলল, "যাবে কিনা সেটা তর্কের বিষয়। যদি বা যায়, তাতে মানুষ মরবে না, তার সভ্যতাও শেষ হবে না। অতীতেও মানুষ ভুল করেছে, নানা বিপ্লব এসেছে, নানা দুঃখ ও দৈন্য তাকে ঘিরেছে—মানুষ তা সব পার হয়ে এসেছে—"

সমর সেন বলল—"অতীতে হয়েছে বলে ভবিষ্যতেও হবে এর ভরসা কি ?"

অরুণ জবাব দিল—"ভরসা ইতিহাসের সাক্ষ্য, সমস্ত সংগ্রামের মাঝে মানুষ বিধি ও বিধান গড়েছে, ধর্ম্ম, নীতি, আচার ও বিচার সৃষ্টি করেছে—"

জাভেরী বলল—"কিন্তু আপনার সোসালিজম্ কি দৈব ঔষধ আনবে?"

অরুণ বলল—"বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ চলেছে সেটা ধনিকের প্রেরণায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অর্থকে সংখ্যাল্পের ক্রীড়নক করেছে, যখন অর্থ মুক্ত হয়ে সমাজের সেবায় লাগবে, তখন যুদ্ধ নিরর্থক হবে"

সমর সেন বলল, "ফাসিস্ত ও নাৎসীবাদ ঠিক ধনিকের আশ্রয় পুষ্ট নয়, ফাসিস্ত ও নাৎসীরা রাষ্ট্রকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করে তুলছে—তাদের প্রেরণার মূল ধনিকের ষড়যন্ত্র, একথা বলবেন কেমন করে ?"

অরুণ বলল, "ফাসিস্ত ও নাৎসী আর সাম্রাজ্যবাদ অভিন্ন, রাজার খেয়ালে সংসারে অতীতে সাধারণের লাঞ্ছনা হয়েছে, এখন ডিক্টেটারের খেয়ালে হচ্ছে—"

জাভেরী বলল, "কিন্তু দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে, হিটলার ও মুসোলিনী ব্যক্তিগত দাম্ভিকতার জন্য ব্যগ্র নয়—তারা দেশকে দেশের মঙ্গলের জন্যই প্রণোদিত করছে"

অরুণ বলল, "ওটা চোখে ধূলা দেওয়া, বীরের ও নৃপতির যে ইতিহাস সেটা রোমান্টিক, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস জাতির পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার বিবরণী—ডিক্টেটার নূতন রূপ নিয়েছে নূতন কালে, কিন্তু আসলে সে পুরাতনের প্রতিমূর্ত্তি—"

জাভেরী বলল, "আসুন দু এক হাত ব্রীজ খেলি, এসব জাহাজের তর্কে আদার ব্যাপারীর লাভ কি?"

সবাই হাসল, কিন্তু খেলবার জন্য উৎসাহ দেখা গেল না। লিং চাং বলল "সব বুঝলাম, যে সমাজ লোভে সৃষ্ট, সেখানে সোসালিজম্ কি করবে, এখন যারা শোষণ করছে তারা চায় না শোষিত কথা কয়, শোষিত তার অত্যাচারের প্রতিশোধ চায়, কিন্তু এই কলহের একমাত্র পরিসমাপ্তি তৃষ্ণার পরিনির্ব্বাণে—তাই এর জন্য চাই ধর্ম্ম, নূতন রাজনীতি—নূতন মতবাদ কিছুই করতে পারবে না—"

অরুণ বলল, "এ সব কথা এত সহজে হৃদয়ঙ্গম করা মুস্কিল—"

জাভেরী বলল—"তাই বলছি আসুন তাস খেলা যাক"

সোলেমান ছিল না, সে আসল। সে ডায়েরী লেখে। ডায়েরী লিখতে গিয়েছিল। :জাভেরীর কথায় বলল—"বেশ আপনি তাস দিন।"

জাভেরী বলল,—"কিন্তু এরা ত তর্কে মসগুল, আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হোক, হাইলেসেলাসীর প্রতি অবিচার হোক, তাতে আমাদের কি; কথায় বলে 'বেল পাকলে কাকের কি' ?"

সোলেমান উৎসাহান্বিত হল, বলল "হাইলেসেলাসীর বীরত্বকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।"

সমর সেন বলল—"আমরা কেবল এই যুদ্ধের কথাই বলছি না—যুদ্ধ যাতে শেষ হয় তারই কথা আলোচনা করছিলাম—"

সোলেমান বলল—"নেপোলিয়ান যে 'কলম' পুতেছেন, বিসমার্ক যাতে জল সিঞ্চন করেছেন, সে 'কলম' গত মহাযুদ্ধেই নিঃশেষ হবে তা কখনই নয়, হিটলার শক্তি সঞ্চয় করছে, কুরুক্ষেত্র আবার মহাকুরুক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে।"

অরুণ বলল, "সে সম্ভাবনা অস্বীকার করছিনে, আমি বলছি সোসালিজম্ ঐ ব্যাধির ঔষধ। যুদ্ধ ত বীরেরাই কেবল করে না, যাদের কেউ জানে না, কেউ মনে রাখে না, সেই সাধারণ মানুষেই করে এবং তারাই মরে অগুণিত,—তাদের মনে যদি যুদ্ধের নিরর্থকতা জাগানো যায়, তবেই বর্ব্বরতা শেষ হবে—"

সোলেমান উত্তর দিল,—"তা একান্তই অসম্ভব—"

অরুণ উগ্র হয়ে উঠল, বলল "এই অসম্ভবের সাধনাই আমাদের, ব্যক্তি পীড়িত হয়েছে যুগযুগান্তর, গৃহপতির গোষ্ঠীপতির খেয়াল তাকে ক্লীব করে রেখেছিল সুদূর অতীতে। তারপর এল সেনাপতির ও নরপতির অত্যাচার, তারপর রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতার—"

জাভেরী বলল—"এখন আসবে সাম্যবাদী নেতাদের অত্যাচার।"

সবাই খুব হেসে নিল। অরুণ অপ্রতিভ হয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল। সে তীব্র ভাষায় বলল, "তোমরা যদি না বুঝতে চাও তবে আমি নাচার।"

যে ছবি দেখাল সে একখানি তরল নাটিকা, হাস্য কৌতুকময় ও গীতিমুখর। একজন নর্ত্তকীর জীবনে দুইজন প্রতিষ্ঠাপন্ন যুবক প্রেমের পসরা নিয়ে এল। ভাগ্য বিড়ম্বনায় তরুণী কাকেও গ্রহণ করতে পারল না। ট্রাজেডিতে গল্পটী পরিণত হতে পারত, কিন্তু এটাকে কমেডি করে তোলা হয়েছে। রস পরিবেশনে ও সুষ্ঠু অভিনয়ে ছবিটি সুন্দর-ভাবে সাফল্য লাভ করেছে, তাই সকলের খুব ভাল লাগল।

নর্ত্তকীর কণ্ঠে ইতালীয় গানগুলি চমৎকার লাগল। তার সুরলয়মান এরা বুঝল না, কিন্তু তার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব অরুণ ও তার বন্ধুদের মুগ্ধ করল।

নর্ত্তকীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রণয়লীলা অরুণকে ইভার কথা মনে করিয়ে দিল। হেলেনের কথা মনে জাগল। মাসোবায় যখন জাহাজ লাগবে তখনই সে উড়োডাকে চিঠি লিখবে। হেলেনের প্রতীক্ষা শেষ হবে।

কিন্তু নারীর প্রতীক্ষা কি এত সহজেই শেষ হয়? যে তাকে সারা প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে সে কি এত সহজেই ভুলতে পারে। অরুণের মনে খটকা লাগে। সন্দেহের দোলায় সে বিপর্য্যস্ত হয়ে ওঠে। ইভাকে এ কথা গোপন করা চলে না। সে সংকল্প করল ইভাকে কালই এই কথা বলবে।

সমর সেন বিরামের সময় অরুণকে বলল,—"আপনার বোধহয় ভাল লাগছে না?"

অরুণ অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "কেন?"

সমর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সঙ্গে বলল,—"অমনিই।"

অরুণ বলল, "না গল্পটি মন্দ নয়।"

ছবি আবার চলল।

সমর সেন বলল, "ডাঃ রায়, আমরা হাসি বন্ধ করব এটা বোধহয় আপনি চান না—"

তারা সিং এইবার বলল, "হাসি লিভারের সব চেয়ে বড় ঔষধ, দেখবেন যাদের লিভার খারাপ, তারা হাসতে পারে না—"

অরুণ বলল,—"হাসুন, কিন্তু এসব কথা মনোযোগ দিয়ে না শুনলে—"

জাভেরী বলল—"এটা ত পলিটিক্সের ক্লাস নয়—"

সোলেমান বলল, "তা নয়, তা সবাই জানি, কিন্তু আপনি কি বলতে চান, ডাঃ রায় ?"

"ইতিহাস বারংবার রূপান্তরিত হয়েছে—কালের প্রভাব ও যুগের প্রভাব সে অতিক্রম করতে পারে না, সোসালিজম্ আজকের যুগধর্ম্ম, তার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সবই সোনা হয়ে উঠবে—"

সমর সেন বলল, "কিন্তু এটা ত কবিত্ব হচ্ছে—"

জাহাজের লোক এসে জানাল আজও আবার ছায়াচিত্রের অভিনয় হবে।

জাভেরী বলল—"চলুন ছবি দেখা যাক।"

অরুণ বলল, "সাম্যবাদ নীরস রাজনীতি নয়, ওর প্রেরণা কবিত্ব—সমস্ত পৃথিবীর ও সমস্ত মানুষের যে গৌরবময় ছবি আমরা দেখি, সেটা কল্পনার রসে রঞ্জিত এ কথা অস্বীকার করতে পারিনে—"

সবাই উঠল। সমর সেন চলতে চলতে বলল, "সোসালিজম্ কিছু করবে না এ কথা আমরা বলছিনে, ব্যক্তির দুর্দ্দম লোভ ও সমাজের দাবী—এই দুয়ের মাঝে মিলন-সেতু বাঁধতে পারলে সে অনেক কাজ করবে—রাশিয়ায় তার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সোসালিজম্ যুদ্ধ শেষ করবে এ বিশ্বাস আমরা করতে পারিনে।"

অপ্রত্যাশিতভাবে নর্ত্তকীর জীবনে এল—অযাচিত ঐশ্বর্য্য, অতুলনীয় খ্যাতি, কিন্তু সে নিল না। সে নিতে পারল না।

অরুণকে ভাবিয়ে তুলল। এই আত্মবলিদান, এই স্বার্থ-ত্যাগ এর মাহাত্ম্য কি? অরুণ বুঝতে পারে না। কিন্তু কাহিনী লেখক ভাবনাকে স্থান দেন নি, গল্পটীকে কৌতুকের মধ্যেই শেষ করেছেন। অরুণের জীবনে ভাগ্যদেবতা কি এমনই কৌতুক খেলবেন—অরুণ বিরক্ত হয়ে ওঠে। অভিনয় শেষে সে অকস্মাৎ বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে শুতে যায়।

পরদিন সকালে ইভার সঙ্গে দেখা হতে অরুণ বলল "কাল রাতে একটা কবিতা লিখেছি।"

ইভা বলল, "আপনার সৃষ্টির মরসুম লাগল কি?"

অরুণ হাসল, "তা বলতে পারেন, প্রেম যখন আসে মানুষকে তখন সে পরিপূর্ণ করে তোলে।"

ইভা বলল—'বেশ পড়ুন।'

অরুণ পড়ল—

আজ আলো গানে ভরা ভুবনের মাঝে
মরমের কোণে যেন মোর বাজে
দূর অতীতের হারাণো কথা,
স্বপনের মত আধজানা ছায়া,
পুলকের মত আধভোলা মায়া,
গোপন মনের লুকানো ব্যথা।
তুমি আর আমি হে মোর দয়িতা!
ছিনু দোঁহে হয়ে আলোক সবিতা,
নীহারিকা যবে ছিল অমিতা;

নব নব রূপে, নব নব ভূমে,
পরিণত শেষে বেগ ধারা চুমে
তুমি আর আমি প্রেমনমিতা।
চারিদিকে ফাঁকা বিপুল উদার,
প্রকাশ কেবলি বিরাট ভূমার
দুজনেতে শুধু বহি কামনা।
কত রূপে রসে গ্রহতারা লয়ে,
কত পৃথিবীর কত ভাষা বয়ে,
কত পথে হল কত সাধনা।
তারি কিছু স্মৃতি পড়ে যেন মনে,
ছায়া-পথ পানে যবে ক্ষণে ক্ষণে,
চেয়ে রও তুমি অতি ব্যাকুলা।
স্বপনের মত কিছু যেন আসে,
গোপনতা হতে কিছু যেন ভাসে,
কাজল নয়ন করে আকুলা।
তুমি আর আমি পারিজাত বনে,
খেলেছিনু কত যুগ-উষা ক্ষণে,
আদিম মানব, আদিম মানবী।
তারো আগে, হায়, দেবাসুরে গতি,
আমি ছিনু দেব, তুমি দেবী সতী,
আমি যে দানব, তুমি দানবী।
ফুলে ফলে জলে, কত শত ছলে,
দুজনের মেলা কুসুমের দলে,
দুজনের কত ব্যথা কত বেদনা।

গোপন গহন খুলে যায় ওরে,
বেঁধে নিতে চায় পুরাতন ডোরে
জাগি পুরাতন সেই চেতনা,
কবিরা যাদের এঁকেছে রূপসী,
রূপকার যারে চেয়েছে ভূয়সী,
তুমিত তাদের মনের ভাষা।
নব নব রূপে তোমারে চেয়েছি,
তোমারি ত গান কেবলি গেয়েছি,
তোমারে সঁপেছি সকল আশা।
আজ ওরে তাই পড়িছে স্মরণে,
যুগে যুগে যারে জীবনে মরণে
চেয়েছি কেবল মরম মাঝে।
তুমি প্রিয়া মোর শত শতকের,
লাখ অনুভূতি লাখ পলকের
মিলি আজ এলে প্রথম লাজে।
নহ নহ তুমি ক্ষণিকের বধূ,
নহ নহ তুমি ক্ষণিকের মধু,
তুমি ছিলে মোর চির দয়িতা।
তব জ্যোতি লাগি চিরদিন জাগি,
তোমার প্রসাদ বার বার মাগি,
গেয়েছি তোমার জয়কবিতা।
আজ পুনরায় সখি, পুরাতন সুরে
নিতে চাই মোর ভাঙ্গা বুক পূরে'
নিতে চাই ওরে নিঃশেষ করি'।

যত চলা আজ শেষ হয়ে যাক,
অসীম অপার সীমাতেই থাক,
তুমি আর আমি মিলনে মরি।

ইভা বলল, "রবীন্দ্রনাথকে পড়বার জন্য আমি বাংলা শিখতে আরম্ভ করে দিলাম।"

অরুণ উল্লসিত হয়ে প্রশ্ন করে—"সত্যি ?"

ইভা মুচকিয়া হাসে, বলে,—"সত্যি।"

"তাহলে আমার কাছে রোজ পড়ুন, খুব ভাল লাগবে আপনার, বাংলা ভাষার লালিত্য অসীম!"

ইভা বলল, "এই সুন্দর কবিতার প্রেরণা কি আপনি আমার কাছেই পেলেন ?"

অরুণ লজ্জিত হয়ে ওঠে। উত্তর দেয় না।

ইভা বলে, "বলুন না।"

"আপনি কি বুঝতে পারেন না ?"

"না, কাব্যসৃষ্টিকে আমি পরম বিস্ময় মনে করি, যা মানুষের সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ধন হয়ে উঠবে এমন জিনিষ ত সহজে গড়ে না"।

অরুণ নম্রকণ্ঠে উত্তর দিল,—"আমার কাব্যের জন্য এত মহদাসন আমি আশা করতে পারিনে, মহাকালের বিচারে আমার কবিতা হয়ত অক্ষম সৃষ্টি বলে গণ্য হবে, এর ভাষা হয়ত সুডৌল বলে ধরবে না, এর শব্দযোজনারীতি হয়ত আদর পাবে না, কিন্তু তবু জোর গলায় বলব—এটা আমার সত্যকার অনুভূতির প্রকাশ।"

ইভা বলল, "সেটাই ত বড় জিনিষ, ব্যক্তিমানসের অন্তর্মুখী ও আত্মনিষ্ঠ প্রকাশ ত তুচ্ছ নয়, রোমান্টিক সাহিত্য কবির মনোজগতের অনুভূতিকেই বড় করে—"

অরুণ বলল,—"আমি সাহিত্য বিচার চাইনে—আমার দাবী কি গ্রহণযোগ্য নয় ?"

ইভা বলল, "ভাবাতিরেক ভাল নয়, বাস্তব জগতে বাস্তব সমস্যাকে মানতে হয় ; কিন্তু সে তর্ক থাক, চলুন একবার একনমিক সেকেণ্ড ক্লাসে যাই—"

অরুণ প্রশ্ন করল—"সেই ডাচ ভদ্রলোকের খোঁজে ?"

ইভার হৃদয় মমতায় আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। চলন্ত জাহাজে যাত্রীর মৃত্যু সম্ভাবনা তাকে অধীর করে তুলেছিল, সে সেভাব দমন করে বলল—"তাতে অন্যায় কি ?"

অরুণ উত্তর দিল না, নীরবে ইভার সঙ্গে চলল। ইভা অনেক কষ্টে সন্ধান পেল ভদ্রলোক ভোর সাতটায় শান্তিলাভ করেছেন। কিন্তু মৃত্যু সংবাদটি যাত্রীদের বোধ হয় জানানো হয় নাই। সকলেই নিত্য নৈমিত্তিক হাস্যপরিহাসেই কাল কাটাচ্ছে।

ইভা সজল নয়নে ফিরল। বেলা এগারটায় তার সমাধির ব্যবস্থা হল। জাহাজ গতি বন্ধ করল। নীচের ডেকে শেষকৃত্যের আয়োজন হয়েছিল। একজন মিশনারী ভারতবর্ষে যাচ্ছিলেন তিনিই মন্ত্র পড়লেন।

অরুণ শুনল। মিশনারীর কণ্ঠ বেদনার্ত্ত নয়, দর্শকের চক্ষু সজল নয়। সকলেই যেন কৌতুক দেখছে। মিশনারী যা বলল তার ভাবার্থ— "নারীর গর্ভে যে মানুষ জন্মে তার আয়ু ক্ষণিক, তার জীবন দুঃখময়।

সে বাড়ে, কিন্তু মৃত্যু এসে তাকে ফুলের মত ছিঁড়ে নেয়—সে ছায়ার মত মিলিয়ে যায়, এ ত তার শাশ্বতী স্থিতি নয়।"

অরুণের ভাল লাগল না। মানুষকে এত ছোট করে হীন করে দেখা ঠিক নয়। মিশনারী পড়তে লাগল—"আমাদের বন্ধুকে বিধাতা আজ ডাক দিয়েছেন, তাই তার শবাধার আমরা গভীর সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিলাম। তার মৃতদেহ পুনর্জন্মের দিনে সমুদ্র ছাড়বে এবং বন্ধু নবজন্ম নিয়ে বিধাতার সম্মুখে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াবে।"

ধীরে ধীরে কফিন জলে ফেলে দিল। খানিকক্ষণ সেটা জলে জলাবর্ত্ত রচনা করে ঘুরল, তারপর ডুবে গেল। যাত্রীরা যারা এই দৃশ্য দেখতে সমবেত হয়েছিল তারা একে একে ফিরে গেল। ইভা দাঁড়িয়ে রইল প্রস্তর মূর্ত্তির মত, অরুণও তার জন্য অপেক্ষা করল।

জাহাজ চলল। যেন কিছুই ঘটে নি এমন ভাবেই আবার কাজ আরম্ভ হল।

এই নির্ব্বান্ধব মৃত্যু ইভাকে পীড়িত করল। তার দুচোখ বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ল। কেন এই কান্না?

মৃত তার আত্মীয় নয়, পরিচিত নয়। তবু কেন এই সহানুভূতি? অরুণ মনে মনে এই তর্ক করছিল।

ইভা বলল—"আপনি Resurrection বিশ্বাস করেন?"

অরুণ বলল—"এসব হেঁয়ালি আমি বুঝিনে—আমি বিশ্বাস করিনে—"

"তা হলে এই নিষ্ঠুরতার কি উদ্দেশ্য?"

অরুণ বলল,—"তা বলতে পারি না, তবে জন্ম ও মৃত্যু প্রাকৃতিক, তাই তার জন্য বিহ্বল হওয়ার প্রয়োজন দেখি না!"

ইভা খানিক চুপ করে রইল।

দিক্‌দিগন্ত সূর্য্যকরোজ্জ্বল। ভিক্টোরিয়া জাহাজ তার মাঝ দিয়া জলচর পাখীর মত চলছে। ধূসর আকাশ আর অসীম সাগর নীরব হয়ে চেয়ে আছে। তারা যেন ভাগ্যহত মানবের বেদনাকে আমল দেয় না। ইভা যেন কাতরচিত্তে সকল মানুষের রুদ্ধ রুক্ষ জীবনের গ্লানি অনুভব করছিল।

ইভা বলল,—"তুমি কবি, এই অপচয় কি তোমায় ব্যথিত করে না ?—"

অরুণ বলল—"না।"

"কিন্তু আমি শান্তি পাচ্ছিনে, স্বামীজীর কাছে এই প্রশ্নের সমাধান জানতে চাইব ?"

অরুণ হাসল, বলল, "মন্দ নয়, বিশ্বাসীর জন্য বাগাড়ম্বরের অভাব হয় না, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে সে বিশ্বাস আমাদের মত সন্দেহীরা রাখতে পারি না।"

ইভা কথা বলল না, তারা ফিরে চলল। ডেকে মসিঁয়ে ব্লুমের সঙ্গে দেখা হল—

ব্লুম বলল—"আপনি খুব কাতর হয়েছেন ?"

ইভা বলল—"মৃত্যুকে আমি সইতে পারি না।"

ব্লুম বলল,—"আশা ও অভয়কে অবলম্বন করুন, মৃত্যু আসবে, প্রিয়জন চলবে, কিন্তু তার জন্য শোকার্ত্ত হবেন না, কারণ সকল অমঙ্গলের পিছনে রয়েছে মঙ্গলময়ের প্রেরণা।"

অরুণ বলল—"যারা মঙ্গলময়কে মানে না ?"

ব্লুম অবিশ্বাসী অরুণের দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চাইল, তারপর খানিক চুপ করে ধীরে ধীরে বলল, "তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না—"

অরুণ বলল—"কারণ ?"

"কারণ যুগে যুগে জন্মেছেন মহামানুষ, এই পঙ্কিল আবিল পৃথিবীতে তারা বার বার এসেছেন—আর বার বার তারা এই পরম সত্যকে উদ্ভাবিত করেছেন যে জগৎ-লীলার পিছনে লীলাময় আছেন—"

"এসব ভাবালুতা মাত্র।"

ব্লুম বিরক্ত হয়ে উঠল, তবু কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলল—"ভাবালুতা নয়, ডাঃ রায়, এদের বাণী চিরন্তন সত্য হয়ে মানুষের ভাণ্ডারে জমা হয়ে আছে, এই বিশ্বাসই মানুষের অভয় কবচ।"

ইভা মুগ্ধ হয়ে বক্তার দিকে চায়, বলে—"আপনি অনুভূতির কথাই বলছেন ?"

ব্লুম প্রীতিভরে ইভার দিকে চায়, বলে,—"মা, গুরুর কাছে এই শিক্ষাই প্রথম পেয়েছি।"

ইভা প্রশ্ন করল, "শিক্ষা পাওয়ার কথা নয়, বিশ্বাসের কথা বলছি, বিশ্বাস হল কেমন করে ?"

মসিঁয়ে ব্লুম উত্তর দিল—"যে ঋষি অগ্নিতে, জলেতে, বনস্পতিতে, ওষধিতে পরম পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার দৃষ্টি সর্ব্বকালের সর্ব্ব মানুষের জন্য, তাই তার বাণী প্রতি সাধকের চিত্তে যথার্থ সুন্দর রূপ নিয়ে দেখা দেয়, অবিশ্বাসীকে সংশয় মুক্ত করে।"

ইভা বলল, 'আমি এই শিক্ষা নিতে চাই—তাই ত আমি ভারতবর্ষে তীর্থযাত্রী।"

ইভার আগ্রহ তার মুখে লাবণ্য-রেখা আনল। যে রমণীয়তা নারীকে মোহিনী করে এ সে কলাকৌশল নয়, এ স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাধুর্য্য।

অরুণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ভারতবর্ষের যে প্রাণময় বার্ত্তা তার আশ্রম, তার তপোবনে ঝঙ্কৃত হয়েছিল, ধ্যান-শুচি দৃষ্টিতে যে সত্য প্রত্যক্ষ হয়েছিল অরুণ তার পরিচয় পায়নি। অরুণ আধুনিক, সে বিশ্বব্যাপারের পেছনে ইলেকট্রণ প্রোটনের নৃত্য বোঝে, সে উপনিষদের প্রাণতত্ত্ব বোঝে না। 'যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃস্থতম্' এই সব মহাবাণীর ভিতরের কথা তাকে কখনও বিচলিত করে না। যারা প্রাণকে দেখেছিলেন, যারা আনন্দের উৎস ঠিক করেছিলেন তাদের বাণীসন্ধানে যাত্রী এই তরুণীকে সে কি কেবল লালসা দিয়েই বন্দিনী করবে? অরুণ ভাবনায় পড়ে। শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন যা সকলকে প্রকাশ করে মনের অগোচর সেই অন্তরতরকে অরুণ জানে না।

ব্লুম উত্তর দিল—"এই প্রাচীন শিক্ষা সর্ব্বত্র পাওয়া যাবে না, তবে সন্ধানীর জন্য আপনা থেকেই পথ সৃষ্টি হয়—ভারতের এই আশ্চর্য্য মনোবৃত্তি আমাদের অবাক করে। নাগরিক সভ্যতার বিস্মৃতি আমাদের কাতর করে তুলছে, কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল প্রয়োজনকে বড় করে দেখেনি, বীরকে সম্মান দেয়নি—সে দিয়েছে অঞ্জলি এই আত্মার দিশারীদের—"

ইভা ব্লুমের নিকট বিদায় নিয়ে চলল। তার প্রাণে বিপ্লব জাগছে। মৃত্যুর দ্বারে বসে মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে। বুদ্ধ একদিন জরা, মৃত্যু ও ব্যাধি দেখে বিচলিত হয়ে শাশ্বত শান্তির পথ খুঁজতে বার হয়েছিলেন—

ইভার প্রাণে তেমনই চাঞ্চল্য।

অরুণ সাথে সাথে চলছিল। ইভা সহসা নমস্কার করে বলল—

"আপনি বন্ধুদের কাছে যান, আমি আমার কেবিনে যাব—"

একি প্রত্যাখ্যান। অরুণ অপমানিত মনে করে। কিন্তু আপনাকে সামলিয়ে নিয়ে বলে—'আচ্ছা।'

ইভার তখন মান ভাঙ্গাবার মত মনের অবস্থা নয়। নর ও নারীর প্রেম দ্বেষ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে—সে বৃহত্তর বস্তুর সন্ধান করবে। উপনিষদে বলেছে যাকে পেলে সব পাওয়া যায় তাকেই পাও, তা হলেই প্রাপ্তি ঘট্‌বে। তেমনই আকুলতা আজ ইভার অন্তরে।

প্রতিহত অরুণ ক্ষুব্ধ বেদনায় জাহাজে বসবার ঘরের দিকে চলল। তার মনে পড়ল হেলেনের শান্ত মুখশ্রী—তার বিশ্বস্ত প্রতীক্ষা। কিন্তু মানুষ সুলভকে চায় না, দুষ্প্রাপ্যের প্রতিই তার লোভ। জাহাজের মিউজিক রুমের এক কোণে তারা সিং ও লিং চাং বসে গল্প করছিল। তারা সিং বলছিল,—"মহাপুরুষ যারা তারা সত্যকে অনুভব করেন, এইখানেই তাদের মৌলিকত্ব, নানকের কথাই ধরুন, কি সুন্দর তার দোহাঁ—"

লিং চাং বলল, "বেশ বলুন না একটা।"

তারাচাঁদ আবৃত্তি করল ঃ—

বাহিরে বন খোজস যাই,
সর্ব্বনিবাসী সদা অলোপা তোহি সঙ্গসমাই।
পুহুপ মধ্যে জিনি বাস বসত হায়
মুকুর মাহ জম্ ছাঁহি
তয়সেহি হরি বসে নিরন্তর
ঘরহি খোঁজহি যাই;
নাহর ভিতর একহি জানাহু
এহ গুরু জ্ঞান বতাই
জন নানক বিন আপহি বিনহি
মিটেনা ভ্রমকি কাই।

তারাচাঁদ অর্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করে শোনাল। বনে বনে হরিকে কেন খুঁজতে যাচ্ছ? তিনি সকলের মাঝে বাস করেন, যদিও সকলের অগোচর তিনি; তোমার মাঝেই তিনি আছেন। ফুলের মাঝে যেমন গন্ধ বাস করে, মুকুরে যেমন ছায়া পড়ে, তোমার মাঝে তিনি তেমনই বাস করেন। গুরু এই জ্ঞান বলেছেন—তোমার ভিতর বাহিরে ভগবান; আপনা আপনি এই জ্ঞান উদয় হওয়া চাই, ভ্রমণ করে বেড়িয়ে এ জ্ঞান লাভ হয় না।

লিং চাং বলল—"শুনতে মধুর, কিন্তু বুদ্ধের বাণী এর চেয়ে ভাল, তার ভিতর হেঁয়ালি নেই—সে সরল ও সহজ।"

তারা সিং বলল—"ভগবৎ প্রেম ক্ষেতের ফসল নয়, বাজারে তা বিকায় না, কিন্তু তবু এর চেয়ে অমূল্য ধন মানুষের আর নেই—"

লিং চাং বলল—"বুদ্ধ এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা পাননি, তাই তিনি আত্মোৎকর্ষের কথাই বলেছেন—সেইটাই অভ্যুদয়ের পথ—"

অরুণ তাদের ওখানে এল। লিং চাং বলল—"কি বলেন ডাঃ রায়, ভক্তিবাদ কি মানুষের শ্রেয়ের পথ?"

অরুণ বলল—"আমি ভক্ত নই, আমি স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের সমর্থক,—"

তারা সিং বলল—"সমস্তই ত যুক্তিতে পাওয়া যায় না, অচিন্ত্যকে অবজ্ঞা করবেন কেন?"

অরুণ বলল—"আর সব কোথায়?"

লিং চাং বলল—"তারা তাস খেলছেন, কিন্তু আপনি প্রশ্ন এড়াবেন না, বলুন আপনার মত।"

অরুণ বলল—"মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস তার কর্ম্মের ইতিহাস, ভক্তির নয় ; গুহার মানুষ যদি ভক্তি করেই চলত, তাহলে ভিক্টোরিয়া আজ চলত না ; এটা দেবতার দয়ার দান নয়, মানুষের জয়পতাকা।"

তারা সিং স্বল্পবাক, কিন্তু আজ তর্ক তাকে মাতিয়ে তোলে। সে বলল—"জীবনে ভগবান হলেন সত্যতম সত্য, সুন্দরতম সৌন্দর্য্য, শিবতম শিব, তাকে বাদ দিয়ে শিল্প, জ্ঞান, বিদ্যা নিষ্ফল। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস কেবল কর্ম্মের নয়, ভাগবত সত্তায় জ্ঞানের বিকাশ বলা যেতে পারে।"

অরুণ বলল—"এ কেবল আত্মবঞ্চনা।"

লিং চাং বলল—"বুদ্ধও তাই বলতেন, আত্মবিকাশের জন্য ভগবান ভগবান করে চেঁচিয়ে লাভ নাই।"

তারা সিং জবাব দিল, "লাভ আছে বৈকি, সত্য ব্যক্ত হয় নির্ম্মল মেধায়, সত্য প্রস্ফুট হয় পরিপূর্ণ চেতনায়, ভাগবত কৃপায় তাই সম্ভব—"

অরুণ বলল—"এ সব নিয়ে তর্ক অনর্থক, কারণ তাতে ভক্ত চিত্তে বেদনারই সঞ্চার হবে—তার চেয়ে আসুন গল্প করি—"

লিং চাং বলল—"বেদনার কারণ কি? আলোচনা সত্য লাভের পন্থা—"

তারা সিং বলল—"না, তর্ক দেয় শুষ্কতা, তাতে ফসল ফলে না, চাই ভক্তির বৃষ্টি, তাতে হৃদয় হয় সরস—"

অরুণ বলল—"চীনের গল্প বলুন, বাইরে থেকে আমরা আপনাদের জাগরণ বুঝতে পারি না—"

লিং চাং বলল—"চীনের বিপুল বিশালতা তার জাগরণের পথে বাধা—তার অসংখ্য নর ও নারী জ্ঞানের আলো পায় না, তাই তারা

বর্ত্তমানের সাথে পা ফেলতে পারছে না, কিন্তু চীনের যৌবন বসে নেই—তারা দেশদেশান্তর থেকে আনছে নূতন বার্ত্তা, পুরাতনের সঙ্গে মিল করে নূতন রূপে তাদের রূপান্তরিত করছে—"

অরুণ বলল—"আমার মনে হয় জাপান আপনাদের সহায় না হয়ে আপনাদের গ্রাস করতে চাইবে—সাম্রাজ্যপিপাসা তাকে লোভী ও দুর্দ্দান্ত করে তুলবে—"

লিং চাং উত্তর দিল—"সে ত আছেই, জাপান বৃটেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সাথে জাপান দ্বীপপুঞ্জের রয়েছে ভৌগোলিক সাদৃশ্য—ওরাও চায় বৃটেনের মত শক্তির বিস্তার—এখন পারছেনা তার কারণ নানা শক্তির বিভিন্ন স্বার্থ সমবায় হেতু সে বাধার আশঙ্কা করছে—"

তারা সিং বলল—"পৃথিবীর এই রেষারেষি ও হানাহানির ঔষধ ভক্তিবাদ।"

অরুণ বলল—"তা সম্ভব নয়, ধর্ম্মের নামেই অতীতে ও বর্ত্তমানে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে, ধর্ম্ম মানুষের নৃশংসতাকে থামাতে পারেনি।"

তারা সিং বলল—"এসব বহিরঙ্গ কথা, এতে মানুষের কোনই লাভ নেই। যিনি মানুষের অন্তরে জাগ্রত অন্তর্যামী হয়ে আছেন, তাকে না পেলে মানুষের কোন লাভই লাভ নয়।"

তাদের কথা শেষ হল না, লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ল। ওরা খেতে চলল, ইভা খেতে আসেনি। অরুণ একাকীই ভোজন করে চলল। সে ইভার কথাই ভাবতে লাগল।

এই লাবণ্যময়ী তরুণী তাকে ভালবাসে না, একথা তার মনে ধরা পড়ে, কিন্তু তবু সে প্রতিনিবৃত্ত হতে পারে না।

সে স্বপ্ন দেখতে বসে। স্বপ্ন যৌবনের মোহ। কলকাতায় লেকের নিকট তারা একটী বাড়ী নেবে। জ্যোৎস্না রাতে হাত ধরাধরি করে তারা বেড়াবে—অন্ধকার রাত্রে নিশ্চুপ হয়ে বেঞ্চে বসে পরস্পরকে অনুভব করবে। এক এক দিন তারা যাবে শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনে—সেখানে তারা পিকনিক করবে—একদিন হয়ত ষ্টীমার করে বেড়াতে যাবে। ইভা বাংলার বনস্পতির পত্রল শাখা দেখে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইবে—। শ্যামায়মান বর্ষার মেঘলা দিনে তরুপাতার মর্ম্মরধ্বনি তাদের যুগল অন্তরে প্রেমের মধুর রাগিণী বাজাবে—বসন্তের কচি কিশলয় গানের মত তাদের হৃদ্য করে তুলবে।

সে মনে মনে প্রশ্ন করে—"ইভা, যাবে না তুমি আমার নীড়ে ?"

মনে মনেই সে উত্তর পায়, ইভা যেন স্মিতহাস্যে বলে—"নিশ্চয়ই।"

"তুমি বুঝনা, ইভা, আমি সেই মিলনের দিনের জন্য প্রতীক্ষা করেই আছি, তুমি জান না আমার ভালবাসা কি উদ্দাম,—আমার প্রেম কি প্রচণ্ড—"

ইভা তখন উত্তর দেয় না। শুধু মুচকি মুচকি হাসে।

অরুণ যেন বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে—"তুমি খুসী হওনি ?"

ইভা উত্তর দেয় না। সে স্বপ্নের ছবির মত মিলিয়ে যায়—তার দিনের জাগ্রত স্বপ্নও সমীরের প্রশ্নে হারিয়ে যায়।

সমীর বলে, "কি ভাবছেন, ডাঃ রায় ?"

অরুণ চকিত হয়ে উত্তর দেয়—"কিছু না।"

"আপনার বান্ধবী কোথায় ?"

"তিনি কেবিনেই আছেন।"

"কেন, অসুখ করেছে কি ?"

"জানিনা।"

সমীর সেন ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসে, .বলে, "বলুন না, আমরা লুব্ধ দৃষ্টি দেব না, ঘরে আমাদের বন্ধন আছে।"

অরুণ এই সব রসিকতা পছন্দ করে না, কিন্তু তবু যথাসম্ভব সৌজন্যে বলে "আমাদের খবর ত জানেন না ?"

"জানি না বটে, তবে নিশ্চয়ই কোথাও কোন গ্রন্থি নেই।"

অরুণের মনে পড়ে হেলেনের নিকট প্রতিশ্রুতি। সে শক্ত হয়ে বলে—"নর ও নারীর বন্ধুতা য়ুরোপে দূষণীয় নয়, আর আমি দশ বৎসর য়ুরোপে আছি—"

সমীর হাসতে হাসতে উত্তর দেয়—"দূষণীয়, রামঃ রামঃ, এমন কথা আমি কি বলতে পারি—এই বন্ধুত্বই সমস্ত রসের আদিরস—কাব্য এরই ছন্দে দোলায়মান—"

অরুণ বলল, "কিন্তু আপনার কৌতূহল একটু বেশী হচ্ছে—এটা বোধ হয় ঠিক নয়।"

সমীর বলল, "ক্ষমা করবেন ভায়া, জাহাজের ছুদিনের এই ঘনিষ্ঠতা দেশে গিয়ে থাকবে না—ছুদিনের, একটু ফষ্টিনষ্টিতে আপনি রাগ করবেন না নিশ্চয়।"

অরুণ বাধ্য হয় বলে, "রাগ নয়, তবে কৌতুকের পাত্র হতে কেউ চায় না।"

"সে খুব খাঁটি কথা, কিন্তু ভবিতব্যকে এড়াবেন কি বলে ? এই ধরুন আমার কথা, আমি গল্প উপন্যাস লিখি, ভেবেছিলাম এই স্বাধীন প্রেমের দেশে এক আধটা adventure হবেই—তার স্মৃতিকে উজ্জল

করে লিখব অবিনাশী সাহিত্য ; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য দেখুন, প্রেম ত দূরের কথা—একটী তরুণীও একদিনের জন্য ফ্লার্ট করতে এল না।"

অরুণ এবার হো হো করে হাসল, তারপর লঘু কৌতুকে বলল—"মেয়েদের মন জয় করা একটা আর্ট।"

সমীর উচ্চ হাস্যে উত্তর দেয়—"নিশ্চয়ই, ঘরে যিনি আছেন তাকে জয় করতে আর্টের দরকার হয়নি—তাই আমরা নিরস্ত্র, আর আপনারা হয়ত সহস্র রণক্ষেত্রের বীর—আপনারা জানেন কলা কৌশল।"

অরুণ হো হো করে পুনরায় হাসল। তাদের মনের বেদনা দূর হয়ে গেল। সমীরের সঙ্গে তার যে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, এই হাসির হাওয়ায় সে মেঘ উড়ে গেল। অরুণ বলল "আপনি জানেন জাতির মঙ্গলের জন্য নূতন রক্তের প্রয়োজন। রাজপুতেরা বহু বর্ষ ভারতের সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে, কিন্তু তারা ত মূলতঃ বিদেশীয়।"

সমীর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—"সে কথা কেন বলছেন ?"

অরুণ অপ্রতিভ হয়ে বলে—"ভারতীয় কৃতী যুবকেরা যদি বুদ্ধিমতী য়ুরোপীয়া তরুণীদের বিয়ে করে ঘরে নেন—তবে পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ হবে নিকটতর, তার রক্তে আসবে নূতন স্রোত—তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হবে—"

সমীর প্রচ্ছন্ন কৌতুকে বলল—"আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু ঔপন্যাসিকেরা বলেন, প্রেম এত হিসাবী নয়, সে বিবেচনা করে চলে না—কবিরাও বলেছেন যে কামদেব অন্ধ—"

"আপনি উপহাস করছেন ?"

"মোটেই নয়।"

অরুণ বলল, "আমাদের বয়স মোহের যুগ এড়িয়েছে, আমরা এখন যা করব তা বিবেচনা করেই করব। ভাবুন এদের কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কি দীপ্ত মেধা, কি বিচার বিশ্লেষণ, কি চরিত্র, এরা আমাদের সমাজে ও জীবনে আনবে নূতন রসায়ন।"

সমীর বলল, "তাহলে বান্ধবী শুধু বান্ধবী থাকবেন না ?"

অরুণ হাসল, বলল,—"আপনাকে গোপন কথা বলতে পারি, আমি ইভাকে বিয়ে করতে প্রস্তাব করব—"

সমীর বলল—"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্, সমস্ত বিষয় ভেবে চিন্তে করবেন, বান্ধবীর একদিনের আলাপে ভুলবেন না—তার অতীত ইতিহাস—তার কুল, তার ঐতিহ্য জেনে নেবেন—"

অরুণ বলল—"তা জানব বই কি, কিন্তু মানুষের যে পরিচয় তার চোখে মুখে, যে পরিচয় তার আলাপনে, তাকে অগ্রাহ্য করা কি চলে ?"

"চলে কিনা জানি না, তবে সেখানে ভুল হয় অনেক, সেই ভুল আপনি করবেন না—"

অরুণ চুপ করে গেল। সমীর বলল—"চলুন ব্রীজ খেলবেন—"

অরুণ বলল, "ধন্যবাদ, আপনারা আরম্ভ করুন, আমি দু' একখানা চিঠি লিখব—তারপর আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব—"

সমীর ব্যঙ্গের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "শুধু চিঠি লিখবেন, প্রশস্তি রচনা করবেন না ? কবিতা লিখুন, এইটাই বোধ হয় তার সময়, পূর্ব্বরাগের কবিতায় যে মধু, সেটা আর কোথাও মেলে না"—

অরুণ হাসল।

সমীর বলল, "হাসি নয়, আপনি বৈষ্ণব কবিদের কবিতা পড়েছেন কি ?"

"পড়েছি।"

"তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, পূর্ব্বরাগের পদাবলীর মত মধুরতম কবিতা জগতে নেই।"

অরুণ প্রশ্ন করল, "কিন্তু এ সব ত অলীক, বুদ্বুদ, কবিরা নিজে ত পূর্ব্বরাগের পালা অনুভব করেন নি?"

"তা জানিনে, তাদের জীবন কথা কেউ লিখে রাখেনি—"

অরুণ বলল, "নমস্কার, আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই আসব—"

সমীর বলল—"বেশ, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব জানবেন—"

অরুণ আপন কেবিনে গিয়ে কবিতা লিখতে বসল।

"মিছে কথা নয়　　সব চেয়ে সেরা রূপসী
ভুবনে অতুল　　গুণ গায় সবে ভূয়সী,
ভালবাসি তারে, ভালবাসি বটে,
আমি ঢেউরাশি তারি বেলা-তটে,
অতি নিরুপম　　সে যে মোর চির প্রেয়সী,
নাহি কেহ মোর　　তার চেয়ে আর শ্রেয়সী।
মোর আঙিনায়　　মঞ্জরী ভরা তুলসী,
ছায়ালোক ভরা　　জাগে প্রিয়া মন উলসি,
আঁধার ঘরের সে যে দীপমালা,
মরা মালঞ্চে কুসুমের ডালা।
তিমির দুয়ারে　　জাগে অপরূপ ঊষসী,
এল ধরাতলে　　জ্যোতিশিখা যেন উছসি।
ছায়া পথ বেয়ে　　নিয়ে এল সুধা কলসী,
জাগাল পরশে　　মরুভূমে সুখসরসী।

ভালবাসি তারে, বাসি বুক ভরে,
যত গান আছে গাহি তার তরে,
চির জনমের সে যে গো আমার প্রেয়সী,
যাহা চাই যত তারো চেয়ে সে যে শ্রেয়সী।"

অরুণ আপন রচনার মাধুর্য্যে আপ্লুত হল। সে য়ুরোপীয় ভাবধারায় আপনাকে নিমগ্ন করে রেখেছিল, তবু আজ কবিতায় তার শৈশবের সংস্কার জেগে উঠল। ছন্দের ঝঙ্কার, ভাষার অনবদ্যতা তাকে সূক্ষ্ম রসলোকে নিয়ে গেল, সেখানে আপন জীবনের হারানো পটভূমিকা খুঁজে পেল। সে যেন জাতীয় জীবনের অমৃতের স্পর্শ পেল।

সে রূপকার। তার অন্তরের মাঝে যে লুকানো শিল্পী বাস করে, সে আজ তার দিশারী, তাই সে রসপুলকে উল্লসিত হয়ে উঠল। সে ভাবতে বসল, রূপের মধ্যে কি পরমতম সার্থকতা আছে। বেদানন্দের কথা সে চিন্তা করতে বসে।

সন্ন্যাসী যে প্রচ্ছন্ন অন্তরে আনন্দ পরিবেশন করতে চায়, সে আনন্দ যেন আজ তার কাছে দেখা দেয়। সে চায় প্রেমের পথে ঊর্দ্ধাভিসার।

সে ইভার সন্ধানে চলল। তার আনন্দ আজ ধরে না, সে ব্যক্ত করতে চায়। এ যেন ভাদ্রের ভরানদীর কূলপ্লাবী বন্যা। ইভার সন্ধান মেলে না। তার কেবিনে গিয়ে তার সন্ধান করতে অরুণ লজ্জাবোধ করে। হয়ত প্রচ্ছন্ন মনে অভিমানের মূর্চ্ছনা জাগে। সে ফিরল।

বন্ধুরা তাস খেলা করছে। সে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। আজ অবসর যাপনের এই তুচ্ছতাকেও সে পরম প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারল।

খেলার শেষে সোলেমান বলল—"ডাঃ রায়, সোসালিজম্ কি ভারতবর্ষে শিকড় গাড়তে পারবে?"

অরুণ খুসি হয়ে বলল, "সেই পারবার উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নারীর দৈন্য ও দুঃখ দূর করতে হলে ভারতকে সোসালিজম্ নিতে হবে—"

জাভেরী বলল—"কমিউনিজম্ বরং রাশিয়ায় আপন অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেছে, কিন্তু সোসালিজম্ কেবল কল্পনাতেই আছে—"

"তা আছে স্বীকার করি, কারণ আমরা বিদ্রোহ করতে চাই না, আমরা চাই ক্রমাভিসার, ক্রমোন্নতি, ইভোলিউসান,—রিভোলিউসান নয়—"

সমীর বলল, "কিন্তু এগুলি ত কেবল catch-words।"

অরুণ বলল, "তা নয়, অতীতের ইতিহাসকে আমরা অবজ্ঞা করিনে, বণিকবুদ্ধি মানুষকে পঙ্গু করেছে,—আমরা চাই গড়তে নূতন জগৎ, যেখানে সকল মানুষ জীবনকে ফোটাবার সুযোগ পাবে—"

সোলেমান বলল, "মানুষে মানুষে পার্থক্য রয়েছে, সে পার্থক্যের সমাধান কি করে করবেন ?"

"আমরা যে সাম্যের কথা বলছি সে সাম্য জানে যে মানুষে মানুষে বৈষম্য রয়েছে, জগৎ কখনও একঢালা হয়ে উঠবে না, তবে বাড়বার সুযোগ সবাই যাতে পায় তার ব্যবস্থাই আমরা করতে চাই—"

জাভেরী প্রশ্ন করল, "এ ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়—এ কথা কি আপনি ভুলে গেছেন ?"

অরুণ বলল, "সম্ভব অসম্ভবের বিচার অত সহজ নয়, তা যদি হ'ত তাহলে পৃথিবীর সমস্ত আবিষ্কার অনাবিষ্কৃত থাকত।"

সমীর বলল, "অধিকারী ভেদ বলে হিন্দুশাস্ত্রে একটা কথা আছে, সে কথা আপনি মানতে চান না ?"

অরুণ বলল, "শক্তির ভেদ আছে, সুযোগের ভেদ থাকা কর্ত্তব্য নয়,—ব্রহ্মবিদ্যা শূদ্রকে না দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যার পরিণতি খর্ব্ব করা হয়েছে, দূর করার নীতিই মহিমময় নয়, গ্রহণই প্রশংসনীয়। ভারতের এই বর্জ্জন-নীতিই তাকে দুর্ব্বল ও পদানত করেছে।"

জাভেরী বলল, "সোসালিজম্ এই শ্রেণীসংগ্রামের অবসান করবে না, বরং উগ্র করবে, জাতিভেদের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, ধনিক ও শ্রমিকের সংগ্রামে তার কোন স্থান নাই—তাই বাড়বে বিপর্য্যয়, চলবে বিরোধ ও কোলাহল।"

অরুণ বলল, "সোসালিজম্ শ্রেণীবিদ্রোহের মন্ত্র প্রচার করে না, একটা পরিপূর্ণ সামাজিক সামঞ্জস্যের দিকেই চলে। শ্রেণীসংগ্রাম আমাদের উপজীব্য নয়, তার বিরোধিতা করাই আমাদের পদ্ধতি।"

লিং চাং এক পাশে চুপ করে ছিল। সে বলল, "এখন আলোচনা থাক, চলুন খেলতে যাওয়া যাক।"

সকলে খেলার ওখানে গেল। অলিম্পিক গেম্‌সে যে সব চীনেরা খেলতে গিয়েছিল, তারা এই জাহাজেই ফিরছিল। ওরা তাদের খেলা দেখে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাল।

সান্ধ্যভোজনে ইভার সাক্ষাৎ মিলিল। অরুণ দেখল, ইভা বেশ প্রশান্ত হয়েছে। সে বলল, "আমি আজ চমৎকার একটা কবিতা লিখেছি।"

ইভা আগ্রহ দেখাল না, সে কথান্তর পাড়ল। অরুণ বেদনা অনুভব করল। কবিরা চায় ভক্ত পাঠক, শ্রদ্ধালু শ্রোতা। এখানে তাদের দুর্ব্বলতা চির প্রসিদ্ধ। অরুণের মন ভার হয়ে উঠল।

ইভা সেদিকে লক্ষ্য না করে বলল "স্বামীজী বললেন, কাল আমাকে কঠোপনিষদ পড়াবেন, এই বইতে মৃত্যুর তত্ত্ব নাকি ব্যাখ্যা করা আছে।"

অরুণ বলল, "কিন্তু ইভা, মৃত্যুর তত্ত্ব শোনবার দরকার কি ? তার চেয়ে শোনো জীবনের গান। যে গান আবেগে ঝঙ্কারে উদ্বেল হয়ে উঠেছে—তাকে উপেক্ষা করে কি লাভ ?"

ইভা বলল "ডাঃ রায়, আমি বিবাহিতা।"

অরুণ চমকে উঠল। সে বিশ্বাস করল না, সে ভাবল সে ভুল শুনেছে—তাই জোরের সঙ্গে বলল—"না কখনই নয়।"

ইভা ধীর বিনম্র স্বরে বলল—"কিন্তু এটা সত্যি, আমার জীবনের ইতিহাস আজ আপনাকে বলব।"

অরুণ হতবাক্ হয়ে বসে রইল।

ইভা বিবাহিতা। অরুণ যেন সপ্ত পাতালের তলায় পড়ল। তার সুখনীড় নিমেষে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

ইভা বলল, "আপনি আমায় ভালবেসেছেন, এটা আমার সুখের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু আপনি যদি আমাকে সম্পূর্ণ না জানেন, তবে সে ভালবাসা শুধু হবে চোখের মোহ।"

অরুণ ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়ে বলল "ডিনারের পরে শুনব, কিন্তু আমি অটল রইব, যদি আমার পথে সত্যিকার কোনও বাধা না থাকে। হাঁ, আমার কথাও আপনাকে শুনতে হবে—সেও আমি বলব অকপটে।"

ইভা হাসল, বলল, "বেশ এখন ত সন্ধি হল, এইবার মন দিন আহারে।"

সেদিন আহারের আয়োজন ভাল ছিল। অরুণ বলল—"আজকের মেনু চমৎকার।"

"তাহলে সোৎসাহে আরম্ভ করুন।"

আহার চলল। ওরা বাজে গল্প অনেক করল। গুরুভোজনের

দরুণ ফল খেতে আর অরুণ পারল না, সেটা পকেটে নিয়ে উঠে পড়ল। ইভাকে বলল—"চলুন।"

ইভা হাসতে হাসতে বলল—"আমিও আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব কি ? "

"তা করুন না, মন্দ হবে না, ডেক চেয়ারে বসে শেষকালে খাওয়া যাবে'খন।"

ওরা উপরে চলল। নভেম্বরের শীতার্ত্ত রাত্রি, তবু আফ্রিকার মরুভূমির গরম হাওয়ায় বেশ আরাম লাগছিল। ওরা চুপ করে বসে রইল।

উপরে স্তব্ধ আকাশ, নীচে উচ্ছল সাগর জল। ওরা ডেকের একটি নির্জ্জন কোণে বসল। তুজনেরই মনে সংগ্রাম চলছিল।

প্রেমিকের চোখে সব জিনিষই সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। অরুণ আজ এই দৃষ্টি পেয়েছে। দূরে অপর যাত্রীরা বসেছে—তাদের হাব ভাব চাল চলন এমন ভাবে সুসঙ্গত সামঞ্জস্যে ছবি হয়ে উঠছে যে সে পুলকিত অন্তরে সেই দিকে চেয়ে রইল।

ইভা বলল, "শুনবেন ডাঃ রায় ?"

অরুণ বলল, "আমি আজ কবিতা লিখে যত আনন্দ পেয়েছি, এমন আর কোনও দিন পাইনি—শিল্পী অন্তরতমকে দেখে ব'লে অনেক দিন আগে কোথাও পড়েছিলাম, সেটা আজ মনে পড়ছে আর ভাবছি একথা খুব সত্যি—"

ইভা বলল, "বেদানন্দ বলছিলেন সাধকের দৃষ্টিতে এই ক্ষমতা আছে, সাধক বিশ্বের অন্তরাত্মা দেখতে পান, তার কাছে সব সুন্দর, কারণ তিনি প্রত্যেককেই আধ্যাত্মিক সত্তায় প্রতিফলিত দেখেন।"

অরুণ বলল, "বেদানন্দ কি আমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ?"

ইভা রুষ্ট হয়ে বলল—"ডাঃ রায়, আপনি সৌজন্য ও ভদ্রতা ভুলছেন কেন ?"

অরুণ আপন অভদ্রতায় লজ্জিত হল, বলল, "আমায় ক্ষমা করুন।"

ইভা বলল, "বেদানন্দ স্বামীকে আপনি অশ্রদ্ধা করেন, এ আপনার ঠিক নয়, তার সুমধুর চরিত্রের পরিচয় আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন—"

অরুণ বলল, "তার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় আমার হয়নি, আর তা ছাড়া সন্ন্যাসের প্রতি আমার বীতরাগ আমাকে অশ্রদ্ধালু করেছে, কিন্তু তবু হঠাৎ যে কথাটা বলে ফেলেছি, সেটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে—"

ইভা বলল, "ন্যায় এবং অন্যায় আমি বিচার করছি না, সন্দিগ্ধ মন প্রেমিকের, একথা জানি বলেই আমি আপনাকে সইতে পারব।"

জাহাজের ওয়েটার ওদের খুঁজে খুঁজে কাফি এনে দিল। তারা কাফির পেয়ালা নিল। বলল—"ধন্যবাদ।"

ওয়েটার খুসি হয়ে বলল—"পেয়ালা চেয়ারের নীচে রাখবেন, আমি অবসর মত নিয়ে যাব।"

অরুণের মন খুসি ছিল। সে পকেট থেকে একটী লিরা বের করে তাকে দিল। সে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

কাফি পান শেষ হলে ইভা বলল—"এইবার আরম্ভ করি।"

দূরে একখানি জাহাজ আসছিল, তার আলোকিত ছবি সমস্ত জাহাজকে চঞ্চল করে তুলল। ওরাও অন্য সব যাত্রীদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। রাত্রে আলোকমালার এই সান্নিধ্য যাত্রীদের খুব ভাল লাগে। তারা ভাবতে পারে তারা একক নয়, জলই সব নয়, সংসার আছে, লোকযাত্রা আছে।

(১৬)

ইভা তার কাহিনী আরম্ভ করল।

"মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন আমার বয়স ৭ বৎসর। সেই সময়ের একটি ঘটনা আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে, সে আমার মায়ের মৃত্যু। সেটা এপ্রিল মাস, বসন্তের আগমনে চারিদিক পুলকিত, বনে উপবনে ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে, কোকিলের গান শোনা যাচ্ছে, তখন মা চলে গেলেন।

তার শেষের দিনের কথাটা আমার বেশ মনে পড়ে। সে দিনের প্রভাত ধূসর ও ম্লান হয়ে দেখা দিল, আকাশ মেঘে ভরে উঠল, আমি নার্শারিতে তখনও ঘুমিয়ে আছি, নার্স এসে আমায় মায়ের কাছে নিয়ে গেল। মা আমাকে রোগশয্যা থেকে চুমো খেলেন, বললেন—"ইভা মাকে ভুলিস নে", এই বলে তার গলার লকেটটি শুদ্ধ হারগাছি আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। সে হার আমি এতদিন পর্য্যন্ত খুলিনি—এই দেখুন সেই লকেট—"

অরুণ লকেটটি নিয়ে দেখল, তাতে এক পরমাসুন্দরীর ছবি। অরুণ মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল—"আপনার মা খুব সুন্দরী ছিলেন।"

"তা ছিলেন, রাজরাণীর মত তার রূপ, ছবিতে সে লাবণ্যের শতাংশও বোঝা যায় না—এই রূপের জন্যই বাবা তাকে বিয়ে করেন, মা ছিলেন চাষীর মেয়ে, লেখা পড়া খুব শেখেন নি, কিন্তু খুব ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তার ধর্ম্মপ্রাণতা আমি পেয়েছি।"

ইভার মন ব্যথার্দ্র হয়ে উঠল। তার সেই হারানো শৈশব যেন ফিরে এল। সে অনুভব করল স্নেহময়ী জননীর শতেক স্নেহস্পর্শ। সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। খানিক চুপ করে থেকে সে পুনরায় বলতে লাগল—"মার মৃত্যুর পর, আমার জীবন কাটল আমার মাসীমার ঘরে। মেশোমশায় ছিলেন গির্জ্জার পুরোহিত, মাসীমা নিঃসন্তান তাদের ওখানে আমি

দশ বৎসর ছিলাম। এই দশ বৎসর খৃষ্টধর্মের সকল রকম অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয়। আমি খৃষ্টের কথা অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে শিখলাম। বাইবেল আমার কণ্ঠস্থ হল।"

অরুণ প্রশ্ন করল, "কোথায় এই কৈশোরকাল কাটল ?"

"প্রাহা থেকে দূরে একটা গ্রামে, পাহাড়ের কোলে ছোট সহর, এখানে পাহাড়ী ঝরণার পাশে পাশে গমের ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত, মেষপালকদের বাড়ী, প্রকৃতির এই মুক্ত প্রাঙ্গণে আমি প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতে শিখলাম।"

অরুণ বলল, "ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মানসীর মত রৌদ্র ও বাতাসে আপনি বেড়ে উঠলেন—"

"তা বলতে পারেন।"

অরুণ বলল, "বাংলাদেশকেও আপনার খুব ভাল লাগবে, ছোট বয়সে একটা কবিতা লিখেছিলাম, সেটা আপনাকে শোনাতে পারি—"

ইভা বলল, "বেশ বলুন না।"

অরুণ উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি আরম্ভ করল। ইভা নীরবে শুনল।

কবিতাটির নাম, "বাংলার রূপ।"

১

বাংলা মায়ের শ্যামলা রূপ
শোভার স্তূপ,
সবুজ মাঠের সবুজিমা,
দিগন্তরে হারায় সীমা
আকাশ ভরা মেঘের তলে।

বাদল দিনের সজল হাওয়া,
না জানি তার কি গান গাওয়া,
দীঘির বুকের কমল দলে।

২

বাংলা মায়ের শ্যামলা রূপ
হেরি নিশ্চুপ,
শরৎ দিনে অপরূপ,
জ্বলছে পূজার ধূপ,
পাখীর গানে হৃদয় জাগে,
সরস প্রীতির পরশ মাগে,
উল্লসিত গেহে গেহে,
বনে বনে কুসুম ফোটে,
মৌমাছিরা মধু লোটে,
পথিক চাহে মুগ্ধ স্নেহে।
বাংলা মায়ের শ্যামলা রূপ
হেরি নিশ্চুপ।

৩

পূজার ঘরে জ্বলছে ধূপ
ভরছে হৃদয়কূপ,
আশার মোহে চাইছে বধূ
আসবে গেহে হৃদয়মধু,
পুলক ভরা সজল দিঠি।

ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজে,
মত্ত সবাই পূজার সাজে,
 প্রিয়জনের আসছে চিঠি।
আজ শরতে মায়ের রূপ
 হেরি নিশ্চুপ।

৪

বাংলা মায়ের শ্যামলা রূপ
 ভরছে হৃদয় কূপ;
নাই ত গভীর উচ্চ আশা,
বক্ষে শুধু ভালবাসা
 জাগছে পাতার কুঁড়ের মাঝে।
দিগ্বিজয়ী হব না বীর,
সবার উচু করব না শির,
 আমরা রব মায়ার লাজে,
মমতাময় মায়ের রূপ
 হেরি নিশ্চুপ।

৫

বাংলা মায়ের শ্যামলা রূপ
 শোভার স্তূপ,
সজল ছায়া ভুলায় যেথায়,
ধন্য মোরা জন্ম সেথায়,
 উতল স্নেহের উছল বানে।

রুদ্রে মোরা ডরাই অতি,
মায়ের পায়ে জানাই নতি,
কান্না ভরা ব্যাকুল গানে।
মমতাময় মায়ের রূপ
হেরি নিশ্চুপ।

৬

দীপ্ত মধুর মায়ের রূপ,
তৃপ্ত অপরূপ!
ভুবন ঘুরে এলাম ফিরে,
তোমার স্নিগ্ধ নদীর তীরে
তোমার ছায়া শীতল বাটে,
যেন তোমার বুকের মাঝে,
পুণ্য তোমার সেবার কাজে
এমনি করে জনম কাটে।
বাংলা মায়ের শ্যামলা রূপ
হেরি নিশ্চুপ।

ইভা বলল, "কবিতায় জন্মভূমিকে মমতাময়ী মা বলেছেন, এটা আমার খুব ভাল লেগেছে, আপনার নাস্তিকতা তা হলে গভীর নয়?"

অরুণ বলল, সে কথা পরে বলব, আপনার ইতিহাস বলুন, আমি মাঝ পথে বাধা দিয়েছি।"

"তাতে ক্ষতি হয়নি, আমি কবি নই, আপনার অনবদ্য ভাষা আমার নেই, আপনার মত রূপবোধ নেই। কিন্তু আপনার মতই আমি আমার

এই কৈশোর লীলা-ভূমিকে ভালবেসেছিলাম, শৈলমালার মাঝে থেকে থেকে যে দৃঢ়তা এসেছিল সেই দৃঢ়তাই আমার বিবাহিত জীবন ভাঙ্গবার হেতু ; কিন্তু সেইটুকু ত সব নয়, নির্ঝরণীর সঙ্গীত ও ছন্দ আমায় ব্যাকুল করেছিল—"

অরুণ বলল,—"আপনার সেই প্রকাশই সত্যকার এই কথাই আমি বলতে চাই ; পাষাণী হয়ে থাকা আপনার চলবে না, আপনার হৃদয়ের সরলতা মরুতে ফুল ফোটাবে—বনে গড়বে উপবন, অন্ধকারে আনবে আলো, বিরোধের মাঝে আনবে মিলন-গীতিকা—"

ইভা উত্তর করল, "চুপ করুন, আপনি স্থান কাল পাত্র ভুলে যান, এটা ঠিক নয়, মাত্রাজ্ঞান কবির থাকা উচিত—"

"আচ্ছা চুপ করছি, আপনার কথা বলুন—"

"সতের বৎসর বয়সে বাবার কাছে এলাম, বাবা তখন প্রাহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম করা সংস্কৃতের অধ্যাপক। সংসারের আহ্বান ভুলে গিয়ে তিনি তখন গ্রন্থকীট হয়ে উঠেছেন—আমাকেও তিনি গ্রন্থের গ্রন্থিতে বাঁধতে চাইলেন, আমিও পিতার উদ্দেশ্য পালনে ব্রতী হলাম। কলেজে আমি সংস্কৃত পড়লাম ; একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক এসেছিলেন, আমি তার কাছে বাংলা পড়তাম ; আর অবসর কালে আমি ছবি আঁকতাম ; ছবি আঁকতে গিয়ে ফিলিপ মরলানের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়—"

"ফিলিপ তোমার স্বামীর নাম ?"

"হাঁ ফিলিপকে আমি অবশেষে বিয়ে করি। ফিলিপ চমৎকার ছবি আঁকতে শিখেছিল, বাবা তাকে অনুরোধ করলেন অবসর মত আমায় কিছু শিখিয়ে দিতে, সেই থেকে ফিলিপ আমাদের বাড়ী আসত—বাবা ছিলেন নির্ব্বিকার মানুষ, তার চোখের আড়ালে আমাদের প্রণয়লীলা চলতে লাগল।"

"এই ফিলিপ বুঝি একাই তোমার যৌবন পুষ্পবনের ভ্রমর হয়ে এসেছিল ?"

ইভা বলল, "না, বাবার আর একজন ছাত্র ছিল উইলিয়াম, সে বাবার কাছে গবেষণা করত, বাবার ইচ্ছা ছিল আমি উইলিয়ামকে গ্রহণ করি।"

"তবে তাকে বিয়ে করলে না কেন ?"

"উইলিয়ম ছিল স্বল্পভাষী পণ্ডিত, প্রণয় যুদ্ধে জয়ী হতে হলে যে অস্ত্র চাই, তার তা ছিলনা ; সে পিতার ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা করত, অবসর মত আমার সঙ্গে সংস্কৃত-সাহিত্য আলোচনা করত, কিন্তু সে আমার মন ভোলাতে পারে নি।"

অরুণ বলল, "মন ভোলাবার জন্য চাই মাদকতা। সে জিনিষটা বোধ হয় চিন্তাশীল উইলিয়ামের ছিল না।"

"আপনার কথাই ঠিক। ফিলিপ তার আলাপ-আচরণে ছিল মুক্ত পাখীর মত, তার কোথাও বাধা ছিল না। তার আলাপ নদীর মত তর তর বেগে বয়ে যেত, সে যেন পৃথিবীকে জয় করতে জন্মগ্রহণ করেছে, তাই বিজয়ীর কাছেই আমি আত্মসমর্পণ করলাম।"

"তা বুঝতে পেরেছি কিন্তু তারপর—"

"কিন্তু বাবা অন্তরায় হলেন, তিনি ফিলিপের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজী হলেন না—"

"কিন্তু বিয়ে ত তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ?"

"তা একেবারে ঠিক নয়। আমাদের দেশে প্রাচ্য ভাব অনেকটা আছে, তা ছাড়া বাবা প্রাচ্যশাস্ত্রবিদ্। তিনি বলতেন, নর ও নারীর প্রথম যৌবনের মোহ তাহাদের সঙ্গী স্থনির্ব্বাচনে অন্তরায় হয়। তিনি আমাকে উইলিয়ামকে বিয়ে করতে বললেন—"

"তুমি পিতার আদেশ পালন করনি।"

"না করিনি, আর সেই পিতৃ অভিশাপই আমার জীবনকে দুঃখসঙ্কুল করেছে, আমি ও ফিলিপ সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম, ফিলিপের এক কাকার মৃত্যুতে সে অনেক অর্থের মালিক হল, তখন ফিলিপ ও আমি প্যারীতে পালিয়ে গেলাম—"

"সেখানেই বিয়ে হ'ল—"

"বাবা খবর পেয়ে আমাকে ফিরবার জন্য পত্র লিখলেন, কিন্তু আমি তখন অন্ধ, সে কথায় কর্ণপাত করলাম না, তারপর প্যারির এক গির্জ্জায় আমরা বিবাহিত হলাম।"

"কোথায় মধুচন্দ্র যাপন হ'ল ?"

"প্যারীতেই। ফিলিপের ইচ্ছা ছিল যে সে একজন বড় চিত্রকর হবে—তাই আমরা দুজনে ওখানকার এক স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলি আশা, আনন্দে ও উৎসাহে কেটে গেল।"

"কিন্তু তারপর বিচ্ছেদ হল কেমন করে ?"

ইভার প্রসন্ন মুখে দুঃখের ছায়া নামল, সে খানিক চুপ করে থেকে বলল, "ফিলিপের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়নি, আমি আজও তার ধর্ম্মপত্নী, কিন্তু আমি তাকে ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে চলেছি।"

"কিন্তু কেন ?"

"সেই দুঃখের ইতিহাসই আপনাকে বলব ডাঃ রায়।"

অরুণ বলল, "যদি কষ্ট হয় নাই বা বললেন—"

ইভা নীরবে খানিক সমুদ্র তরঙ্গের দিকে চেয়ে রইল। তরঙ্গ থামে না, তার গতি চিরন্তন, একটি ওঠে, অপরটি পড়ে। তরঙ্গের এই পতন

বেদনার নয়, কারণ তার গতির সম্মুখে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। ইভা মনে মনে এই তত্ত্ব অনুভব করতে চেষ্টা করল।

তার জীবনে একটী ছেদ এসেছে। এ ছেদ তাকে ক্লীব করবে কেন, সে নূতনতর পরিস্থিতির দিকে নবতর আশায় চলবে। এই আশ্বাস তাকে শান্ত করল। ইভা বলতে আরম্ভ করল ঃ—

"ফিলিপের ও আমার জীবনের প্রথম দিনগুলি ছিল একটানা আনন্দের স্রোত—ছুটির দিন আমরা লুভর দেখতে যেতাম—এখানে পৃথিবীর সেরা রূপকারদের চিত্রমালা সংগৃহীত আছে—ফিলিপ আমাকে ছবি দেখাত আর তাদের মাধুর্য্য ব্যাখ্যা করত—"

অরুণ বলল, "লুভরের সব চেয়ে ভাল ছবি ত মোনালিসা ?"

ইভা উত্তর দিল,—"অনেকে তাই বলেন, মোনালিসার অঙ্কনে যে চাতুর্য্য আছে তা অননুকরণীয়, তার ধ্যানে, মনে শুচিতার ও পবিত্রতার ভাব জাগে, কিন্তু ফিলিপ এ ছবিকে বড় বলত না। সে ছিল নূতন স্কুলের পাণ্ডা—সে নূতন অঙ্কনরীতির প্রশংসা করত—তারই মর্য্যাদা দিত। আমাদের জীবন হয়ত এমনই আনন্দে কেটে যেত, কিন্তু রুথ এসেই বিপ্লব বাধাল।"

ইভা বলে চলল, "ফিলিপ যে আর্ট-স্কুলে পড়ত, রুথ সেই স্কুলের ছাত্রী—তার বাড়ী ইতালীতে, সে পরমা সুন্দরী নয়, কিন্তু তার আলাপে যেন যাদু ছিল, তাকে সাহায্য করতে গিয়ে ফিলিপ তার সাথে আলাপ করে—তারপর রুথ তার জীবনে মদের নেশার মত হয়ে উঠল। সময়ে অসময়ে সে রুথকে নিয়ে বেড়াতে যেতে লাগল, তাকে নিয়ে উদ্যান বিহার ও নৈশ বিহার করতে লাগল, লোকের কাণাঘুষায় সব কথা আমার কাণে এল—"

"তখন কি করলেন ?"

"খোলাখুলি ফিলিপকে বললাম ; সে বলল, এই ভালবাসা বন্যার মত তাকে পেয়ে বসেছে, সে চেষ্টা করছে ফিরতে, কিন্তু ফিরতে পারছে না, রুথ তাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে—সে ক্ষমা চাইল—"

"আপনি ক্ষমা করলেন ?"

"না, ক্ষমা করবার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়, আমি তাকে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা শোনালাম। ফিলিপ বলল, সে চেষ্টা করবে। আমার স্বামী অসরল ছিল না, কয়েক দিন চেষ্টা করল, আমাকেই নিয়ে সে ঘোরাফেরা করল, কিন্তু আবার তার ত্রুটি হল। আমি তাকে ভৎর্সনা করলাম—"

ফিলিপ নীরবে শুনল। সে বলল,—"আমি ত পরিত্রাণের কোনও পথই দেখি না—"

"আপনি কি করলেন ?"

"বন্ধু ও বান্ধবীদের পরামর্শ নিলাম। তারা বলল যেতে দেশান্তরে, তাদের পরামর্শ নিয়ে আমরা ইতালীতে এলাম। ইতালীতে মিলান, ফ্লোরেন্স, রোম সহরে আমরা সুখে এক বৎসর কাটালাম, ফিলিপ ইতালীয় চিত্রকরদের পদ্ধতি শিখে নিল। ইতালীতে তখন cubism খুব চলছে। ফিলিপের এই পদ্ধতির ছবিগুলি খুব প্রশংসা পেল, অর্থ ও সম্মান আমাদের দুজনকে উৎফুল্ল করে তুলল। কিন্তু এই সম্মানই আমার শণি হ'ল—"

"কেন ?"

রুথ খবর পেয়ে রোমে এসে আস্তানা গাড়ল, আমি তখন সন্তান-সম্ভাবিতা, ফিলিপের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারি না, তখন ফিলিপ নিরাপদে রুথের সঙ্গে প্রণয়াভিসার চালাতে লাগল—"

অরুণ কৌতূহলী হয়ে বলল—"আপনার সন্তান কোথায় ?"

ইভা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলল—"স্বর্গে।"

ইভা খানিক চুপ করে রইল।. প্রতি নারীর মধ্যে রয়েছে ঘুমন্ত জননী—আর তার বুকে রয়েছে অক্ষয় অমৃতধারা। এই অমৃত ধারাই যুগে যুগে মানব-শিশুকে ধাত্রীর মত লালন ও পালন করছে।

ইভা খানিক পরে আরম্ভ করল—"আমার একটী মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু দুমাসের মধ্যেই সে মারা গেল। শোকে ও দুঃখে যখন আমি বিহ্বল, তখন আমি বুঝলাম ফিলিপ আমায় ভালবাসে না—এ দুঃখ আমায় পেয়ে বসল, আমি তখন থেকে সন্দিগ্ধ হয়ে রইলাম, তারপর ফিলিপ ও রুথের প্রেমলীলা ধরে ফেললাম—এবার তাকে আমি আর রোষ চাপতে পারলাম না—আমি তখন অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে ফিলিপকে বললাম—"আজ থেকে তোমার ও আমার সম্বন্ধের শেষ হ'ল।"

ফিলিপ ক্ষমা চাইল। কিন্তু আমি বজ্রদৃঢ় হয়ে রইলাম। তারপর আমি সুইজারল্যাণ্ডে এক স্বাস্থ্যনিবাসে চলে গেলাম। ফিলিপ আমাকে অর্থ দিতে চাইল, আমি নিলাম না, বললাম,—"যে সম্বন্ধ ধর্ম্মের, সেখানে ব্যভিচার করে তুমি সম্বন্ধের শেষ করেছ—"

"আপনার কি করে চলল ?"

"সহায়-সম্পদহীন কপর্দ্দক শূন্য আমি নিরুপায় হয়ে বাবাকে সব লিখলাম, একমাত্র কন্যার অপরাধ পিতা ক্ষমা না করে থাকতে পারলেন না, তিনি এসে আমায় সান্ত্বনা দিলেন, আশ্রয় দিলেন—"

"তারপর ?"

"স্বাস্থ্যনিবাসে বৎসর খানেক থেকে আমি প্রাহাতে যাই—সেখানেই বাবার কাছে পুনরায় পড়াশোনা করছিলাম—"

"ফিলিপ কি এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল ?"

"না সে ক্ষমা চেয়ে আমায় নিতে এসেছিল, কিন্তু আমি আর যাইনি, বাবাও আমাকে যেতে পীড়াপীড়ি করেন নি—"

"কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের চেষ্টা করেন নি কেন ?"

"করিনি, তার কারণ তার জন্য অনেক কেলেঙ্কারি করতে হয়, আর তা ছাড়া আমি আর বিয়ে করতেও চাই নে—"

"কিন্তু সে কথা কি ঠিক, আপনার বয়স তরুণ, জীবনও দীর্ঘ, বাপও চিরকাল বাঁচবেন না—"

ইভা গম্ভীর ভাবে বলল, "সে দুর্ম্মতি যদি কখনও হয়, তবে অসুবিধা হবে না, ফিলিপ আর রুথ স্বামী-স্ত্রীভাবে জীবনযাপন করছে, আমিও সেইভাবে চলব—"

"তাতে আইনের বাধা আছে ত ?"

ইভা হাসতে হাসতে বলল, "তা আছে, আমি জানি আপনি ভীরু, এত বড় দুঃসাহস আপনার সইবে না, তাই আপনাকে জীবন-কথা শোনাতে ব্যগ্র ছিলাম—"

অরুণ অপ্রতিভ হ'ল—"এ ত ভীরুতা নয়, আইন সমাজ-প্রতিষ্ঠার মূল, তাকে সহসা প্রতিঘাত করা উচিতও নয়, সম্ভবও নয় ; কিন্তু আপনার ভারত-অভিযানের কথা বলেলন না—"

"বেশ সব শুনলেন যখন, তখন শেষটুকুও শুনুন—বাবা World's Fellowship of Faiths কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন—আমি তার সঙ্গে লণ্ডনে যাই—সেখানেই বেদানন্দ স্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়। তখন ভারতবর্ষ দেখবার ইচ্ছা হয়, বাবা স্বামীজীকে এ বিষয়ে বলে আমার ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন—তাই চলেছি ?"

"কেন ? নূতন স্বামীর সন্ধানে ? না পুরাতনের বেদনা ভুলতে ?"

অরুণের এই ধৃষ্টতায় ইভা রুষ্ট হল না, সে হাসি মুখেই বলল—"মন্দ কি, যা বরাতে জোটে তাই ভাল, কিন্তু আপনি এখন পিছপা হচ্ছেন ত ?"

অরুণ ব্যথিত স্বরে বলল—"আপনি কি আমায় অমানুষ মনে করেন ?"

ইভা তার আয়ত চক্ষু অরুণের মুখের উপর নিবদ্ধ করে চেয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না—।

অবশেষে অরুণ বলল—"ইভা আমি তোমায় সত্যিকার ভালবাসি—এটা মোহ নয়, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমায় ভাবতে দেবে—"

ইভা হাসতে হাসতে বলল, "ভাবুন, ভাবনার পথে কোন বাধাই নেই—তবে যতদিন ভাবনা না শেষ হয়, ততদিন উচ্ছ্বাস বন্ধ করবেন ত ?"

অরুণ মুগ্ধ স্বরে বলল—"তুমি খুব নিষ্ঠুর—"

ইভা বলল, "সে যাক, এইবার আপনার কথা বলুন—"

অরুণ বলল,—"বলছি, হাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার জীবনেও একটী ইতিহাস আছে—সেটা আপনার শোনা উচিত—"

ইভা বলল—"বলুন, আমি ত উৎসুক শ্রোতা হয়েই বসে আছি।"

"বাংলাদেশের এক পাড়াগাঁয়ে আমার জন্ম, কলকাতার নাম শুনেছেন, তার খুবই কাছে গঙ্গার তীরে। আমরা দুটি ভাই, আমি ছোট। ছোট বয়স থেকেই আমি অত্যন্ত দুরন্ত ছিলাম, আমি যা মনে করব, তাতে আমার অভ্রান্ত অধিকার, এই ছিল আমার ধারণা। দাদার সঙ্গে অহর্নিশ কলহ ছিল স্বাভাবিক। পড়াশোনার চেয়ে বাইরের আমোদে

আমার অখণ্ড মনোযোগ ছিল। দুপুর রাত্রে পরের গাছ থেকে নারিকেল চুরি করে খাওয়া, নৌকা বেয়ে দূরে যাওয়া, অপরের সঙ্গে মারামারি করে বিজয়লাভ, এই ছিল আমার আনন্দের জিনিষ। লেখাপড়া হবে না বলে বাবা মামাবাড়ী পাঠালেন, ইছামতী নদীর ধারে ছোট একটা মহকুমায় মামাবাড়ী, সেখান থেকে আমি ম্যাট্রিক পাশ করি—আঠারো বৎসর বয়সে।

এই অল্প বয়সেই জগতের সঙ্গে আমার অনেক পরিচয় হয়েছিল। যে সব ছেলে কেবল বই নিয়ে থাকে আমি তাদের দলে ছিলাম না। নানা রকমের মানুষের সঙ্গে মিশে আমি পৃথিবীকে চিনতে শিখেছিলাম। এই সময় থেকেই আমি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি। প্রথমে বাংলা-দেশের বিচিত্র নিসর্গ মাধুর্য্য নিয়েই লিখি ; তাছাড়া আমার এক বন্ধুর ভগিনীকে আমি ভালবাসতে আরম্ভ করি—এ একেবারে কামগন্ধহীন নৈর্ব্যক্তিক ভালবাসা—"

ইভা হাসল, বলল, "তা কি কখনও সম্ভব, এই কিশোর প্রেমও কামনার দাবদাহ।"

অরুণ বলল—"আজকের তিক্ত মন দিয়ে তাই মনে হয়, কিন্তু সেই কিশোরের স্মৃতি আজও যেন হৃদয়ে ভাসছে—জীবনে যদি নির্ম্মল কিছু থাকে, তবে সে নির্ম্মলতায় এই প্রেম পরিপূর্ণ ছিল, এ ঠিক প্রভাতের জ্যোতিঃ, নূতন ফুলের কুঁড়ি, দখিণ হাওয়ার প্রথম পরশ—"

ইভা বলল, "কিন্তু শুনেছি আপনাদের দেশের জীবনে প্রেমের স্থান নেই—"

"তা নেই, এ শুধু দূরের আহ্বান। তখন একটা কবিতা লিখে-ছিলাম সেটা আপনাকে শোনাব—"

"বলুন"

"তোমায় আমি দেখতে পেলেম
কল্পলোকের সুন্দরী !
জ্যোছনা ফুলের বেশে হঠাৎ
উঠলে তুমি মুঞ্জরি।

নীল আকাশের মেঘের মালায়,
এলিয়ে কালো চুলের রাশি,
স্বপ্ন-দেখা ছবির মত
হঠাৎ তুমি উঠলে হাসি।

ফুল ফুটেছে বনে বনে,
অর্ঘ্য সে যে চরণ তলে।
লক্ষ তারা বুকের পরে
মণির মত কেবল জ্বলে।

কে বলেরে মিথ্যা ছবি
কল্পনাতে সঞ্চরে ?
দেখতে পেলেম সত্য আজি,
জ্যোৎস্নারাতের অন্তরে।
নূপুর ধ্বনি বাজে তোমার,
মহাকালের মন্দিরে,
মূর্চ্ছনা তার ভুলায় ওরে
তোমার প্রেমের বন্দীরে।

স্বপ্ন নহে, মিথ্যা নহে,
শুধু নয়রে কল্পনা
নয়রে শুধু অলস রাতের
ভুল ভরানো জল্পনা।
তোমায় আমি ভালবাসি
সে যে আমার গোপন কথা,
স্পর্দ্ধা হলেও দেয়না সেত,
দেয়না কারেও একটু ব্যথা।
কবির মনের রসের ধারায়
যদি তোমায় সিক্ত করি,
ক্ষতি কিসের যদি তোমায়
ভাবের মাঝেই বরণ করি!
তোমায় আমি দেখতে পেলেম
কল্পলোকের স্থন্দরী,
আমার বুকের গোপন দলে
উঠলে হঠাৎ মুঞ্জরি।
ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ আমি
পেলেম ভূমার স্পর্শরে,
কোথায় রাখি আনন্দ সে
কোথায় রাখি হর্ষরে?
বৃহৎ জাগে মনের কোণে,
জাগে নূতন রঙ্গরসে,
স্বর্গ থেকে অমৃত যে
এলরে আজ হাতের বশে।

ভুল করেছি কে বলেরে ?
স্বরের ধারা গুঞ্জরে,
প্রেমের পথে আজকে পেলেম
সত্য শিব সুন্দরে।

ইভা বলল, "এ কথা যদি সত্যিকারের অনুভূতি হয়, তবে নিশ্চয়ই বলব তখনকার প্রেম শুধু স্বপ্ন দেখা ছবির প্রতি ছিল—"

অরুণ উত্তর দিল, "সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, আমাদের দেশে কুমার ও কুমারী, যুবক ও যুবতী সত্য প্রেম করবার অবকাশ পায় না, তাই তাদের প্রেমের কবিতা কেবল ছায়া-লোকের রহস্যে রসায়িত।"

"কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আপনাদের দুর্ভাগ্য।"

"তা স্বীকার করি, মানব জাতির অর্দ্ধেককে আমরা আমাদের সাধারণ জীবনের বাইরে রেখেছি, ফলে আমাদের সামাজিক জীবন রসহীন ও শুষ্ক হয়ে উঠেছে—য়ুরোপে নর ও নারীর এই যে সাধারণ সংযোগ, এটা আমার খুব ভাল লাগে। এর ফলে কোথাও কোথাও ট্রাজেডি ঘটে, কিন্তু সেরূপ আমাদের দেশেও ঘটে।"

"তাই বুঝি আপনি য়ুরোপীয় মহিলা বিয়ে করতে কৃতসংকল্প ?"

"তা সত্য, মেয়েদের মধ্যে য়ুরোপে যে স্বচ্ছ স্বাধীনতা দেখেছি, তা আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে, আমার শ্রদ্ধা একান্তই আন্তরিক—"

"কিন্তু তাহলে এতদিন ধরে য়ুরোপে আপনার শ্রদ্ধা বন্ধ্যা হয়ে রইল কেন—"

অরুণ লজ্জিত হয়ে বলল,—"নানা মেয়ের সাথে য়ুরোপে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, তাই সমস্ত বন্ধুত্বের ইতিহাস আপনাকে জানাব—"

"তবে দেরী করছেন কেন ?"

"বলছি ক্রমানুসারে। ম্যাট্রিক পাশ করে আমি বিলাত যাবার জন্য বায়না ধরলাম, অভিভাবকেরা আমাকে পাঠাতে নারাজ, কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা, অবশেষে দুরন্তের দুরন্তপনার জয় হল। আমি মঙ্গোলিয়া জাহাজে লণ্ডনে রওনা হলাম—জাহাজেই একজন তরুণীর সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়—"

"আপনি দেখছি ভাগ্যবান।"

"তা বলতে পারেন, আপনি তাকে দেখেছেন—সে রোজি বলডোরা।"

ইভা চুপ করে রোজি বলডোরার ক্ষণ-পরিচয়ের স্মৃতি উদ্ধার করতে বসল।

"রোজি বলডোরার কাহিনী আপনাকে বলব না, কারণ তাকে আপনি দেখেছেন। আজ সে গৃহিণী, কিন্তু আমি যখন তাকে দেখেছিলাম, তখন তার তন্বী দেহে স্থির প্রদীপের মত স্বচ্ছন্দ ঔজ্জ্বল্য ছিল, তার উজ্জ্বল হৃদয়াবেগ দিয়ে সে বসুধাকে আত্মীয় বলে মনে করত, কিন্তু সে ছিল আমার মমতাময়ী বান্ধবী—"

ইভা সকৌতুকে প্রশ্ন করল, "আর কিছু নয় ?"

"ওর দিক থেকে হয়ত ছিল, ওর সৌম্য শ্রীর মাঝে হঠাৎ অপরিমেয় বিদ্যুৎদীপ্তি দেখেছি, সে নিশ্চয়ই প্রেমেরই অপরিমেয় বেদনা, কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারিনি।"

"কেন ?"

"রোজির চারিদিকে ছিল অসামান্য মর্য্যাদা, সেই মর্য্যাদাই হয়ত আমাকে দৃঢ় করেছে। আমি তাকে শ্রদ্ধা করেছি, আমি তাকে সম্মান করেছি, কিন্তু তাকে ভালবাসতে পারিনি—"

"প্রথম ভালবাসলেন কাকে ?"

"সেই কথাই বলব। বাড়ীতে অভাব ছিল না, তাই নানামুখী প্রচেষ্টার মধ্যে আমি নিজেকে নিযুক্ত করতে পেরেছিলাম। অক্সফোর্ডে তখন আমি বি, এ পড়ছি—সেখানে ফেলিসিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়। রোজির মত তার তীক্ষ্ণ ধী ছিল না, সে প্রভাতের মতই স্নিগ্ধ সুন্দর; তার মধ্যে সদম্ভ আড়ম্বর ছিল না, তাই তাকে আমি খুব ভালবেসেছিলাম।"

"তার বৈশিষ্ট্য ছিল কি?"

অরুণ ইভার দিকে চাইল, তার আয়ত চক্ষুর বাতায়নে কোনও ইঙ্গিতের ছায়া পড়েছে কিনা, সেইটাই দেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু রহস্যময়ীর অন্তর সে অনুভব করতে পারল না। সে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে চলল—

"ফেলিসিয়া প্রাণময়ী ছিল, কিন্তু তার মধ্যে উদ্দাম গতিবেগ ছিল না; তার শান্ত মুখশ্রী, তার নম্র মৃদু চাহনি, তার প্রসন্ন মিতভাষিতা তাকে ভারতীয়া কুমারীর মত লজ্জাশীলা করে তুলত। প্রথম যৌবনে বিদেশী আকাশের ধূসর ছায়ায় বোধ হয় এইটাই আমায় মুগ্ধ করেছিল। আমরা দুজনে পলিটিক্স্ পড়তাম। ফেলিসিয়া সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ নর ও নারীর মতবাদ সমর্থন করত না, তার মত ছিল উদার। সে বলত ভারতকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ করবার গুরু কর্ত্তব্য বৃটেনের। বৃটিশ যদি বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক মহিমাময় ঐক্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, তবেই সে কর্ত্তব্য পালন করবে, অন্যথায় নয়। অবশ্য এই মতবাদ উদারনৈতিক অনেক রাজনীতিকের ও রাষ্ট্রনায়কের লেখায় আমরা প্রতিধ্বনিত দেখি; কিন্তু এই শান্ত, স্নেহময়ী তরুণীর মুখে সেটা মোহময় হয়ে আমার মনকে শীতল করত।"

ইভা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তা হলে এটা শুধু ছিল সাহচর্য্যের প্রীতি, প্রেমরসে এটা রসায়িত হয়নি!"

"অবশ্য একে আপনি কি নাম দেবেন জানি না, আমার মনে হয় সত্যকার প্রেমের স্পর্শ ফেলিসিয়াই আমাকে দেয়। সে বিদ্যুৎ জ্বালাময়ী ছিল না, আপনাকে সে ঝর্ণার মত ছড়িয়ে দিত না। আপন স্নিগ্ধতার আড়ালেই সে যেন লজ্জাবতীর মত লুকিয়ে থাকত, তবু তার কাছেই আমার প্রেমের হাতেখড়ি।"

ইভা প্রশ্ন করল—"এটা কি দৈহিক না প্লেটোনিক ?"

অরুণ লজ্জিত হয়। যে আদিম দুর্নিবার আকাঙ্খা মানুষকে নিত্যকাল পাগল করেছে, তাকে সে জানে। মানুষের চেতনায় সে তীব্র সুরার মত জ্বালা ধরায়, কিন্তু তার এই বয়ঃসন্ধির যুগের প্রেম দেহহীন ছিল বলেই কি তা অবাস্তব, তা প্লেটোনিক ? প্রেমের যে অসীমতা জীবনে এক মুহূর্ত্তে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, সেই অসীমতার স্পর্শ সে পেয়েছিল ফেলিসিয়ার সংস্পর্শে।

সেদিনের কথা মনে পড়ে। সিনেমা দেখে তারা দুজনে নদীর পারের মেপল কুঞ্জে বেড়াচ্ছিল। তারা কথা বলেনি, একটী বেঞ্চে পাশাপাশি বসে চুপ করে ছিল। অনেক রাত্রে যখন বাসায় ফিরবার কথা মনে পড়ল—অরুণ একটি চুম্বন ভিক্ষা করতে গিয়েছিল। সেই অমৃতের আস্বাদ তাকে অনুভূতির গভীরতায় এক মুহূর্ত্তেই রসলোকের নিবিড়তম মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করেছিল। ইহাকে কি অরুণ তুচ্ছ বলতে পারে ?"

একটি নিমেষ। কালের মহাযাত্রার ইতিহাসে কেহ তাহাকে রঙে, রূপে রূপায়িত করেনি, সে যেন ধূপের মত একবার জ্বলেই মহাশূন্যতায় পরিনির্ব্বাণ লাভ করেছে, তবু তার সত্তার এই অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, অনুপম জাগরণের স্মৃতিকে সে কি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি দিয়ে বিচার করবে ?

না, এ যে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি, এ যে তার জীবনের পরমতম অনুভূতি।

কিন্তু ইভার প্রশ্নের উত্তর দিল, "এ ছিল প্রেমের প্রথম স্ফুরণ—এ শুধু নীলাভ আকাশের দিগন্ত-লীন ছায়ার মত, তাকে দেখা যায়, পাওয়া যায় না—"

"আবার কবিত্ব করছেন?"

"কবিত্ব নয়, সত্য। আমাদের পলিটিক্‌সের চর্চ্চাই চলত, প্রেমের চর্চ্চা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় রাজনীতি নিয়ে ফেলিসিয়া একটা থীসিস লিখছিল, তাই নিয়ে সে প্রত্যহই আমার সঙ্গে আলোচনা করত।"

"তার কারণ?"

"সে বলত, য়ুরোপীয় মানুষের মনের কাঠামো অনেকটা একরকম, আর বিদেশী তাদের পরিণতির ইতিহাসকে কি চক্ষে দেখে সেটা জানলে অপক্ষপাত বিচারের সম্ভাবনা বেশী—"

"আপনার সাহায্য তার কাজে লেগেছিল কি?"

"তা কিছু লেগেছিল বলতে পারেন, সে কেবল অর্থ-নৈতিক টেকনিকের উপর জোর দিয়েছিল, সে বলতে চেয়েছিল, য়ুরোপীয় সভ্যতার বিকাশের যান্ত্রিকতাই মূল কারণ, আমি তার এই ভুলের সংশোধন করেছিলাম—আমি বলেছিলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠত্ব তার ডেমোক্রাটিক মতবাদে।"

"ফেলিসিয়া কি ডিগ্রি পেয়েছিল?"

"হাঁ ডিগ্রি নিয়ে সে অধ্যাপিকা হয়েছে—আমি অক্সফোর্ডের ডি ফিল না পেয়ে বার-অ্যাট-ল হতে গেলাম, কিন্তু বছর তিনেক ডিনার খেয়েও আইনের উপর আমার আসক্তি হল না—আমি পরীক্ষা না দিয়ে জার্ম্মাণীতে চলে গেলাম—"

"লণ্ডনের জীবনে কি কিউপিড চুপ করে রইলেন ?"

ইভার শান্ত নয়নে উচ্ছল কৌতুক, তার স্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। অরুণ উত্তর দিল, "নদী তীরে কখনও পড়ন্ত রৌদ্রের আলোছায়ার খেলা দেখেছেন কি ?"

"কেন ?"

"পূব তীর পড়ন্ত সূর্য্যের আলোয় ঝলমল, পশ্চিম তীর ছায়াচ্ছন্ন, শরতের গোধূলির এই মাধুর্য্য কেবল ভারতের গঙ্গাতীরেই আমি দেখেছি—"

"য়ুরোপে নীল ডানিয়ুবেও দেখা যায়।"

"যায় হয়ত, কিন্তু বাংলার শ্যামল বনস্পতির নয়নাভিরাম মাধুর্য্য পাবেন কোথায় ? অনেক বান্ধবী, অনেক সঙ্গী জুটেছিল, তারা আমার জীবনে দাগ রেখে গেছে। তাদের নানাজনের নানা রূপ, কেউ ঝর্ণার মত চঞ্চলা, কেউ রাত্রির মত স্নিগ্ধা, কেউ উল্কার মত হঠাৎ আন্দোলন করে, কেউ স্থির নক্ষত্রের মত স্তিমিত জ্যোতিতে দীপ্তিময়, তাদের কথা আজ আর বলব না—তাদের সকলের নিকট আমি ঋণী—"

"কিসের ঋণ ?"

"ঋণ ? বিকাশের পথে তারা আমার সহায়, জীবনের পরিচয়ে তারা আমার উপদেষ্টা—মানুষে মানুষে অনন্ত বৈচিত্র্য রয়েছে, একথা আমরা কেমন করে ভুলি ? এরা বিচিত্রবর্ণ ঋতু-পুষ্পের মত আমার জীবন অঙ্গনকে কিছুদিনের জন্য রঞ্জিত ও শোভিত করেছিলেন, তাই এদের প্রীতিকে আজ শ্রদ্ধায় স্মরণ করি—"

"তাহলে জার্ম্মাণীর কথা বলুন।"

"হাঁ তাই বলব, আর বলব আমার বাগ্দত্তা বধূ হেলেনের কথা ?"

ইভা আপন অজ্ঞাতেই যেন বলে উঠল—"বাগ্দত্তা !"

অরুণ অচঞ্চল কণ্ঠে জবাব দিল, "হাঁ, আমি যে অধ্যাপকের কাছে থীসিস লিখেছি, হেলেন তারই মেয়ে, দিনে দিনে সে স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে আমায় নাগপাশে বেঁধে ফেলে, তাই অবশেষে তাকে আমি বিয়ে করব বলে বিদায় নিয়ে এসেছি ?"

"তবু প্রেম-চর্চ্চা ছাড়েন নি ?"

ইভার ভৎর্সনা অরুণকে বিক্ষুব্ধ করল, সে বলল—"ছাড়িনি বললে হয়ত ভুল হবে, আমায় ছাড়তে দেয়নি বলতে পারেন—"

"তার মানে ?"

"আপনি আমায় আকর্ষণ করেছেন, সে আকর্ষণ আমি এড়াতে পারিনি—আমি কস্তুরী-গন্ধলোভী মৃগের মত অন্ধ হয়ে কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছি—"

যুবতী নারী পুরুষের স্তুতি চিরকালই পছন্দ করে। স্তবে দেবতারা মুগ্ধ, সামান্যা মানবী তাকে অবজ্ঞা করবে কি করে। ইভা তাই প্রসন্ন চিত্তে বলল—"তাহলে আপনি আত্মস্থ হন, বলুন হেলেনের কথা—"

"বলবার কথা বোধ হয় বেশী নেই—প্রতিদিন আমি অধ্যাপকের ওখানে যেতাম, হেলেন আমাদের রোজ চা দিত, তারপর অধ্যাপক ছুটির দিন হেলেনকে নিয়ে বেড়াতে যেতে বলতেন, আমরা দুজনে ট্রামে করে সহর ছাড়িয়ে গ্রামে চলে যেতাম, সেখানে ঝর্ণার ধারে, বন-গুল্মের মাঝে, প্রকৃতির সাহচর্য্যে আমাদের ভালবাসা বেড়ে উঠল, আমি ওকে বিয়ে করতে চাইলাম—হেলেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করেছিল,

বলল, তোমার পরিবারের সম্মতি নিয়েছ—আমায় বলতে হল, তাদের বোধ হয় সম্মতি পাব না—তখন সে বলল, তাহলে আমাদের প্রেম থাকবে কেবল স্মৃতি হয়ে—”

“স্মৃতি হ'য়ে ?”

“হাঁ, হেলেনের মধ্যে রয়েছে কাব্য-পড়া ভাবালুতা, সে বলত, এ প্রেম থাকবে মুহূর্ত্তের আনন্দের স্মৃতি, যে আনন্দ আমরা হঠাৎ দেখা পাই, অলক্ষিত জীবনের একটী শুভক্ষণে যে আনন্দ আমাদের হঠাৎ ফুটে ওঠে, আর জীবনকে মধুর করে তোলে।”

ইভা প্রশ্ন করল—“এমন আনন্দ কি আপনি জীবনে পেয়েছেন ?”

“পেয়েছি, সেবার এবার্ডিন সহরে ছুটির সময়ে সমুদ্রতীরে বেড়াচ্ছিলাম—উত্তর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কূলে আছড়িয়ে পড়ছিল। একটা ভ্যারাইটি সো চলছিল, তাতে যাব—হঠাৎ আমার অনুভব হল, যে পৃথিবীতে বিদ্যা ও বিত্ত সব নয়, সব চেয়ে বড় আনন্দের স্পর্শ—”

ইভা তর্ক করল না, অরুণের দিকে চেয়ে রইল। অরুণও চুপ করে চেয়ে রইল।

অনেক পরে ইভা বলল—“অনেক রাত হয়ে গেছে।”

“হাঁ, আমিও উপসংহার করছি, হেলেন বলল আমাকে গৃহে গিয়ে স্বজনের অনুমতি নিতে—কিন্তু আমি জানি সে সম্ভব নয়, তারা আমার জন্য ঠিক করছে শ্যামা বাঙ্গালী মেয়ে, যে কথা কইবে না, নীরবে পতি-দেবতার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে দেবে—”

“তাই হেলেনের আশায় নিরাশ হয়ে আমার প্রতি অত্যাচার করতে বসেছেন—”

“অত্যাচার !—”

অরুণ উঠে দাঁড়াল ; তারপর বিপুল আগ্রহে ইভাকে বক্ষে টেনে নিয়ে বলল—"ইভা, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, কিন্তু তুমি আমায় যাদু করেছ ; বল, একটিবার বল তুমি আমায় ভালবাস—"

ইভা আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে বলল, "রাত বারটা হয়ে গেছে, এখন মানুষের ঘুমাবার সময়, এখন চলে প্রেতের লীলাখেলা—"

অরুণ বলল—"তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করছ—"

ইভা হাসতে হাসতে বলল—"প্রত্যাখ্যান নয়, বলছি আপনার ব্যবহার এখন ভৌতিক হয়ে উঠছে—"

অরুণ কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ইভা বলল, "যান, শুতে যান, মানুষের মধ্যে পশুও আছে, দেবতাও আছে, দেবতাকে জাগাতে চেষ্টা করুন—"

"কিন্তু তুমি কি আমার সহায় হবে না—"

ইভা বলল—"না আর একটি কথাও নয়—চলুন।"

ইভার ঘুম ভাঙ্গল প্রত্যূষের আলো ছায়ার মজলিসের মাঝে। সে উদাস অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তার আজ আর উঠতেই ইচ্ছা করে না—লেপের ভিতর আরামেই ঘুমাতে ইচ্ছে করে। হাত পা-গুলি যেন ভারি হয়ে উঠেছে। তার নিজের নিকটেই লজ্জা লাগে। তার চঞ্চল উৎসাহ আজ কোথায় ?

যৌবনের যে গতি মানুষের অঙ্গে জাগায় উন্মাদনা, তা যেন আজ নিশ্চল হয়ে গেছে। আজ যেন সে স্থবির বৃদ্ধ। এই পরিণতির কারণ ভাবতে বসল সে। অরুণের স্তাবকতা তার মনে যে পুলক জাগাচ্ছিল, সেটা নিঃশেষ হয়ে গেছে বলেই কি এই দুঃখ ? ইভা ভেবে ঠিক করতে পারে না।

আজ একান্ত আরামে চুপ করে থাকতে ইচ্ছা করছে। অনেক কষ্টে ও মানসিক অধ্যবসায়ের পর সে উঠে বসল। সামনের আয়নার দিকে

তার নজর পড়ল। তার মুখ যেন শ্রীহীন মরুর মত পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। ইভা উঠল, ধীরে ধীরে তার কেশদামে চিরুণী ও ব্রাস বুলিয়ে নিল, তারপর ড্রেসিং গাউন পরে স্নানাগারে গেল।

স্নানের শেষে সে যেন নবচৈতন্য নিয়ে জাগল। তার মুখে ফিরে এল লাবণ্য, তার দেহে জাগল সাড়া। তার মনে পড়ল, আজ বেদানন্দের কাছে হবে তার বৈদিক দীক্ষা।

সে ভাবতে বসল। প্রেমের আহ্বানকে সে আর মানবে না—সে এবার বৃহৎকেই বরণ করবে। সে স্বইচ টিপল, পরিচারিকাকে তার প্রাতঃরাশ ঘরেই দিতে বলল।

তারপর শুচিসৌম্য ক্ষৌমবাস পরে সে বেদানন্দের কাছে গেল। বেদানন্দ দেখে বললেন, 'স্বস্তি'। ইভাও বলল—'স্বস্তি'। তারপর ওদের আলোচনা চলল। ইভা প্রশ্ন করল,—"কালকের মৃত্যু আমাকে বিচলিত করেছে, আমি সত্যকে জানতে চাই—আমায় আপনি উপদেশ দিন—"

বেদানন্দ হাসল, বলল, "দর্শনের আরম্ভ এই জিজ্ঞাসায়, পশুর এই ভাবনা নেই, তার জীবন প্রেরণায় এবং ইচ্ছায়, সে তর্ক করে না, মানুষ কেবল ভেসে চলেই তৃপ্ত নয়, সে চায় সমস্যার সমাধান। পৃথিবীর আধি, ব্যাধি, দুঃখ ও মৃত্যু তাকে ভাবিত করে, তাকে কৌতূহলী করে। সে বুঝতে পারে পৃথিবীর জীবন শান্ত ও অপূর্ণ, তখন সে পরিপূর্ণতাকে চায়, যা পেলে সমস্ত খণ্ডতার বেদনা নিঃশেষ হবে—"

ইভা বলল—"এই পরিপূর্ণতার সন্ধান কি ঋষিরা পেয়েছিলেন?"

"পেয়েছিলেন বলেই তারা তারস্বরে বলতে পেরেছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
যমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥

এই স্ফূর্ত্তি আবিষ্কারের, এটা সন্দেহ-দোদুল জল্পনা নয়।"

ইভা বলল, "আমাকে আপনি বুঝিয়ে বলুন।"

"বলব, পরম সত্তার স্বরূপ জানা চাই, তবেই তোমার প্রশ্নের সমাধান মিলবে—"

ইভা বলল, "অরুণ বাবু অবিশ্বাসী, তিনি বলেন, বিজ্ঞানীরাই পৃথিবীর সমস্ত আর্ত্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে, তারাই বিশ্বমানবের জন্য লক্ষ্মীর প্রসাদ আনতে পারবে—তিনি ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে অবিশ্বাস করেন, সন্দেহ করেন, ভারতবর্ষের পতনের মূল বলে মনে করেন।"

বেদানন্দ বলল, "রাজনৈতিক তর্ক করব না, তবে এটা ঠিক, তথা-কথিত বিজ্ঞান বা ধর্ম্ম মানুষকে সত্যের সাক্ষাৎকার করতে দেয় না, বিজ্ঞান খণ্ডকে নিয়েই মত্ত, অখণ্ডকে জানবার ধৈর্য্য তার কোথাও নেই; ধর্ম্ম আশ্রয়, কিন্তু বুদ্ধির নয়, ভক্তির; তাই সেও জড়িয়ে পড়ে অর্থহীন আচারে ও কুসংস্কারে; মানুষকে বাঁচতে হলে চাই দর্শনে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম—"

"সেটা কি কখনও সম্ভব?"

"উপনিষদের যুগে সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়, তবে এটা স্বীকার করব, উপনিষদের সেই সারল্য মানুষকে তৃপ্ত করেনি, মানুষ তার চার-পাশে আড়ম্বর জড় করেছিল; কিন্তু আমরা প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি—পরমতম সত্তার কথায় ফেরা যাক—"

এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদের গল্পটা খুব চমৎকার—"

ইভা সোৎসুক হয়ে বলল—"গল্পটা তাহলে বলুন—"

"বলছি, মানুষ চেয়েছে তার অধ্যাত্ম চিন্তায় এমন একটা স্থিতি, যার ভিত্তিতে সমস্তকে সে সুসঙ্গতভাবে দেখতে পারে—একেই বলা হয়েছে

ব্রাহ্মীস্থিতি। বরুণ ঋষির পুত্র ভৃগু সন্ধানী মানুষ। তিনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হয়েও তৃপ্ত ন'ন, পিতাকে এসে ধরলেন। পিতা বললেন, ব্রহ্মকে জান, তাকে জানলেই সব জানা হয়। পুত্র ব্রহ্মের স্বরূপ জানতে চাইলেন—পিতা বললেন—যা থেকে সমস্ত জাত হয়, জাত হয়ে যাতে সকল সঞ্জীবিত থাকে, এবং মরণে যাতে সমস্ত লীন হয়, তাই চরম সত্তা তাকেই জানো—"

"এই সোজা কথাটি ত বুঝি, কিন্তু এইটুকু বুঝলেই ত তৃপ্তি হয় না—"

"না, মা, এত সহজ নয়, আবৃত্তি অধিগম নয়, এ তত্ত্ব অনুভব করতে চাই কঠোর মনন, অনিবৃত্ত ধ্যান, আর ঐকান্তিক অনুশীলন। বরুণ তাই পুত্রকে বললেন—তপস্যা কর, তপস্যায় এই সত্য প্রতিভাত হ'বে।"

ইভার চিত্তে যেন বৈদ্যুতিক স্পর্শ জাগে। তপস্যা, কি সুন্দর আদর্শ! সে অভিভূত হয়। বৃহৎকে মানুষ যদি সহজে পায়, তাহলে তার মর্য্যাদা কোথায়, তার জন্য চাই তপস্যা। ইভার চোখে-মুখে আনন্দের জ্যোতি ছড়িয়ে গেল, সে পুলকিত বিস্ময়ে বলল—"সত্যি ?"

এটা প্রশ্ন নয়, সত্যদৃষ্টির অভিব্যক্তি। বেদানন্দ তা না বুঝে বললেন—"আমাদের সাধনার এই ত বৈশিষ্ট্য মা—ঋষিরা বলেছেন তপস্যায় অসম্ভব সম্ভব হয়! এ নিয়ে কত অলৌকিক গল্প পুরাণে রচিত হয়েছে—"

"সে কথা থাক, ভৃগু-বারুণী সংবাদ বলুন।"

"পুত্র তপস্যায় গেলেন, অনেক চিন্তার পর ভৃগু ভাবলেন, অন্নই এই সার বস্তু, কারণ অন্ন থেকে সব উৎপন্ন হয়, আবার অন্নেই সকল মেলে—এই অন্নকে তোমাদের কথায় বলতে পার Matter—"

ইভা বলল—"এটা তাহলে Material explanation of the world ?"

বেদানন্দ বলল—"ঠিক তাই, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় জড় এবং জড়শক্তিই পৃথিবীর মূল বস্তু, পৃথিবীর বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে এই জড়পদার্থ।"

"পিতা বললেন—'না, আরও যাও।' পুত্র পুনরায় তপস্যায় বসলেন—জড় ত সকলের ব্যাখ্যা করতে পারে না, চৈতন্যের তত্ত্ব তার অধিকারের বাইরে, অনেক চিন্তায় পুত্র স্থির করলেন—প্রাণই বোধ হয় ব্রহ্ম। জড় রয়েছে প্রাণের প্রকাশের জন্য, জড়কে অবলম্বন করেই প্রাণের প্রকাশ। বরুণ কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নন। জড় ও প্রাণ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ, কিন্তু এটাও শেষ নয়। বরুণ পুনরায় পুত্রকে বললেন—'তপস্থায় যেতে।'

ইভা আশ্চর্য্য হয়ে বলল, "অন্ন ও প্রাণের এই সব কথা যারা ভেবেছিলেন, তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষুরধার—"

বেদানন্দ বলল, "এগুলি ঠিক বুদ্ধির ফল নয়, নির্ম্মল চিত্তদর্পণে এরা প্রতিভাসিত হয়েছে, ঋষিদের সত্যপিপাসু পবিত্র হৃদয়ে সত্য শতদলের মত আপনা আপনি ফুটেছে বললেই বোধ হয় জিনিষটি ঠিক বুঝানো হবে—"

ইভা এই কথাটি বুঝতে চেষ্টা করল।

বেদানন্দ আরম্ভ করলেন—"পুত্র তপস্যা থেকে ফিরে বললেন, 'মনই ব্রহ্ম'। পিতা বললেন, 'এটাও শেষ নয়, আরও যাও'। পুত্র পুনরায় তপস্থায় ব্রতী হলেন। গভীর অনুধ্যানে এবং অভিনিবেশে তিনি বুঝলেন যে মনই সব নয়, মানুষের বুদ্ধি রয়েছে। একে উপনিষদের ঋষি নাম দিয়েছেন বিজ্ঞান, মন অনুভব করে, বিজ্ঞান বিচার করে, বিশ্লেষণ করে। কিন্তু পিতা এতেও তৃপ্ত হলেন না। পুত্রকে বললেন—'সন্ধান করো—' পুত্রের তপস্থা চলল অবিরাম—শেষকালে সন্ধান পেলেন—"

"কি সমাধান পেলেন?"

"তিনি জানলেন আনন্দই চরম তত্ত্ব, আনন্দ থেকে ভূতগ্রাম জন্মলাভ করছে, আনন্দের মধ্যে তারা জীবনধারণ করে, আবার অন্তিমে তারা আনন্দেই প্রলীন হয়—"

"এটা হৃদয়ঙ্গম করা মুস্কিল—"

"মুস্কিল বই কি মা, নীলাম্বুর দূরতটরেখা দিগন্তে বিলীন, তীরের পথিক কি তার সন্ধান পায় ? সন্ধান নিতে হলে হতে হবে দুঃসাহসী যাত্রী, অকূলে পাড়ি দিতে হবে—ভারতীয় সাধনার এই কঠিনতম তত্ত্ব কি অল্পেই তুমি গ্রহণ করতে পারবে ! আনন্দ রস। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সে রস বিশ্বে রূপায়িত হয়ে উঠছে, মূর্ত্তি ধরছে। খণ্ডকে, বিচ্ছিন্নকে দূর করে যখন আমরা এই অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন পূর্ণতম আনন্দকে অনুধাবন করতে পারি, তখন সমস্ত জ্বালা নিঃশেষ হয়, সমস্ত বিক্ষোভ শান্ত হয়, তখন আমরা সৃষ্টির ছন্দ ধরতে পারি, তখন আমরা অভয় হই, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হই—"

ইভা বলল, "তাহলে আপনি বলতে চান Reality আনন্দ, তাকে জানলেই আমরা শান্তি পেতে পারি ?"

বেদানন্দ বলল, "হাঁ মা, এই অসীম আনন্দই তত্ত্বের অবধি, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। জড়ের মধ্যে রয়েছে প্রাণ, প্রাণকে দীপ্ত করে মন, মনের সীমা বুদ্ধি, বুদ্ধির অন্তরতম ধন আনন্দ। যাকে জানলে সব জানা যায়, যাকে বুঝলে সব বোঝা যায়, সে হল আনন্দ। এ কি তুমি বুঝতে পারছ মা ?"

ইভার মনে চিন্তার মহোৎসব। মুখে তাদের প্রকাশ বিচিত্র রেখার কুঞ্চন আকুঞ্চনে ধরা দেয়। সে খানিক চুপ করে বলল—"ঠিক ধরতে পারছিনে, স্বামীজি !"

বেদানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে বলল, "শ্রদ্ধায় শ্রবণ কর, সমস্ত বিবর্ত্তনের পিছনে রয়েছে এই আনন্দস্বরূপ চৈতন্য, জীবে ও জড়ে তারই প্রকাশ, যখন এই আনন্দকে না বুঝে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখি, তখনই আমরা দুঃখ পাই, শোক পাই। অসীম, অনন্ত, শান্ত, শিব, অদ্বৈত এই সত্তাকে আমরা বলেছি ব্রহ্ম।"

বাইরে চলছে জাহাজের দৈনন্দিন কাজ। খেলা-ধূলা, খোস-গল্প, আবিসিনিয়ায় চলছে রক্তের তাণ্ডব-অভিনয়, আর ভিক্টোরিয়া জাহাজের একটী কক্ষে সন্ন্যাসী বেদানন্দ সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আনন্দ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করছে। ইভা কল্পনায় এই পরিবেশকে মনের আয়নায় দেখে নিল, তারপর বলল—

"আপনার কথা না হয় স্বীকার করলাম, কিন্তু ফল হল কি? মৃত্যু, যুদ্ধ, লোভ, দম্ভ, আধি ও ব্যাধি ত রয়েই গেল—"

বেদানন্দ হাসল, বলল, "মা, গভীরতম তপস্যার ধন কি ক্ষণিকের আলাপে বোঝা যায়! সংসারে যে পাপ ও গ্লানি দেখছ, যে শোক ও তাপ দেখছ—সেটা দেখছ, কারণ জগৎকে তোমরা চলন্ত গতিশীল বলে দেখছ। ব্রহ্ম লীলা করছেন, পূর্ণ হয়েও তিনি অপূর্ণতার মাঝে লীলা করে' চলছেন, তাই ত দুঃখ ও যন্ত্রণার প্রয়োজন।"

ইভা বলল,—"কিন্তু মৃত্যু, মৃত্যুর তত্ত্ব কি?"

বেদানন্দ শান্ত গভীর কণ্ঠে বলল, "মানুষে এই দ্বৈত রয়েছে, সে অসীম ব্রহ্মের স্বরূপ অথচ সসীম; তার মধ্যে রয়েছে বৃহৎ ভূমা অথচ আছে ক্ষুদ্রতা। মানুষ অসীমের দিকে চলছে, সেই চলার পথে তাকে জন্ম ও মৃত্যুর বেদনা পেতে হয়, ছোট দিক থেকে যদি দেখ, তাহলে তাতে দেখবে অন্যায়, পরিপূর্ণতার দিক দিয়ে যদি দেখ, তাহলে বুঝবে সেটা

বৃদ্ধির চিহ্ন—গাছ যখন বাড়ে, পাতা তার খসে, পাতার খসাটাই কি বড়, তার বৃদ্ধি কি লক্ষ্যের বিষয় নয় ?"

ইভা বলল—"স্বামীজী, আপনি আমার চোখে নূতন আলো দিচ্ছেন, সব যে আমি ধরতে পেরেছি, তা নয়, তবে আমি বুঝতে চেষ্টা করব—একদিনে সব শেষ করা যায় না, নচিকেতার গল্প আজ থাক, আর একদিন শুনব—"

ইভা স্বামীজিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। প্রশান্ত হাস্যে বেদানন্দ বলল, "মা, যখনই সময় হয়, এস, অমৃতের আলোচনায় আনন্দ আছে—"

চলতে চলতে ইভা বলল—"আসব, আশীর্ব্বাদ করুন, সেই আনন্দকে যেন আমি গ্রহণ করতে পারি—"

(২০)

অরুণেরও ঘুম ভাঙ্গল খুব সকালে, কিন্তু তবু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সে স্বপ্ন দেখতে বসল। তার মনে হল সে যেন রয়েছে পাহাড়ী একটা সহরে, দূরে দিক্‌চক্রবালের দেওয়ালের মত শৈলশ্রেণী, অস্তায়মান সূর্য্যের ঝলমল আলোয় শ্যাম বনস্পতির সবুজ বাতায়ন সুন্দর দেখায়, মাঠে মাঠে চাষীরা চাষ করে, পাখীরা গান করে, ঝর্ণা কলতানে বয়ে চলে। বাতাস প্রিয়ার চুম্বনের মত আরাম এনে দেয়। সে দেখল দূরে অবগুণ্ঠনময়ী নারী, সে চলছে, তার ওড়না উড়ছে, পদ্মপুকুরের পাড় দিয়ে সে চলছে, হাতে তার লীলাকমল। অরুণ দেখল—বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল, তার

মনে হল সে যেন ইভা। স্বপ্নের অপ্সরী বনান্তে মিলিয়ে গেল। অরুণ ধড়মড় করে জাগল।

তার মন আজ গ্লানি শূন্য, কাল ইভাকে সে সব বলেছে, আজ তাই নিশ্চিন্ত। আজ দুজনের মধ্যে থাকবে না অপরিচয়ের আড়াল, তারা পরস্পরকে জানে, পরস্পরের জীবন চলার ছন্দের গতি জানে, তাই আজই তারা পরস্পরকে সত্যকার ভাবে ভালবাসতে পারে।

অরুণ উঠল। শিস দিয়ে সে গান করতে আরম্ভ করল। সে আজ কবিত্বের প্রেরণা পাচ্ছে। সে আজ সৃষ্টি করবে—নূতনতম সৃষ্টি যা কালান্তরেও মানুষের হৃদয়ে দেবে আনন্দ। সে আজ উড়তে চায় পাখীর মত। তারা আজ মাসোয়ার কাছে এসেছে। আফ্রিকার মরুর গরম তাদের যেন সিদ্ধ করে ফেলছে। তবু অরুণ ক্ষান্ত হবে না। সে লিখবে। সে প্রাতরাশ খেয়ে জাহাজের উপর তলায় চলে গেল। দেখল নীল সমুদ্রের বিস্তৃত নীল গালিচা, সেখানে কি মৎস্যকন্যারা ঘুমায়? আফ্রিকার মরুর কথা মনে পড়ল, সেটা মানুষকে পরাস্ত করছে, কিন্তু রাশিয়ায় চলেছে বশীকরণের চেষ্টা, আফ্রিকায় কি সে চেষ্টা কখনও ফলবতী হবে—?

না, এসব তর্ক, এসব চিন্তা আজ নয়, অরুণ আজ প্রেমিক। সে লিখবে প্রেমের কবিতা। কিন্তু নিঃসীম জলধারা বেয়ে আসে বিরহের আর্ত্ত স্বর। কে গায় গান? অশরীরী অপ্সরা না শরীরী মৎস্যকন্যা। অরুণের চোখে বিভ্রম লাগে। সে দেখে প্রভাত সূর্য্যে হেলেনের মূর্ত্তি—দিগন্তের আলোকের মাঝে ফোটে লিপ্‌জিগের বাড়ী—আর তার কুটীর দ্বারে প্রতীক্ষমানা হেলেন। তার মনে হেলেনের ব্যথার সুর একত্র হল। সে গুণ গুণ করে গাইল—

'তোমারি লাগি হে বঁধূ মম, সহিছি যত গঞ্জনা,
কতনা ছলে পলে-বিপলে করিছ কত বঞ্চনা।
আকাশে তারা পুলকে হারা,
আকুলি চলে তটিনীধারা,
জগতে যত, মিলনে নত, না জানে কোনো ঝঞ্ঝনা,
একেলা আমি অভাগী রব, না পাব কোনো ব্যঞ্জনা ?

অভাগিনী হেলেন, তার দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ হবে না। সংসার চলবে তার নিত্যদিনের ছন্দ তালে, জগতে কোথাও বিরোধ লাগবে না, কেবল হেলেন অভাগিনী রবে। তার কণ্ঠে স্বর জাগল—

'কোকিল কুহু মুখরে মুহু, না গাবে শুধু চন্দনা,
সকলি হাসে হরষে ভাসে, কাঁদিব আমি মন্দ না,
শাখারি কোলে কুসুম দোলে,
ভ্রমর তারি দিশা যে ভোলে,
তোমার দিঠি সরস রবে, বাধাতে কোনো বন্ধ না।
তিতিব আমি চোখেরি জলে, আদরহীনা অঙ্গনা।'

হেলেন কি কাঁদতে পারবে ? সে রবে একান্ত একাকী, তার কুটীরে বন্ধু আসবে না, বান্ধবী আসবে না, সে রইবে বঞ্চিতা হয়ে। অরুণ আবার গাইতে লাগল—

'সবারি ঘরে জাগিছে স্বরে মধুরতম মূর্চ্ছনা,
আমি কি শুধু ব্যাথারি মীড়ে করিব কিগো অর্চ্চনা ?
সুরবিলাসী বাজিবে বাঁশী,
ঝরিবে নিতি কুসুম রাশি,
আমারি নিশি কেবলি অমা, না ভাতে কোনো জল্পনা ;
পাথর চাপা আমারি বুকে না জাগে কোনো কল্পনা।'

অমা। দুর্ভেদ্য তামসী নিশি, তারাহীন নিষ্প্রভ আকাশ। হেলেন শুধু সইবে, কথা কইবে না, নালিশ করবে না, বিধাতার প্রতি রুদ্ধ আক্রোশে আস্ফালন করবে না। শুধু তার অবচেতন মনে জাগবে মিলনের পিপাসা। অরুণ তাকে সুর দিল :—

'হয়েছে ভ্রম হয়েছে বটে, চরণে দিয়ে বন্দনা,
করো না তবু করো না হেলা, অবলা যদি অঙ্গনা,
না থাকে যদি পিরীতি চিতে,
বাসনা নাহি জুড়াতে গীতে,
কহিও তুমি সরল করি, ভুবনে কেহ অন্ধ না,
বাসিতে ভালো যদি হে ভোলো, কর না তবু বঞ্চনা।"

"না হেলেনকে সে বঞ্চনা করবে না, সে লিখবে তার জীবনে নূতন স্রোত এসেছে, এটা দুঃখের, কিন্তু সে নিরুপায়। অরুণের আত্মীয়েরা জার্মান বধূ ঘরে চাইবে না, সে তা একান্তভাবে জানে, আর তা ছাড়া সে পেয়েছে নূতন পটাবাস, তার আড়ালেই সে কাটাতে চায় নিরুদ্বেগ জীবন—কিন্তু ইভার বন্দনা কোথায়—এ ত অতীতের রোমন্থন ?

'হারিয়ে যাওয়া সুরে আবার
গাইবো গীতি,
পিছন পানে ফেলে এস,
পিছন দিনের স্মৃতি ;
নূতন তানে তানপুরাতে
গাইবো নূতন গীতি।

আজ নূতন গান সে গাইবে। কূলের কাছ দিয়ে তারা চলছে—একদল পাখী উড়ে গেল, মাসোয়া শীঘ্রই আসবে।

যুদ্ধের কথা মনে পড়ল। তার মন তিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এ তিক্ততাকে সে আমল দেবে না। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্য কখনও থাকে না, কবি তাই শোককে অবলম্বন করলে কবিত্বের সর্ব্বনাশ হয়। দুঃখের মরুভূমিতেই কবি শস্যের শ্যামলতা আনে, ঝর্ণার চলায় আনে ছন্দ। সে কল্পনা করল সে হবে ইভার শাশ্বত প্রণয়ী।

রোদের তাপ গায়ে লাগে। অরুণ একটী আশ্রয় খুঁজে নিয়ে খাতা ও কলম নিয়ে লিখতে গেল। প্রেমের কবিতা সে রচনা করবেই—থাক আবিসিনিয়ার যুদ্ধ—থাক আফ্রিকার মরুবালির অসহ উত্তাপ।

'তুমি যদি হ'তে আমার সত্যিকারের রাণী!
পারতে দিতে খুসি হলে' কণ্ঠ হতে মণির মালা;
ভুলে তবে বর্ত্তমানের দুঃখ কঠোর বাণী,
মালঞ্চেরি হতেম মালী, দিতেম নিতি ফুলের ডালা।

সাতনরী হার গেঁথে দিতাম, গোপন চোখের জলে,
পরতে গলে পরতে তুমি, হাসতে তুমি মধুর হাসি,
জাগত তখন পুলক ধারা, জাগত বুকের তলে
বনের পাখী জানত শুধু, জানত তোমায় ভালবাসি।

তুমি যদি হতে আমার, সত্যিকারের রাণী!
শিল্পী হতেম তোমার সভায়, নিতেম হাতে রঙের তুলি,
নিতেম জেনে সাধনাতে রঙের গোপন বাণী,
রেখার রঙের কল্পলোকে যেতাম ছুটি সকল ভুলি!

দিতেম আঁকি ছবিখানি, সকল ছবির সেরা,
রংমহালে রেখে তুমি চাইতে কভু করুণ চাউনি,
শুনে বুকে জাগত প্রীতি, গোপনতায় ঘেরা,
ভালবাসার রংমহালে পুড়ত আমার পুড়ত ছাউনি।

তুমি যদি হতে আমার সত্যিকারের রাণী !
আমি হতেম সভা কবি, তোমার রাজ সভার কবি,
ছন্দে গানের রসের থালা নিত্য দিতাম আনি
মনে তোমার জাগত পুলক মুখে জ্যোতির রঙীন রবি।

যদি কভু হাসতে চেয়ে বৈতালিকের পানে,
তৃপ্তি তোমার জানাতে হায় কাজল ভরা নয়ন মেলে ;
উঠত পরাণ উঠত নাচি, উঠত গানে গানে,
ডুবে যেতেম প্রাণের বানে, ভেসে যেতেম সকল ফেলে।

তুমি যদি হতে আমার সতিকারের রাণী !
তোমার গুণী-সভায় আমি, হতেম সখি হতেম গায়ক,
ছন্দ লয়ের স্বরের তালের মর্ম্মধারা জানি,
নিশীথ রাতে চন্দ্রালোকে, জলসা গানের হতেম নায়ক।

বীণার তারে বন্দনা তোর যেতেম গেয়ে গেয়ে,
আধেক ফোটা আধ-অফোটা স্বরের ফুলের দিতেম তোড়া
চন্দ্র-গৌর তোমার মুখের পানেই চেয়ে চেয়ে
অলক্ষিতে প্রাণের স্বরে প্রাণের স্বরই হ'ত জোড়া।"

কবিতা শেষ হ'ল। অরুণ অবাক হয়, সে ভাবে সে সাম্প্রতিক, সে অত্যাধুনিক। সে চলছে ভাবীকালের অগ্রদূত হয়ে, কিন্তু তার কবিতায়

জাগে পুরাতন ভাবধারা, পুরাতন কল্পনা, পুরাতন রীতি। একি তার অক্ষমতা—কি তার অনুকৃতি। অথবা অতীত মরে না। সে বাঁচে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত থেকে সে পুরুষানুক্রমে আপন প্রভাব বিস্তার করে।

অরুণ ইভার সন্ধানে গেল, তার এই আনন্দ সে একা গ্রহণ করেই তৃপ্ত নয়। শুনল, ইভা বেদানন্দের ওখানে। তার রাগ হল। ইভা ধীরে ধীরে বেদানন্দের জালে পড়ছে! তাকে সে উদ্ধার করবে।

সে যেন রাজপুত্র, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সে যাবে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সাগর-পাহাড় লঙ্ঘন করে'। দৈত্যপুরীতে রাজকুমারী ঘুমায়, প্রেমের জীয়ন-কাঠি দিয়ে তাকে সে বাঁচাবে।

ধীরে ধীরে জাহাজ মাস্থয়ায় এসে পড়ল। দূরে ধূ-ধূ বালিরাশি, তার মাঝে ছোট একটী সহর গড়ে উঠছে। জাহাজ থামল, কি ভীষণ গরম, অরুণ সইতে পারে না। সে উষ্ণ দেশের লোক, সে সইতে পারে না, অথচ শীতের দেশের লোকেরা এই দুঃসহকে সইছে। সময়ে অসাধ্য সাধন করতে আরম্ভ করেছে।

অরুণের নামবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। তবে দেখল বন্ধুরা সবাই নামছে, সমীর তাকে ডাকল। এ আহ্বান সে উপেক্ষা করতে পারল না। তীরে লোকে লোকারণ্য, অনেক জিনিষ-পত্র নামবে। জাহাজ অনেকক্ষণ থামবে—তারা সহর দেখতে চলল।

নূতন সহর গড়ে উঠছে। ওরা চলতে চলতে বাজারে একটী নাপিতের ঘরে মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখে অবাক হয়ে গেল। মিঃ সেন ও অরুণ তার সঙ্গে আলাপ করতে চলল।

নাপিতের বাড়ী বোম্বে। সে হিন্দুস্থানীতে ওদের সঙ্গে আলাপ করল। তার দোকানে গান্ধী, লাজপত, তিলক প্রভৃতির ছবি। দেশ থেকে সে অনেক দূরে এসেছে, কিন্তু দেশের কথা সে ভোলেনি। সে মাঝে মাঝে দেশে যায়।

আর একজন দোকানীর সঙ্গে দেখা হল। সে মাসোয়ার অধিবাসী হয়ে গেছে, সে আর দেশে যায় না। তবে সে বলল, তার বাড়ী ভারতবর্ষে, বলল তার বাড়ী শ্যাম দেশে।

সমীর তার হিন্দুস্থানী বিদ্যার প্রয়োগ করল, কিন্তু কোন শ্যাম বোঝা গেল না। বৃত্তির সন্ধানে যাযাবর মানুষ কত দেশ-দেশান্তরে যে চলে তার অন্ত নেই। সৈন্যদের চলাচল চলছে, কাপ্তেন তাদের ক্যামেরা আনতে দেয়নি। বলে দিয়েছে, লুকিয়েও যেন কেউ কোনও ছবি না তোলে।

তারা সিং এই নিষেধ শোনে নি। সে তার ওভারকোটের পকেটে তার ছোট ক্যামেরা নিয়ে এসেছিল। তাই দিয়ে কয়েকখানি ছবি তুলল। বন্ধুদের একটা ফটো নিল।

ওদের কেউ কেউ আরও যেতে চাইল। কিন্তু লাঞ্চের সময় হয়ে এল। সোলেমান বলল, কি আর দেখব, ফের। তার কথাই সব মেনে নিল।

ওরা ফিরল। ইতালীয় সৈন্যদের একদল জাহাজ থেকে রসদ নিতে এল। তাদের মুখ প্রচণ্ড রৌদ্রে কালো হয়ে গেছে। তাদের দেখে ওরা ব্যথিত হয়ে উঠল। ওদের মনে নানা কথা ঝাড়া দিয়ে উঠল, কিন্তু প্রাক্-মধ্যাহ্নের অসহ রৌদ্র আলোচনার যোগ্য ভূমি নয় বলেই ওরা চুপ করে গেল। ফিরবার পথে একজন আমেরিকান ছবি তুলেছে

বলে তার ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে শোনা গেল। ওরা ভাবিত হল, কিন্তু ভারতীয়দের য়ুরোপীয়েরা মানুষের মধ্যেই গণনা করে না। তারা সিং নির্ব্বিবাদে চলে এল। ক্ষুধার আহ্বান শ্রেষ্ঠতম আহ্বান, ওরা সবাই যুগপৎ খাবার ঘরে গেল।

(২১)

বসবার সেলুনে সকলে মিলিত হ'ল। মাসোয়ায় সৈন্যদলের অভিযান দেখে আবিসিনিয়ার কথাই সকলের মনে পড়ছিল। লিং চাং ধীরে ধীরে বলল, "গত মহাযুদ্ধে পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কেরা বলেছিলেন, তারা যুদ্ধ শেষ করবার জন্য যুদ্ধ করছেন, সেটা শুধু নিষ্ফল বাগাড়ম্বর হয়েই রইল।"

তারা সিং বলল, "শুধু নিষ্ফল নয়, তার চেয়ে বৃহত্তর যুদ্ধ ভবিষ্যতে আসছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তার 'Freedom and organization' বইতে গত শতকের য়ুরোপের ইতিহাস লিখেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, হত্যার কুরুক্ষেত্র পুনরায় আসবে, যদি না পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমাধান হয়—"

জাভেরী বলল—"রাসেল কি বলতে চান, বুঝিয়ে বলুন না—"

তারা সিং বলল—"তিনি বলতে চান, জাতীয়তার বোধ য়ুরোপকে ধ্বংসের পথে টানছে, Nationalistic monopolies যুদ্ধের বীজ বহন করছে। বর্ত্তমান যুগে শিল্প ও ব্যবসায় বিরাট ও বিপুলকায় হয়ে উঠছে সত্য, কিন্তু তাদের সংঘর্ষকে জাতীয়তার সঙ্গে মেলানো হচ্ছে, ফলে জাতি-বৈরিতা সৃষ্ট হচ্ছে—"

লিং চাং বলল—"কিন্তু সাধারণ মানুষের পথ কি? এই রণচণ্ডীর হাত থেকে উদ্ধারের পথ কি?"

অরুণ এক কোণে চুপ করে একখানি ছবির বই দেখছিল। এবার মুখ তুলে বলল—"উদ্ধারের পথ কি ব্যক্তির জাগরণে ?"

সমীর বলল—"তার মানে ?"

"যুদ্ধ চলে যাদের খেয়ালে, তাদের খেয়াল সার্থক হয় বহুলোক সেটা অম্লান বদনে মানে বলে'; লোকে মানে, কারণ তারা সত্যকে দেখতে পায় না—তার জন্য চাই জগৎ-জোড়া নূতনতম শিক্ষা—"

তারা সিং বলল—"এইচ, জি ওয়েলস্ তাঁর লেখায় বারবার এই কথাই বলেছেন—"

"বলবেন, কারণ যে কোনও দূরদর্শী লোক বুঝবে, যে-পথে পৃথিবী চলছে সে-পথ আনবে জগতে করাল ধ্বংস, নির্ম্মম অত্যাচার, অসহ আর্ত্তনাদ। দিনে দিনে যুদ্ধ ভীষণতম হয়ে উঠবে—আগে ছিল যুদ্ধ রাজায় রাজায়, তাদের সৈন্যদলের সঙ্গে বাধত লড়াই, কিন্তু বর্ত্তমানের যুদ্ধে বিমান হবে সহায়, সে নিষ্ঠুর পিশাচের মত সাধারণ নর ও নারীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করবে—"

সমীর উত্তেজিত হয়ে বলল—"সে ত সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ও বুঝছি যে তা করবে, ইতালীর শিক্ষিত সেনা অশিক্ষিত পার্ব্বত্য হাবসীদের যে-ভাবে বিনাশ করছে, তা না ন্যায়সঙ্গত, না ক্ষাত্রনীতির পোষক—"

জাভেরী বলল—"ওসব তর্ক যাক, পথ কি বলুন ?"

অরুণ বলল—"সেই কথাই বলছি, ব্যক্তিকে সজাগ করতে হবে—সে প্রশ্ন করবে, কেন সে যুদ্ধ করবে ? দুষ্ট গ্রহের মত যুদ্ধ দেশে দেশে মানুষকে উৎপীড়িত করছে—তার আবির্ভাবের ভয়ে মানুষ কেবলই দুর্নিমিত্ত দর্শন করছে, আর চলছে বিরাট আয়োজন।"

সমীর বলল—"রণদানবের চক্র বিপুল, তার সংঘশক্তিও অতিকায়, ব্যক্তি এখানে কি করবে? সে ত নিত্য আপন রক্ত আহুতি দিয়ে দানবের যজ্ঞানল জ্বালিয়ে রেখেছে—"

"তা রেখেছে, কিন্তু সে যখন হাত গুটাবে, তখন এই নভঃস্পর্শী চূড়া খসে পড়বে, আর দেশে দেশে এই নূতন ব্যক্তির উদ্বোধন করতে হবে—"

অরুণের কথা লিং চাং তন্ময় হয়ে শুনছিল। নরনারায়ণ ইতিহাসের পটভূমিকায় যতদিন খেলা করছেন, ততদিন তিনি দলিত, পিষ্ট ও অত্যাচারিত। ব্যক্তিকে স্বাধীন ও স্বরাট করতে হবে, কিন্তু এ যুগের কেহ কি তাহা পারবে! লিং চাং ভাবে পারবে না। তাদের ত তপস্যার ঐশ্বর্য্য নেই, তারা ত সাধনায় বোধি লাভ করেনি। লিং চাং বুদ্ধের কথা স্মরণ করতে বসল।

কপিলবাস্তুর এই সুখলালিত রাজকুমার একদিন সর্ব্বমানবের দুঃখ ও বেদনাকে সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন, তাই তাঁর স্বস্তি রইল না। প্রেমের নীড় তাকে বাঁধল না, রাজবেশ তাঁকে মুগ্ধ করল না, রাজৈশ্বর্য্য তাঁকে লুব্ধ করল না। সে চলল সন্ধানে। সত্যের সন্ধানে, মুক্তির সন্ধানে। পৃথিবী আজ আর্ত্তা, তার ভার অসহ হয়ে উঠেছে। রাশিয়ায় ওরা সর্ব্বমানবের লক্ষ্মীলাভের আয়োজন করছে—কিন্তু তারা পারবে কি?

লিং চাং ভাবল তারা পারবে না। মৈত্রী, মুদিতা, করুণা—বুদ্ধকে দিয়েছিল অমৃতের সন্ধান। এরা সে স্বপ্নকে জানে না, সে স্বপ্নকে চেনে না। এরা চায় কেবল সাংসারিক ঐশ্বর্য্য, কেবল ঐহিক সন্তোষ।

লিং চাং তন্ময় ধ্যান ভঙ্গ করে বলল—"না, পারবে না। এ স্বপ্ন সফল হবে না!"

অরুণ প্রশ্ন করল—"কেন ?"

"এ-কালের মানুষকে কে দেবে সেই চরম সত্য, যে সত্য কেবল বোধিতে আলোর মত দীপ্ত হয়—?"

"বুদ্ধ কেবল অতীতে নয়, কালে কালে বুদ্ধ জন্মাচ্ছেন, যাদের চৈতন্যে সত্য জাগছে—"

জাভেরী বলল—"এসব তর্ক না করে আপনি যা বলবেন বলুন—"

সমীর বলল—"সেইটাই ভাল হবে।"

অরুণ উত্তর দিল—"নূতন বিশ্বতন্ত্র গড়তে হবে, যে তন্ত্রে থাকবে না রেষারেষি, সমস্ত শিল্প সংহত হবে বিশ্বজনীন কল্যাণে, জগৎ অহিংস হবে—"

সোলেমান চুপ করেছিল, এবার ঘাড় তুলে বলল "মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার পথ কিছু করতে পারবে না।"

জাভেরী বলল—"একথা আপনি ভুল বলছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যখন যুগসঙ্কট আসে, তখন আসে যুগাবতার মহাপুরুষগণ, মহাত্মা গান্ধী এমনই একজন যুগাবতার, তাঁর আদর্শ, তাঁর নীতি, ধীরে ধীরে বিশ্বজগৎকে প্রভাবান্বিত করছে—"

অরুণ বলল, "কোনও সাধনা হয়ত একেবারে ব্যর্থ হয় না, অহিংসা ধর্ম্ম বৌদ্ধ ও জৈনেরা উদ্ভব করেছিল, সে ধর্ম্ম প্রাণবান ছিল বলেই অর্দ্ধ এশিয়া জয় করেছিল—"

লিং চাং উৎসাহিত হয়ে বলল—"অর্দ্ধ এশিয়া নয়, বুদ্ধের বাণী এবার জগৎ জয় করবে।"

অরুণ এসব তর্কের ধার দিয়ে না গিয়ে বলল, "ব্যক্তি যখন বুঝবে মানুষের স্বাধীনতা পরম শ্রেয় পদার্থ, তখন সে লড়াই করবে না, কারণ

অপরকে জয় করতে গেলে নিজেকে বদ্ধ করতে হয়। রবি ঠাকুর একটী চমৎকার কবিতায় এই ভাবটি বলেছেন। মানুষ দিনে দিনে লোহার শিকল গড়ল, সে ভাবল সে জগৎকে বাঁধবে, অবশেষে দেখল সে নিজেই নিজের বন্ধনে পড়ছে।"

সমীর বলল—"তা ঠিক, এই Perpetual tenson and war মানুষকে দেশে দেশে আড়ষ্ট করছে, তাই যখন স্বাচ্ছন্দ আমাদের দ্বারে, তখনও জগৎ হাহাকার করছে—"

অরুণ বলল, "বিজিতই দুঃখ পায় না, জয়ীর ও দুঃখের অন্ত নেই। যুদ্ধের জুজু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে conscription অস্ত্র ব্যবহার করছে, মানুষকে অনিচ্ছায় পশু করছে। সমস্ত মানুষকে বোঝাতে হবে, এই দৈত্যের পদতলে সে যেন আর অর্ঘ্য না দেয়।"

সোলেমান বলল—"এটা কি কেবল কল্পনার উচ্ছ্বাস নয়? সম্ভব হবে বলে মনে হয় না—"

তারা সিং বলল, "অসম্ভব নয়, অতীতে দেশে দেশে মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ঘটেছে একথা সত্য, কিন্তু এখন যন্ত্রের কল্যাণে সারা পৃথিবী আর বিচ্ছিন্ন নেই। সর্ব্বত্র সহজ যোগ হয়েছে, Nationalism-র বেড়া যদি দৃঢ় না হয় তবে বিশ্বমৈত্রী খুবই সম্ভব?"

সোলেমান বলল—"কিন্তু ঘটছে ত অন্যরূপ, নাৎসীবাদ ও ফাসিজম জোর করে মাথা তুলছে, তারাই জগৎ জয় করবে, এই ভয় দেখাচ্ছে—"

অরুণ বলল—"ভয় দেখাচ্ছে একথা অসত্য নয়, হয়ত তারা সাময়িক সুবিধা পাবে এবং পৃথিবীকে কিছুদিন পর্য্যুদস্ত করবে, কিন্তু সেটাই মানুষের পক্ষে নিরাশার কারণ নয়, দেশে দেশে মনীষীরা বিশ্বের ঐক্যের কথা চিন্তা করছেন।"

সোলেমান উত্তর দিল, "করুন, কিন্তু যা কার্য্যে ঘটছে সেটা দেখছি উন্মত্ত অভিযান, শিক্ষিত ও কলাকুশলী জার্মান এবং ইতালীয় জাতি ব্যক্তির পায়ে সমস্ত স্বাধীন বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে রক্তগঙ্গায় স্নান করতে উদ্যত, দেশে দেশে মানুষের মনে অশান্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, মানুষ যেন সইতে পারছে না—"

সমীর বলল, "একথা আমারও মনে হয়েছে, নানা দেশে ঘুরেছি। চারিদিকে দেখেছি ভয় ও শঙ্কা। সহজ সাধারণ জীবন স্বস্তির ও অভয়ের। সমাজে যেন সে অভয় নেই, চারিদিকে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া—"

অরুণ বলল—"এ কথা সত্যি, কিন্তু এর থেকে মুক্তির উপায়, একমাত্র উপায়—ব্যক্তির জাগরণ, ব্যক্তি জার্মাণের সঙ্গে ব্যক্তি বৃটিশের কলহ কোথায়, ব্যক্তি হাবসীর সঙ্গে ব্যক্তি ইতালীর বিবাদ নেই—বিবাদ বাধছে কাল্পনিক সংঘের দুর্জ্জয় স্পর্দ্ধার—এখন ভাবতে হবে নূতন world-order—যেখানে সমস্ত মানুষ পাবে সমান অধিকার—"

সমীর বলল, "আপনি কবি, স্বপ্ন দেখা আপনার সাজে—"

অরুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলল "স্বপ্ন, না এটা স্বপ্ন নয়, কিন্তু যদি বা স্বপ্ন হয় তাতেই বা ক্ষতি কি, এর চেয়ে কোন্ মহত্তর স্বপ্ন মানুষ দেখতে পারে? কিন্তু এটা কবিকল্পনা নয়, একবার সকলে ভাবুন পৃথিবীর সাম্প্রতিক অবস্থা, বিশ্বের সমসাময়িক পরিস্থিতি। আজ রেল, জাহাজ, উড়োজাহাজ, রেডিও, টেলিগ্রাফ দূরত্বকে দূর করেছে, জ্ঞান কুসংস্কারকে বধ করেছে, শক্তির সঞ্চয় হয়েছে, এখন কি আর বিচ্ছিন্ন, বিভক্তভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবদমান রাষ্ট্রের দ্বারা অভ্যুদয়ের সাধনা চলতে পারে? প্রগতির জন্য চাই ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড শক্তি—যাকে বলব বিশ্বসংঘ (world-federation.)"

জাভেরী বলল, "বিশ্বের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঐক্য কি সম্ভবপর ?"

অরুণ বলল—"সম্ভব করতেই হবে নচেৎ আমাদের নিশ্চিত ধ্বংস। বৃটিশের জগৎজোড়া সাম্রাজ্য যখন চলছে, তখন বিশ্ব সাম্রাজ্য চলবে না কেন, বৃটিশের সাম্রাজ্যে অপরের ঈর্ষ্যা জাগে। কিন্তু জগৎরাষ্ট্র হবে কেবল কল্যাণকৃৎ, তাই তার উন্নতি এবং পরিপুষ্টি অনিবার্য্য -"

সমীর বলল,—"রাশিয়ায় collectivisation চলছে, কিন্তু তার সঙ্গে যদি যোগ হত বৃটিশের গণতান্ত্রিক নির্ভীকতা, তাহলে হয়ত জগতের পক্ষে ভাল হত—কিন্তু যে সংহতি ব্যক্তির স্বত্ব এবং ব্যক্তিগত উৎসাহ শেষ করছে, তা দিয়ে জগতের কি উপকার হবে"—

অরুণ বলল, "আপনারা সকলে পড়িয়ে, নানা লোকের চিন্তার ধারা আপনাদের আলাপে, যে সব কঠিনতম বিষয় বড় বড় পুস্তকে আলোচনার যোগ্য, তা কি এক কথায় আলোচনা করা যায়; তবে নৈর্ব্যক্তিক সংহতি তখনই কল্যাণকৃৎ হবে, যখন সে বিশ্বজনীন হয়ে উঠবে"—

জাভেরী বলল,—"আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি, আসুন ব্রীজ খেলা যাক—"

সোলেমান বলল,—"সেইটাই বুদ্ধির কাজ, পরের কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ করলে কি হবে—আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে—"

অরুণ বলল—"এই জন্যই আশা নেই সোলেমান সাহেব। আপনি একজন আই সি, এস্, ভারতের শাসনের কাঠামোতে আপনার পদ হবে দায়িত্বপূর্ণ, অথচ আপনি গতানুগতিক ধারায় চলতে চান, যা ঘটছে এবং যা আসছে তা নিয়ে চিন্তা করা বা তা নিয়ে আলোচনা করাও আপনার কাছে অপ্রীতিজনক—"

সোলেমানের মুখ লাল হয়ে উঠল, সে রাগ করে বলল—"ডাঃ রায়, এখানে আমরা বন্ধু, ব্যক্তিগত নিন্দা করা আপনার উচিত নয়।"

লিং চাং এবার বলল—"কি যে করেন আপনারা, এখন চলছে বন্ধুভাবে আলোচনা—সোলেমান সাহেব, ডাঃ রায় আপনার নিন্দা করেন নি—"

সোলেমান সে কথা শুনল না। জাভেরী, সোলেমান উঠে অন্য টেবিলে গিয়ে অপর দুজন সহযাত্রীকে নিয়ে ওরা খেলা আরম্ভ করল।

অরুণ দুঃখিত হয়ে চুপ করে রইল। অপর সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে রইল। ওদিকে ওদের তাসের হুল্লোড় শোনা যায়। খানিক পরে লিং চাং বলল "বলুন ডাঃ রায়, আমি আপনার কথা খুব মন দিয়ে শুনেছি"—

অরুণ বলল, "বিশ্বরাষ্ট্রের প্রথম দাবী হবে জাতি, বর্ণ ও রাষ্ট্রের বিলোপ। বিশ্বরাষ্ট্রের মানুষ হবে একজাতি"—

সমীর বলল—"সত্যেন দত্তের কবিতা মনে পড়ল ঃ

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।'

অরুণ উত্তর দিল, "ঠিকই, 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারি সমান রাঙা, সব মানুষকে দিতে হবে খাদ্য, গৃহ ও শিক্ষা, পরিণতির ও বিকাশের সর্ব্ব সুযোগ, তাহলে বিরোধের যে বীজ যুগযুগান্তর ধ্বংস ও প্রলয় এনে দেয় তাদের বিনাশ হবে।"

লিং চাং বলল, "এইগুলি কল্পনা করতে আনন্দ, কিন্তু কার্য্যতঃ এটা কি সম্ভব?"

অরুণ বলল, "সম্ভব, রাশিয়া পথ দেখিয়েছে। তার যা ভুল সেটাকে সংশোধন করে নিয়ে আমরা বিশ্বরাষ্ট্র গড়ব, প্রত্যেক মানুষকে আমরা শিক্ষিত করব, তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্ষমতাকে বিকশিত হবার সুযোগ দেব, আর সে ক্ষমতা বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত করবে—যে অর্থ যায় মেসিনগানে, ডেষ্ট্রয়ারে সে অর্থ বানাবে সকলের জন্য সুন্দর গৃহ, সকলের জন্য বিদ্যাপীঠ—"

লিং চাং বলল—"এই বিশ্বপ্রেমের বাণীই আজ দেশে দেশে প্রচার করবার প্রয়োজন। রুগ্ন স্বার্থ পৃথিবীকে অন্ধ করেছে। বুদ্ধের জয় হোক, তার কল্পনা সফল হবার দিন আসছে—অশোকের মত রাষ্ট্রনায়কেরা রণজয়কে বড় করে দেখবেন না, দেখবেন চিত্তজয়কে।"

সমীর বলল, "সম্রাট অশোককে লোকে জানে না, তাঁর কীর্ত্তি ও অবদানকে বিশ্বসাহিত্যে প্রচারের প্রয়োজন।"

তারা সিং বলল—আপনি যে বিশ্বসংঘ কল্পনা করছেন—তা কি কমিউনিষ্টিক হবে না ?"

"না, সংহতি আমার লক্ষ্য, সমন্বয় আমার উদ্দেশ্য। লাভের প্রেরণা সেখানে উন্মূলিত হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে সেখানে ব্যক্তিই রাখা হবে—তাকে সংঘের অঙ্গ করে তোলা হবে না। পৃথিবীর বিপুলতম যন্ত্রশক্তি যদি সৃষ্টির কাজে না লাগে, তবে ধ্বংস ও বিনাশের কাজে লাগবে, তার থেকে মুক্তির জন্য চাই এই New order—"

তারা সিং বলল, "এ কল্পনা নূতন নয়, অতীতে বহু লেখক এই ধরণের কথা বলেছেন।"

অরুণ বলল, "আমি নূতন কথা কিছু বলছি এ অহমিকা আমার নেই। চিন্তাবীর ও জ্ঞানবীর যাঁরা তাঁদের কথার আমি পুনরুক্তি করছি,

আমি বলছি এই, নয়া চিন্তা যুবক তুনিয়ার মনে ছড়িয়ে দিতে হবে—পৃথিবীতে গড়তে হবে নূতন ভাবধারা—”

সমীর বলল—“আপনার আশা সফল হোক, ডাঃ রায়।”

লিং চাং বলল—“হবে, আমি দিব্য চোখে দেখছি এক অমিতাভ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব যিনি মৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলেন পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করবেই করবে—”

জাহাজ ছাড়বার বাঁশী বাজল। ওরা সকলে মাসোয়ার জনসমারোহ দেখতে ডেকের দিকে রওনা হ'ল। খেলোয়াড়েরা কেবল খেলতেই লাগল।

(২২)

আকাশে বিস্তৃত ছায়াপথ। পুঞ্জ পুঞ্জ তারার মালায় খচিত। যুগ-যুগান্তর মানুষ এই স্বর্গগঙ্গার দিকে বিস্মিত নয়নে চেয়ে আছে। বৈদিক ঋষিরা বলেছেন, এটা বিতত দেবযান, কেহ বলেছে এটা পিতৃযান। কিন্তু রহস্যের শেষ নেই। আজও ছায়াপথ মুগ্ধ নর ও নারীর প্রাণে প্রশ্ন জাগায়।

সান্ধ্যভোজনের শেষে ইভা ও অরুণ নির্জন উপর-তলে ছায়াপথের নীচে বসল। ইভার মন আজ পুলকিত। সে আজ অরুণের প্রেমোচ্ছ্বাসের মধ্যে আনন্দ অনুভব করতে চায়।

জীবন যেন সুরসপ্তকের ঐক্যতানসংবদ্ধ বাঁশী। তুঃখ ও বেদনা সুরসপ্তকের অন্যতম। তুঃখকে যখন বিশ্ববীণার তার বলে দেখতে পারি, তখন সে তুঃখ থাকে না, সে আনন্দে পূর্ণ হয়। ইভা বেদানন্দের উপদেশ পালন করতে চায়। নদী যেমন সাগরে ধায়, তেমনই কামনা যার মাঝে ধাবিত হয় সেই শান্তি পায়, কামকামী শান্তি পায় না। সমুদ্র চঞ্চল ধারা নেয়, কিন্তু নিজে সে নিশ্চল ও নীরব। পায়ের তলে

ভারতমহাসাগর। শীতের দিনে তার জলরেখা শান্ত ও অবিচল। এখনই সে শান্ত হবে।

কিন্তু অরুণের মনে উচ্ছল উদ্বেগ। সে আজ সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার মত আগ্রহশীল। সে চায়। সে ভিক্ষুক—যৌবন বিশ্বের দুয়ারে ভিখারী। তার নিজের পূর্ণতার আনন্দ সে একা বইতে পারে না, সে অংশী চায়। তাই সে দোসরের খোঁজে আকুল হয়ে ছুটাছুটি করে, বাসর বাঁধতে তার অসীম আকূতি।

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—কালের এই ত্রয়ী রেখা, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। যৌবন যেন একটি ক্ষণে এই শাশ্বত লীলা দেখতে পায়। যৌবন প্রাণ-যমুনার সন্ধান পায়, তাই সে বাঁশী হাতে কদম্বশাখে বসে। যুবতীর মন ভাঙ্গাবার দুঃসহ সাধনা তার।

অরুণ ইভার হাত ধরল আপন হাতে। তার চুলের গন্ধ, অঙ্গের সুবাস তাকে মদির করে। সে ধীরে ধীরে বলে—"ডার্লিং"

ইভা আপত্তি করে না। ইভা আজ তৃপ্তি পেয়েছে। সে বুঝতে চায় জগৎভরা আনন্দের স্মৃতি। ব্রাউনিং দার্শনিক কবি, ইভার বাপ ব্রাউনিং ভালবাসতেন—আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রে নীল আকাশের তলে ব্রাউনিঙের কবিতা ইভার মনে জাগল—

> "I knew, I felt......
> What God is, what we are,
> What life is, how God tastes an infinite joy
> In infinite ways—one everlasting bliss
> From whom all being emanates, all power
> Proceeds : in whom is life for ever more,
> Yet whom existence in its lowest form
> Includes."

ইভা আজ সত্যকে জেনেছে। সে অনুভব করছে—আজ সে বুঝতে পারছে—জগৎ-লীলার নিগূঢ় রহস্য আজ তার চোখে রূপায়িত। চলচ্চিত্রের ধাবমান ছবির মত সে আজ ব্রহ্মের লীলাভিসার দেখতে পায়। One everlasting bliss—শাশ্বত আনন্দ রস। লীলার অনন্ত বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু লীলাময় তাতে পান অনন্ত সুধারস। প্রত্যেক জীবের মাঝেই এই অসীমতার অংশ রয়েছে, তাইত তারাও দুঃখী নয়। তাদের জন্যও রয়েছে অফুরন্ত আনন্দ-ঐশ্বর্য্য। বিশ্বের শক্তি তাঁরই, বিশ্বের প্রাণ তাঁরই হৃদয় থেকে উৎসারিত। আজ সেই নিঃসীম আনন্দের খনির সন্ধান সে পেয়েছে, তাই সে অরুণের প্রণয় নিবেদনেও এই অপূর্ব্ব আনন্দের স্পর্শ দেখতে পেল।

অরুণ প্রশ্ন করল—"কথা কইবে না?"

ইভা যেন স্বপ্ন থেকে জাগল। সে যেন মর্ত্তলোকের বাইরে বিচরণ করছিল। সুপ্তিভঙ্গে ব্যাকুল হয়ে বলল—"কি বলছ?"

অরুণ তার কুসুম কোমল হাতে স্নেহময় প্রেমময় চাপ দিল। বলল—"তুমি কি আমায় ভালবাসবে না?"

ইভা বলল—"হাঁ, কেন বাসব না?"

অরুণ উল্লসিত হয়ে ইভাকে বুকে টেনে নিল। তার গোলাপী ওষ্ঠে চুম্বনের পর চুম্বন মুদ্রিত করে দিল। বন্যাবেগে সে যেন ভেসে চলল, ইভা বাধা দিল না। নীরবে এই ব্যাকুলতার কাছে আত্মসমর্পণ করল। অরুণের আবেগ থামলে বলল—

"কিন্তু ভালবাসা যখন দেহেই শেষ হয়, তখন ত সে সত্যিকার নয়।"

অরুণ ইভার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে চাইল না। বলল—"আমি তোমায় মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি।"

ইভা আজ যেন স্বপ্নাতুর। অরুণের কথায় তার অতীতের স্মৃতি জাগল। তাদের প্রাহার বাড়ীর ছবি। ইভা রৌদ্র ঝলমল প্রান্তরের দিকে চেয়ে আছে, দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে চাষীদের ঘর। সমতল নয়, উচ্চাবচ ভূমি, কি সুন্দর নিসর্গদৃশ্য, টার্ণারের মত কোনও দক্ষ শিল্পীর প্রাণে প্রেরণা যোগাতে পারে। বাড়ীগুলির লাল টালির দল, লতাপাতায় ঘেরা দেখলে হৃদয় পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। সেই সোনালি রৌদ্রে লতানে গোলাপের কুঞ্জে সেদিন ফিলিপও এমনই কথা বলেছিল। কিন্তু সে কথা সত্য হয় নি; তবুও সংসার চলছে। যদি অরুণের এই সম্ভাষণ তেমনই মিথ্যা হয়, ক্ষতি কি, সংসারের রথচক্র থামবে না। সূর্য্য উঠবে, তারা হাসবে, ছায়াপথ এমনই মাধুর্য্য জাগাবে।

ছায়াপথ! নীল আকাশের বুক চিরে চলে গেছে—উত্তর ও দক্ষিণে কোন্ সীমায় কে জানে? ছায়াপথ কি দেববালাদের কণ্ঠের হীরক মাল্য অথবা এটা পিতৃপুরুষের শুচি ও পবিত্র পথ-রেখা। আকাশের এই পথ মানুষকে অতন্দ্র হয়ে বলছে, ভুল পথে যেও না, পিতৃপিতামহের পদাঙ্কিত এই যে কল্যাণের পথ, এই পথই তোমাদের আদর্শ হোক।

অরুণ তাকে ভাবতে দিল না, বলল, "তুমি তাহলে সম্মতি দিচ্ছ?"

ইভা বুঝল কিনা বলা মুস্কিল, সে বলল—"হাঁ"

অরুণ পুলকিত কণ্ঠে বলল—"ইভা, প্রিয়তমে, আমি যেন ভাবতে পারছিনে—এটা স্বপ্ন না সত্যি?"

ইভা এই ভাবালুতায় যোগ দিল না। অরুণ বলতে লাগল,— "সংসারে কেমন করে যে অঘটন ঘটে, তা মানুষ বুঝতে পারে না—আমি ছিলাম কোথায় আর তুমি ছিলে কোথায়, কেউ ভাবিনি জীবনে কখনও

আমাদের দেখা হবে, কিন্তু দেখা হল আর আমরা আমাদের সত্যস্বরূপকে যেন পেলাম—”

ইভা বলল—“সত্যস্বরূপকে আমরা পেতে চেষ্টা করব, কি বল ?”

অরুণ একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ইভার দিকে চাইল। কিন্তু ইভা অকম্প্র, তার চোখে মুখে নির্ভর সান্ত্বনা, সংশয়হীন মাধুর্য্য। অরুণ খুসি হয়ে উঠল বলল—“নর ও নারী মিলনের পথেই তাদের পূর্ণতা পায়। একক সে জীবনকে চেনে না, একক সে জীবনকে জানে না। আজ থেকে তুমি আর আমি সাধনায় রত হব। জান প্রিয়তমে, ভারতবর্ষের সম্পদ অতুলনীয়, জগতের কাঁচা মালের বহুল অংশই ভারত দেয়, অথচ ভারতবর্ষ দরিদ্রতম দেশ, সেখানে লক্ষ লক্ষ নর ও নারী সারা বৎসরই দুর্ভিক্ষের দ্বারেই বসে আছে।”

ইভা প্রশ্ন করল—“তুমি কি করবে ?”

অরুণ জবাব দিল, “কি করব জানি না, তবে ভারতের মুক্তির জন্য তপস্যা করব—যে তপস্যা করব—সে তপস্যা নির্ব্বাণের জন্য নয়, মোক্ষের জন্য নয়, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির জন্য চাই কর্ম্মী নর ও নারী, যারা কেবল চিন্তা করবে না, যারা জনক রাজার মত হাল চালাবে, ময়ের মত শিল্প গড়বে—তুমি কি আমার সহায় হবে না ?”

ইভা নম্রস্বরে বলল—“হবো, কিন্তু তুমি ত কর্ম্মী নও, তুমি ত বুদ্ধিজীবী—”

“তা ঠিক, আমি দেব বাণী, আমি প্রচার করব আমার লেখায়, আমার বক্তৃতায় কর্ম্মের মাহাত্ম্য, ভারতের মুক্তি কলম দিয়ে নয়, সে আসবে চাষীর লাঙলে, মিস্ত্রির হাতুড়ীতে, বিজ্ঞানীর পরিকল্পনায়, ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য চাই এমনই সেবাব্রত সাহসী ও দক্ষ নর ও নারী—”

ইভা বলল, "আমি জানি না আমার মধ্যে কি পরিবর্ত্তন আসছে। আমি মহতের সেবা করব, কিন্তু জানি না অদৃষ্ট আমায় কোন পথে চালাবে—"

অরুণ ইভার হাত ধরে বলল—"অদৃষ্ট, না প্রিয়তমে, তুমি ভারতীয় নারীর মত কোমলচিত্তা হয়ে উঠ না। তুমি হবে দৃঢ়চেতা, নির্ভীক, সাহসী নারী—তুমি দেবে বল, তুমি আশ্রয় চাইবে না, বল্লরী হয়ে নুইয়ে পড়বে না—তাইত তোমায় নিতে চাই—"

ইভা চুপ করে রইল। বলল—"তাই হোক, ভগবান আমাদের মিলনকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

অরুণ বলল, "করবেন; জান ইভা, আমরা যুগ-সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছি—পৃথিবী আজ সমস্যায় ব্যাকুল, এখন চাই সুস্থ ও বীর্য্যবান্ সাধক। ভারতবর্ষ পৃথিবীতে আলো দেবে, কিন্তু অতীতের রোমন্থন করে নয়, বর্ত্তমানকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে—যেমন করেছে জাপান—"

ইভা বলল, "জাপানের গৌরব গৌরব নয়, সে অন্ধ অনুকরণ করে চলেছে, অনুকরণে সত্য লাভ হয় না—"

অরুণ বলল—"আজ আর তর্ক করব না, আজ এই শুভকে সার্থক করে তুলব, চল পানাগারে গিয়ে বন্ধুদের এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করি—"

ইভা বলল—"না থাক।"

অরুণ প্রশ্ন করল—"কেন?"

ইভা বলল—"তুমি কবি, তুমি যদি অনুধাবন না কর, আমি কেমন করে বোঝাবো?"

অরুণ অবাক হয়ে ইভার মুখের দিকে চাইল, বলল—"কিন্তু সকলকে জানালেই ত আনন্দের পরাকাষ্ঠা হবে—"

"না, এই আমাদের নিশীথ রাত্রির চুক্তি, এর সাক্ষী আকাশের ছায়া-পথ, এর সাক্ষী নীল সমুদ্রের জল, এই গোপনতাকে আমরা কেবল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করব—আমাদের ধ্যানে এই প্রেমকে আমরা সম্পূর্ণ করে তুলব, একে জনসমারোহে নিয়ে তুচ্ছতম করে তুলব না"।

অরুণ হাসল, বলল—"তুমিও তা হলে কবি—"

"কবি কিনা জানি না, কিন্তু কবিতা ত কবির সৃষ্টি নয়, সে রয়েছে মানুষের আশা ও বেদনায়, কবি শুধু সেই রসকে প্রকাশ করেন—"

অরুণ বলল, "তাই হোক প্রিয়তমে, এই রাত্রির অন্ধকারের সৌরভ আমাদের মিলনকে পরিব্যাপ্ত করুক, আকাশের ক্ষীণজ্যোতি তারকার আলো তাকে দীপ্ত করুক, নীহারিকার মত সে দূরত্বকে লুব্ধ করুক, আবার চুম্বনের মত সে আপন সান্নিধ্যে মুগ্ধ করুক—"

এই বলে সে ইভাকে পুনরায় চুম্বন করতে আরম্ভ করল। ইভা অরুণের আদরকে আগ্রহে গ্রহণ করল। তারপর বলল—"চল রাত হয়েছে।"

অরুণ বলল—"না আজ রাত্রে আর ঘুমাব না—এস না এখানে জেগে বসে থাকি, জাহাজ চলবে নিঃসঙ্গ পাখীর মত নিরুদ্দেশ যাত্রায়, বাইরে থাকবে সুখস্পর্শ শীতের অন্ধকার, আমরাও তেমনই বসে থাকব—জীবন সমুদ্রের যুগল-যাত্রী"—

ইভা বলল—"না না, এ পাগলামি নয়—"

"পাগলামি বল কি ইভা, আজ জীবনে এসেছে লক্ষ্মীর প্রসাদ, আজ কি বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা চলে, আজ চৈতন্য অতন্দ্র হয়ে অমৃত স্পর্শকে উপভোগ করতে চাইবে—"

ইভা উঠে দাঁড়াল, বলল, "তুমি কবি, কিন্তু জাহাজের লস্করেরা কবি নয়, তারা তোমার অনুরাগ বুঝবে না—অধিক রাত্রে আমাদের দেখলে তারা কাপ্তেনের নিকট রিপোর্ট করবে—"

অরুণ বলল, "করুক, তাতে ভয় কি, আমরা ত অন্যায় করছি না—না, না ইভা একদিনের জন্য আমায় উন্মত্ত হতে দাও, জীবনের ফেনিল সুরা একদিনের জন্য আকণ্ঠ পান করতে দাও—"

ইভা চলতে স্থরু করল, বলল, "চল, মাত্রাধিক্য ঠিক নয়।"

অরুণ কথা বলল না, নীরবে ইভার পিছনে পিছনে চলল।

ডেকে তখন জনপ্রাণী নেই। সবাই ঘুমাতে গেছে। ইভাকে ক্যাবিনের দ্বারে পৌছে দিয়ে অরুণ চুপি চুপি বলল—"আমার কিন্তু ঘুম আসবে না।"

ইভা বলল, "না, যাও ঘুমাওগে, তা না হলে কাল তোমাকে খুব বিশ্রী দেখাবে—"

"বিশ্রী দেখাবে, দেখাক। প্রাপ্তি যখন এসেছে, তখন সে আর আয়োজন করবে কেন? দিনে ফুলের চাই রঙীন বাহার, মধুপকে সে চায়, রাত্রে চাই গন্ধের বাহার; কিন্তু মধুপ যেদিন এল, সেদিন আর সমারোহ কেন?"

অরুণ বলল—"তবে শেষ—?"

ইভা বলল—"না" এই বলে সে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করল। অরুণ ক্ষুণ্নমনে ফিরল। বিদায় চুম্বনে ইভার এই প্রত্যাখ্যান অরুণের বুকে বাজল। অরুণ অবাক হয়। ইভা সাধারণ নয়, তার মধ্যে রয়েছে অনন্যার বৈশিষ্ট্য। তার সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যেমন তাকে চঞ্চল করে, তেমনই রূঢ় আঘাত দেয়।

অরুণ ভাবতে বসে। গোলাপে কাঁটা আছে, তাই বলে গোলাপ হেয় নয়। ইভা এমনই আঘাত দেবে, তবু সে চিরতোষিণী চির-মনোহারিণী। অরুণ ফিরল, কিন্তু আজ তার শয্যাকণ্টক। সে কিছুতেই যেন ঘুমাতে পারে না। গভীর রাত্রির মৌনতা আর স্নিগ্ধ বাতাস তার নয়নে তন্দ্রা আনে।

সে স্বপ্ন দেখে—কিন্তু স্বপ্নচারিণী কে? এ ত ইভা নয়। এ যে হেলেন। তার মুখে ক্ষোভ ও দুঃখ। সে যেন বলছে—"বিশ্বাসঘাতক! এই ত তোমার প্রতিজ্ঞা"। অরুণ ঘুম থেকে জেগে ওঠে—দেখে তার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। সে পাখা খুলে দেয়—কিন্তু হেলেনের ভৎর্সনা যেন তবু তার কানে বাজে।

(২৩)

ভারতমহাসাগরের প্রভাত। ট্রপিকের ঐশ্বর্য্যে ঝলমল প্রভাত। ইভার মনে হল তার ভিতরে নবতর অন্তর্জীবন জাগল, জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিময়, প্রভাত সূর্য্যের মতই তার ময়ূখমালা ক্রমশঃ দিগন্তের বেলা-ভূমে ছড়িয়ে পড়ে। জ্যোতির সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্য্যও যেন জগতে নূতন আহ্লাদ আনে। সে তার সেতার নিয়ে বসল। আজ তার সমস্ত দেহ ঘিরে, সমস্ত অন্তর ছেয়ে সঙ্গীতধারা নামছে। সে বাজাতে লাগল—সুরের ঢেউ বয়ে চলে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলে—স্থির, ধীর, তরঙ্গরাজী—একে একে তার পায়ের আঙ্গুল থেকে তারা যেন প্রবেশ চায়, তারা যেন ঊর্দ্ধগ হয়ে তার সমস্ত শরীরকে পরিব্যাপ্ত করে, তার বক্ষে, তার পীনোন্নত পয়োধরে, তার মুখে, তার চোখে, সুরধারা যেন

যাদু ছড়ায়। তারপর তার মস্তিষ্কে তারা প্রবেশ করে। একি আনন্দ—জীবনে এমন আনন্দ আর সে পায়নি।

ইভা বেদানন্দের কক্ষে গেল। স্বামিজী মৃগচর্ম্ম বিছিয়ে উপনিষদ পড়ছে, বলল, "এস মা, আজ তোমায় কঠের স্খলিত আখ্যান শোনাব—"

ইভা আর একখানি মৃগ-চর্ম্মে বসল। ক্যাবিনের পোর্টহোল দিয়ে রৌদ্রের জ্যোতি পড়ছে। পাঠ চলল। বেদানন্দ বলতে লাগল—"ঔদ্দালকি আরুণি বলে একজন ঋষি যজ্ঞ করছেন, তিনি দগ্ধতৃণ দুগ্ধদোহ নিরিন্দ্রিয় গাভী দান করছেন দেখে তার পুত্র নচিকেতা ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন, 'বাবা তুমি কাকে আমায় দান করছ?' দু' তিনবার বলায় পিতার রাগ হল, বললেন—'তোমায় যমকে দিলাম'। নচিকেতা যমের ভবনে গেল। যম বাড়ী ছিল না, তিনদিন নচিকেতা অনভ্যর্থিত হয়ে রইলেন—যম তাই তাকে তিন বর দিলেন।"

ইভা প্রশ্ন করল, "ঋষিরা কি এটাকে গল্প বলে মনে করেন, না এর সত্যতায় বিশ্বাস করেন—?"

বেদানন্দ বলল—"সে তর্ক এখন অবান্তর মা, প্রথম বরে নচিকেতা পিতার সন্তোষ প্রার্থনা করলেন।"

"নচিকেতা দেখলেন স্বর্গলোকে ভয় নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই, মানুষ সেখানে শোকাতীত হয়ে আমোদ করে। তাই দ্বিতীয় বরে স্বর্গলোকে যাত্রার পন্থা জানতে চাইলেন—"

ইভা প্রশ্ন করলে—"স্বর্গ আর মোক্ষে কি তফাৎ?"

বেদানন্দ বলল—"স্বর্গ অচিরস্থায়ী সুখ নিকেতন, এই কল্পনাই ঋষিরা করতেন—তারা মনে করতেন, যিনি ত্রিনাচিকেত অগ্নির সেবা করেন, তাঁরা স্বর্গলাভ করেন, যম নচিকেতাকে এই অগ্নিবিধি বুঝিয়ে দিলেন।"

ইভা বলল—"কিন্তু আমি এটা কিছু বুঝতে পারলাম না—"

বেদানন্দ বলল—"তার প্রয়োজন নেই—এটা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, মাতা, পিতা ও আচার্য্যের দ্বারা অনুশাসিত হয়ে তারা ত্রিসন্ধ্যা অগ্নি জ্বালতেন, ত্রিকর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও দান করতেন, আর তার ফলে স্বর্গে যাবেন এই বিশ্বাস করতেন। যে প্রশ্ন তোমার মনকে চঞ্চল করছে তৃতীয় বরে নচিকেতা তার সমাধান যাজ্ঞা করলেন—যারা মৃত, কেউ বলে তারা থাকে, কেউ বলে তারা থাকে না—এর সত্য তত্ত্ব জানতে চাইলেন—যম প্রথমে অসম্মত হলেন, নচিকেতাকে ধন, জন, ভূমি, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, চিরজীবিকা দিতে চাইলেন—নচিকেতা নিলেন না, বললেন, 'হে মৃত্যু তোমার দণ্ডভোগ চিরন্তন নয়, আয়ু অল্প, তেজ জীর্ণ হয়, অতএব নৃত্যগীত হস্ত্যশ্ব আমি চাইনে, কারণ 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ' ।"

ইভা বলল—"এটা খুব চমৎকার, বিত্ত মানুষকে তৃপ্ত করে না, মানুষ চায় শাশ্বত আনন্দ—"

বেদানন্দ পুনরায় বলতে লাগল—"যম তখন বললেন—সংসারে শ্রেয় ও প্রেয় আছে, যারা সাধারণ তারা প্রেয়কে গ্রহণ করে, কিন্তু ধীর শ্রেয়কে লয়। পরকাল তত্ত্ব সুকঠিন, এর বক্তা মেলেনা বলা চলে। যার তার কাছে শুনলেও এই বিদ্যা অধিগত হয় না—শ্রদ্ধালু হয়ে শ্রবণ করো মা—"

ইভা গম্ভীর হয়ে আসনে সুস্থ হয়ে বসল, বলল,—"বলুন।"

"পরম সত্তাকে শাস্ত্র বললেন ওঁম্—এটা প্রতীক, বৃহৎ ভূমার এই পরিচয়, এটাই পরম তত্ত্ব—একে জানলে ও বুঝলে সব জানা ও বোঝা যায়, মানুষের মধ্যেও রয়েছে পরমাত্মা—"

বেদানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করল—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যো শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

মানুষের আত্মা অজর, নিত্য। আমরা তাকে দেখতে পাইনে, বুঝতে পারিনে, অক্রতু হলে অকাম হলে সেই আত্মার দর্শন পাওয়া যায়।"

ইভা প্রশ্ন করল—"দর্শনের উপায় কি ?"

বেদানন্দ বলল—"মেধা বা প্রবচন দিয়ে তাকে পাওয়া যায় না, পেতে হলে চাই তার কৃপা—আর যোগসাধনে সে কৃপালাভ সম্ভবপর।"

ইভা প্রশ্ন করল—"আমায় সে যোগদীক্ষা দিন।"

বেদানন্দ বলল—"তুমি যদি চাও তবে পাবে মা, কিন্তু আগে শ্রদ্ধা ও রতি হোক।"

"বলুন।"

ব্যাখ্যা চলল—"একই মানুষের মাঝে রয়েছে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—তারা উভয়ে কর্ম্মফল ভোগ করছে। শরীর যেন রথ, আত্মা তার রথী, বুদ্ধি সারথী, মন প্রগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাম অশ্ব, বিষয় পথ আর আত্মা ভোক্তা। মুক্তির পথ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা। বিজ্ঞানবান যুক্তমন হয়ে, শুচি হয়ে যে জীবনের রথ চালায়, সে পথ অতিক্রম করে বিষ্ণুর পরম পদ পায়—"

ইভা স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রয়। যত কথা তার কাণে যায়, সব তার মনে যায় না—যা মনে যায় তার সব বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না—বেদানন্দ আবৃত্তি করল—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ঃ বদন্তি ॥"

ইভার শরীর কাঁপতে থাকে। এ যেন অপূর্ব্ব অনুভূতি—ইভা স্বামীজিকে বিহ্বল চিত্তে বলে, "আমায় পথ দেখিয়ে দিন।"

বেদানন্দ বলল "তার পথ শাস্ত্রই বলেছেন, বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত করো, মনকে জ্ঞানে নিহিত করো, জ্ঞানকে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত করো, আত্মাকে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করো, তা হলে সেই অব্যয়কে জেনে, সেই ধ্রুব মহৎকে বুঝে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবে"

ইভা বলল—"এর পথ আমি জানিনা, আপনি আমার সমস্ত শুনুন—তারপর আমায় দীক্ষা দিন—"

"হবে মা, কঠোপনিষদ্ শেষ করি—আমাদের চিত্ত বহির্মুখী, তাকে অন্তমুখী করতে হবে, তাহলে আমরা আত্মাকে দেখতে পাব। রূপ, রস, গন্ধ শব্দ স্পর্শ দিয়ে যে জগৎকে জানি তার জানায় কি আছে, জানতে হবে সেই পরমাত্মাকে। এই যে নানার বোধ সেটা ঘুচাতে হবে—সর্ব্বত্রই রয়েছে এক অবিনশ্বর আত্মা—"

ইভা বলল—"এটাকে পশ্চিমের দার্শনিকেরা বলবেন Absolute Idealism."

বেদানন্দ বলল—"সে তুলনা করতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে—উপনিষদের ঋষিরা অমৃতময়কে এক এবং অদ্বিতীয়রূপে দেখেছেন, তাদের কথাই শোন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো,
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ।

সেই অক্ষয় অদ্বয় আত্মা রূপে রূপে নব নব হয়েছেন, কিন্তু আসলে এক। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য যেমন পাত্রে পাত্রে বিভিন্ন কিন্তু আসলে এক, পরমাত্মাও তেমনই—তারই ভাতিতে সকলই দীপ্তিমান্।"

"কিন্তু এই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করব কেমন করে?"

বেদানন্দ জবাব দিল—"তার এক উত্তর শাস্ত্রে আছে, কামনা মানুষকে কলুষিত করে, যখন সর্ব্ব কাম চলে যায়, তখন মানুষের নিষ্কলুষ চিত্ত-দর্পনে ব্রহ্ম প্রতিভাত হয়, তখন মর্ত্ত্যেই অমৃতের প্রাপ্তি ঘটে।"

ইভা স্তব্ধ হয়ে শুনল। এই অমৃততত্ত্ব কি তার কর্ণরসায়ন হয়ে তাকে তৃপ্ত করল? সে ঠিক বুঝতে পারে না। এ ঠিক অবর্ণনীয় অনুভূতি—ভাদ্রের শেষ রাত্রে যেন বর্ষার ধারা অঝোর ঝরছে—গন্ধ-রাজের মৃদুগন্ধ সৌরভ আসছে, আর সে যেন নিশ্চেতন আলস্যে বিছানায় ঘুমাচ্ছে। খানিক চুপ করে বলল—"এই শান্তিময়, আনন্দময় ঐক্যকে ত আমরা দেখিনা, আমরা দেখি বিরোধ ও কোলাহল—আমাদের দেখা কি মিথ্যা?"

বেদানন্দ বলল—"মিথ্যা, চলচ্চিত্রের অভিনয় দেখছ, সবই মনে হয় সত্যি, এটাও তেমনই, কিংবা তার চেয়ে বলতে পার স্বপ্নের ছবি; স্বপ্নের ছবি রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ জন্মায় অথচ সে অসত্য, জীবনকে যারা এই ভাবে দেখতে পারে তারা এর আপাতপ্রতীয়মান সুখ ও দুঃখে লিপ্ত হয় না।"

ইভা বলল—"আপনি আমার জীবন কাহিনী শুনুন, আমায় সত্নপদেশ দিন—"

বেদানন্দ বলল—"বল মা।"

ইভা তার আত্ম-চরিত বেদানন্দকে বলল। বেদানন্দ শান্ত ও নীরব হয়ে ইভার জীবনের বিপ্লবের ইতিহাস শুনল, অরুণের সঙ্গে বাগ্‌দানের গল্প শুনে বলল—

"না মা, এ পথে তৃপ্তি পাবে না, বিধাতা তোমায় যোগজীবনের যখন সুযোগ দিয়েছেন, সে সুযোগ তুমি অবহেলা করো না—"

"তাহলে আপনি আমাকে আশ্রমবাসিনী হতে বলেন ?"

"তা বলি মা, তুমি যোগদীক্ষা নেও, অমৃতত্ব অনুভবের সেই একই পথ মা—কঠোপনিষদই বলেছেন, যখন পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও মন শান্ত হয়, যখন বুদ্ধি বিচরণ করে না, সেই অবস্থাই পরমা গতি। এই অবিচল শান্ত অবস্থাই যোগ। তুমি তোমার স্বামীকে তোমার এই সংকল্পের কথা লেখ, তোমার স্বামীর পত্র পেলে তোমায় আশ্রমে যোগদীক্ষা দেবো।"

ইভা শুনল, বলল "কিন্তু অরুণবাবু—"

ইভার গণ্ডে এল রক্ত-দ্যুতি, লজ্জার পেলব আভা। বেদানন্দ সে রঙের চাতুরী দেখল না। নারী হৃদয়ের এই সমস্যা তাকে ব্যাকুল করে না। সে নিষ্কামভাবে বলল—তার ভাষণে সহকম্পিতার সুর বাজে না—"না, না, এ দুশ্চিন্তার কারণ নেই, অরুণ হেলেনের উপর অবিচার করুক, একি তুমি চাও ?"

ইভার মর্ম্মে কথাটি বাজল। সত্যই ত, যে বিশ্বাসিনী সুহাসিনী তরুণী অরুণের উত্তরের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে, এ তার প্রতি গভীর অবিচার। তারপর শ্রেয় ও প্রেয় যখন মানুষকে বিহ্বল করে,

তখন প্রেয়কে বিসর্জ্জন করতে হবে, এইত শাস্ত্রের শিক্ষা। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—'না তা চাইনে, আমি ডাঃ রায়কে বুঝিয়ে বলব।"

বেদানন্দ বলল, "তোমার যদি ব্যথা লাগে, আমি বলতে পারি।"

"না তাতে সুফল হবে না, আমিই তাকে বলব—"

বেদানন্দ প্রণয়-ব্যাপারে আনাড়ি। প্রণয়ীদের মান অভিমানের দ্বন্দ্বে না থাকাই ভাল, তাই ধীরে ধীরে বলল—"তবে তাই হোক।"

ইভা বলল—"আমি এতদিন ধরে কি করব?"

"তৈরী হও মা, সাধারণ প্রেমের জন্য কত যত্ন আগ্রহ চাই, আর এই বিরাট প্রেমের জন্য কি অনায়াস চেষ্টা চলে? তুমি আকাঙ্ক্ষা করো, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করবার জন্য তৈরী হও। কামনার যত গ্রন্থি জীবনে জট পাকিয়েছে, একে একে তাদের শিকড় উন্মূলিত কর।"

ইভা ধীরে ধীরে উঠল, বেদানন্দকে নমস্কার করে বাইরে এল। ডেকে তখন জনসমারোহ। সে একটী নির্জ্জন কোণে বসে ভাবতে লাগল। আকাশ ঘন নীল, মাঝে মাঝে ওড়নার মত মেঘখণ্ড তার উপর দিয়ে ভেসে যায়। লবণাক্ত সমুদ্রের লবণাক্ত হাওয়া।

ইভা ভাবতে বসে। তার অতীত অতীত হয়ে গেছে। সেখানে সে ফিরতে পারবে না। ফিলিপ হয়ত সুখেই আছে। নববধূ আর সে সুখের নীড় গড়েছে—সেই গৃহজীবনের স্নিগ্ধ আরাম তার জন্য নয়। বেদনা—সত্যই কি তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফিলিপের প্রতি রুদ্ধ অভিমানে তার হৃদয় পূর্ণ। এই অভিমান আর সে পোষণ করবে না।

আকাশ থেকে এই যে সোনালি রৌদ্র নেমে আসছে, সে বিচার করে না, সে পাপী তাপী সবাইকে তার স্নেহ আলিঙ্গন দেয়। চঞ্চল মান অভিমান

আর নয়, অশান্তি ও উদ্বেগ আর নয়, সে ফিলিপকে বন্ধুর মত ও প্রিয়ের মত সম্ভাষণ করবে। অরুণ কি ব্যথিত হবে? হোক, এই ক্ষণিকের ব্যথা তার মঙ্গলের হবে। যে মোহ তাকে বিভ্রান্ত করছে সেটা মোহ, সে সত্য নয়, সে আন্তরিক নয়। সে আর হেলেন যুক্ত হোক। জীবন-সমুদ্র মন্থনে সে হলাহল ছড়াচ্ছিল, এবার সে অমৃত পরিবেশন করবে।

ব্লুম সেই পথ দিয়ে চলছিল, ইভাকে নমস্কার করে সে বলল—"বঁ জুর"

ইভা বলল—"সিল ভূ প্লে, কেমন আছেন—"

"ভাল, কেমন লাগছে আরব সমুদ্রের হাওয়া?"

"চমৎকার—আমি ভারতের যোগসাধনার দীক্ষা নেব স্থির করছি।"

ব্লুম অবাক হয়ে চাইল, বলল, "আপনার বন্ধু রাজী হবেন?"

ইভা একটু বিরক্ত হল, কিন্তু তবু প্রসন্ন হাস্যে উত্তর দিল—"এত আমার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার—বন্ধুর এ বিষয়ে মাথা ব্যথার কারণ নেই।"

ব্লুম হাসল, বলল, "তবু অকারণে হয় ম্যাডমোয়াজেল!"

ইভা হাসল। সে কুমারী নয়, এ কথা ব্লুম ধরতে পারেনি, অসত্যের সঙ্গে সে আর লেন-দেন করবে না। সে বলল—"আমি কুমারী নই।"

ব্লুম অবাক হল—বলল, "ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনি কি দুঃখে ও ক্ষোভে যোগ দীক্ষা নেবেন?—তা হলে তা ব্যর্থ হবে।"

ইভা বলল, "স্বামীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু সেই বিচ্ছেদের শোকেই আমি কাতর হয়ে যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না—আমার মধ্যে আকৃতি এসেছে, বিশ্বের চিরন্তন সমস্যা আমাকে ব্যাকুল করেছে, মৃত্যু ও ব্যাধি আমাকে চঞ্চল করেছে—আমি জানতে চাই পরিবর্ত্তনশীল জগতে শাশ্বত বস্তু কি—চিরন্তন সত্য কি?"

ব্লুম বলল—"ম্যাডাম, তোমার পিপাসা যদি সত্য হয়, তবে তা সার্থক হবে—তুমি আমার গুরুর কাছে এসো—"

"কিন্তু আমি বেদানন্দ স্বামীর শিষ্যা হবো ঠিক করেছি—"

ব্লুম বলল—"বেশ তাই হও, সত্য সাধনায় মেলে।"

ব্লুম বিদায় নিয়ে গেল।

ইভা স্বচ্ছন্দ অনুভব করল। হৃদয়ের বোঝা যেন তার নেমে গেছে, সে আজ লঘু-চিত্ত। সে চারিদিকে নবলব্ধ এক চেতনায় চাইল। না, সে দুঃখী নয়, ব্যথিত নয়, আর্ত্ত নয়। সে সমস্তকে আনন্দে পরিপ্লুত করে দেখতে পারছে। ইভা চলল, ডেকের সহযাত্রীদের সঙ্গে সে আজ নিজেই আলাপ করল। তাদের সুখদুঃখের গল্প শুনল।

নব জন্ম। সে নব জন্ম চায়। মৃত্যু-মলিন সংসারে, দুঃখ-তরঙ্গক্ষিপ্ত জগতে সে নবজন্ম চায়। সে দেখবে নূতন বর্ণ, নূতন আলো, সে শুনবে নূতন শব্দ—নূতন গান। এই সঞ্জীবনের জাগরণ মুহূর্ত্ত এসেছে—তারই পুলক সে আজ সকলকে ছড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব কাঙাল হতে চায়।

(২৪)

অরুণ ঘুম থেকে জাগল নূতন উদ্দীপনায়। তার কাণে বাজছে অশ্রুত ছন্দ, তার অঙ্গে জাগছে নৃত্য। সে কলম নিয়ে বসল। মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো সোণালি জলের ছাপে ছাপা ধারওয়ালা তার কবিতার খাতা। সে লিখতে আরম্ভ করল। ছন্দ চলল চটুল গতিতে—

তোমারে আমি বেসেছি ভালো, বুঝিনি কভু বালা!
এসেছ যবে হাসিয়া কাছে ভেবেছি শুধু জ্বালা,

সারাটি দিন বিরলে বসি,
আনত করি আনন শশী,
পরাতে যবে এসেছ সাঁঝে তোমারি প্রীতি-ঢালা
দিয়েছি ফেলি গরবে খুলি তোমারি রচা মালা।

অরুণ ভাবল, না, কে এই মানসী নায়িকা, কে এই প্রেমময়ী বালা। কখন সে তার জীবনে দেখা দিল। বাস্তবের কথা সে তখন ভাবছে না, সে তখন কল্পনার পক্ষ মেলে উধাও হয়ে ছুটেছে—

তোমারে আমি বেসেছি ভালো বুঝিনি কভু বালা!
এসেছ যবে করিতে পূজা ভরিয়া ফুলডালা;
ভেবেছি মোরে পরম জ্ঞানী,
করিনি স্নেহ আপন জানি,
ভাবিনি কভু জীবনে মম আসিবে তব পালা,
উপেখাভরে সরায়ে দূরে দিয়েছি বুকে জ্বালা।

—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলেছেন, কবিতা অবরুদ্ধ ভাবাবেগের প্রকাশ। এ কোন্ ভাবাবেগ, ইভাকে ত সে উপেক্ষা করেনি, তবে কোন উপেক্ষিতা নারীর ব্যথা তার অবচেতন মনে মূর্ত্ত হয়ে উঠছে—সে কি কেবল কল্পনার অথবা সে প্রত্যক্ষ পরিচয়। এ ভাবনা তার নয়। ছন্দের নদী বয়, ভাবের হিল্লোলে সে ভাসে—

তোমারে আমি বেসেছি ভালো বুঝিনি কভু বালা
তোমার লাগি যতন করি বাঁধিনি ফুলশালা।
দু'জন লাগি রচিনি নীড়,
দু'জনে কভু ভাবিনি ভীড়,

ভাবিনি কভু জীবনে মম আসিবে তব পালা
তোমারি লাগি গাঁথিতে হবে বিরলে অশ্রুমালা।
তোমারে আমি বেসেছি ভালো বুঝিনি কভু বালা!
ভেঙ্গেছি জোরে আদররূপা সোণাতে ভরা থালা।
সোহাগ যত করেছ শত,
বিরূপ আমি হয়েছি তত,
ভেবেছি দিন এমনি যাবে, এমনি সুখ ঢালা,
তোমারে আমি দিয়েছি দূরে দুয়ারে রোধি তালা।

—মানুষের মন এমন করেই তার বাদ সাধে। সে ইভার প্রশস্তির জন্য কলম ধরেছিল, কিন্তু সে প্রশস্তি অবজ্ঞাত হেলেনের প্রেমে উদ্বেল হয়ে উঠল, এ কথা অরুণ বুঝতে পারল না। সে লিখেই চলল—

তোমারে আমি বেসেছি ভালো বুঝিনি কভু বালা!
বেদনা দিয়ে বাঁধিবে তুমি বুঝিনি হেন জ্বালা।
দিবস রাতি চোখের জলে,
টেনেছ মোরে মরম তলে,
গিয়েছে সুর বদল হয়ে আজিকে তব পালা,
তোমারি লাগি গাঁথিছি বসে বিরলে অশ্রুমালা।
তোমারে আমি বেসেছি ভালো বুঝিনি কভু বালা!
জানিনি কভু তুমি যে মম আঁধার ঘরে আলা
প্রদীপে আজ নাহিরে ভাতি
সরমে যেন কাঁপিছে বাতি
পড়িছে মনে করেছি কত তোমারে মুখ কালা
তবু ত তুমি দিয়েছ সদা, দিয়েছ ফুলমালা,

তোমারে আমি বেসেছি ভালো বুঝিনি কভু বালা !
জীবনে আজি জানিতে হল প্রেমেরি গাঢ় জ্বালা,
আমারি দেওয়া ব্যথারি ভারে,
ডুবি যে অশ্রু পাথার পারে,
বুঝেছি সখি, জীবনে মম এসেছে তব পালা,
বাঁধিতে কিগো পারিব এবে প্রেমেরি চন্দ্রশালা।

অরুণ পড়তে বসল। মনের এ কি লুকোচুরি, এই অর্ঘ্য ত সে ইভাকে দিতে পারবে না, এ ত ইভার নয়। হেলেন তাকে নিস্তার দেবে না—এই কি প্রেমের আকর্ষণ—? সে চুপ করে বসে রইল। সে মনকে স্থির করতে চেষ্টা করল। গুণ গুণ করে আপন মনে সে গান গাইল। তারপর লিখতে বসল। এক লাইন লিখল, ভাল লাগল না, সেটা কেটে ফেলল। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকল।

এইবার তার ঘুমন্ত হৃদয়পদ্ম ফুটতে লাগল। সে পেল প্রেরণা, সে পেল আবেগ। তার কলম চলল। সাদা পাতায় ভেলভেট কালি দিয়ে সে হৃদয়ের রক্ত-রাঙা প্রেমের নিবেদন লিখবে। ভাবী কালে প্রেমার্ত্ত তার মত অন্য কেহ এই কবিতায় শান্তি পাবে—বিরাম পাবে। সে ইভার ধ্যানে বসল—চোখে জাগল তার দ্যুতি, অন্তরে ফুটল তার লাবণ্য। সমস্ত অন্তরকে মুগ্ধ করল ইভার ব্যক্তিত্ব—সে আনন্দিত হয়ে লিখে চলল—

কাহারো সাথে মেলেনি মন, বাসিনি কিছু ভালো
তোমারি কাছে এসেছি প্রিয় অমিয়-ধারা ঢালো।
গিয়াছি ছুটি সাগর পাশে,
যদি বা নেয়ে কালিমা নাশে

সাগর শুধু আপন মনে, বহিয়া গেছে দূরে,
ফিরেছি আমি নিরাশ প্রাণে, বেদনা ভরা সুরে,
কাহারো সাথে মেলেনি মন, বাসিনি কিছু ভালো,
আজিকে তুমি পরাণে মম অমল জ্যোতি জ্বালো।
জগতে যত মধুর ছবি,
আমারি চোখে বিফল সবি,
জ্বালেনি কেহ পরাণে মম, জ্বালেনি কেহ আলো,
জ্বলিছে চিতে গভীর জ্বালা, জাগিছে রাতি কালো।
কাহারো সাথে মেলেনি মন, বাসিনি কিছু ভালো,
নয়নে কভু ভাতেনি মম জগৎ-জ্যোতি আলো।
মানুষে শুধু দিয়েছে ব্যথা,
কহেছে মোরে কঠিন কথা,
লজ্জাবতীর পাতার মত পড়েছি আমি নুয়ে,
দেখিনি কোন আশার রেখা মৃত্যু মলিন ছুঁয়ে।

অরুণ তৃপ্ত হয়ে উঠল। এ হবে ইভার যোগ্য প্রশস্তি। ইভাই তার জীবনে প্রথম প্রদীপ জ্বেলেছে—তার জীবনে কত নারী দেখা দিয়েছে, কত জনে কত রেখা এঁকেছে, কিন্তু ইভার মতন কেহই এমনভাবে তাকে আকুল করেনি। এ কবিতা যখন সে পড়বে, ইভা চাইবে তার স্নিগ্ধ আয়ত নয়ন মেলে, সেখান থেকে অক্ষয় অমৃত ধারা ঝরবে। কল্পনাতেও বিরাট সুখ। অরুণ তৃপ্ত চিত্তে পুনরায় লিখতে লাগল।

কাহারো সাথে মেলেনি মন, বাসিনি কিছু ভালো,
দেখেছি শুধু মলিন ধূলি, দেখেছি শুধু কালো

অকূলে দেছে ভাসিয়ে তরী,
বিষের বাটী দিয়েছে ধরি'
যাহারি পরে রেখেছি আশা, দিয়েছি যারে প্রীতি,
ভুবনে তাই রাখি না আশা, জমেছে দুখস্মৃতি।
কাহারো সাথে মেলেনি মন, বাসিনি কিছু ভালো,
তোমারি কাছে এসেছি বঁধূ মধু পেয়ালা ঢালো।
দিয়েছি খোঁচা অনেক যত,
ফুটেছে কাঁটা কত না শত,
কোমল তব কমল হাতে তুলিয়া ফেল আজি
তোমারি কাছে এনেছি বঁধূ বেলা শেষের সাজি।

এ সত্য আজ অরুণ অনুভব করল। যৌবনের প্রথম চাঞ্চল্য তার নয়—সে আজ শান্ত। এই প্রণয় অর্ঘ্য ইভা গ্রহণ করেছে—তাকে তাই সে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবে। সে পুনরায় কলম ধরল।

কাহারো সাথে মেলেনি মন, বাসিনি কারে ভালো,
তোমারি কাছে শরণ যাচি পথেরি হবে আলো।
না জানি আমি আছে কি ধাতা,
আছে কি কেহ জগৎ পাতা?
করেছি খোঁজ পেয়েছি কালি, মরেছি সদা দুখে,
আজিকে তুমি আদর করে তুলিয়া লহ বুকে।
কাহারো সাথে মেলেনি মন, বাসিনি কারে ভালো,
আজানা মায়া আবেগ দিয়ে হৃদয় কিগো ভুলালো?
হয়ত শুধু বলিছি মিছে,
নাহিরে ঋত কথার পিছে,

স্বপন দিয়ে গড়িছি শুধু, ভাবেরি মায়াপুরী,
তুমি কি মোরে জাগাতে পারো বাজিয়ে জয়তূরী।
কাহারো সাথে মেলিনি মন, বাসিনি কারে ভালো
নূতন পথে আজিকে প্রিয়! তোমারি হাতে চালো।
যাহারি লাগি রয়েছি জাগি,
তোমারি মাঝে তাহারে মাগি,
তোমারি মুখকমল মাঝে হেরি গো তারি আলো,
আজিকে মোরে নূতন করে অমৃতদীপে জালো।

অরুণের স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টিতে এল নূতনতম মাধুর্য্য। সে খুসি হয়ে বন্ধুদের সন্ধানে চলল। চলমান গিরিনদীর স্রোতের মত যে প্রেমের বন্যা আজ তার হৃদয়ে যে প্লাবন এনেছে, তাকে সে একা ভোগ করেই আনন্দ পাবে না।

বন্ধুরা সব গল্পে মসগুল। অরুণ এসে বলল—"আমার জীবনে আজ সর্ব্বোত্তম সুখের দিন—"

সমীর বলল—"কেন ?"

অরুণ বলল—"আমি লিখেছি এমন কবিতা যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—আর এটাও জানুন ইভা ও আর আমি Engaged।"

সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল, বলল—"আমাদের খাওয়ান।"

অরুণ আজ দাতাকর্ণ, বলল—"বেশ নিন, যে যা পান করতে চান করুন আজ পানের মহোৎসব।"

ওরা সবাই মহানন্দে আনন্দ করল।

শান্ত সমুদ্র। প্রভাতের লাবণ্য এবং মাধুর্য্য দিকদিগন্তকে মৌন মাহাত্ম্যে ভরপূর করেছে। পৃথিবীর রূপসজ্জা সেখানে নেই, ফুলের

বাহার নেই, পাখীর কলরব নেই—প্রজাপতির নাচ নেই—তবু এদের উৎসবের অঙ্গহানি হয় না। আকণ্ঠ পান করে সবাই খুসী হয়ে উঠল। কেউ ধরল গান, কেউ করল নাচ—কেউ টেবিলে হাত বাজিয়ে নিল, কেউ হুল্লোড় করল।

সমীর প্রশ্ন করল—"কোথায় বিয়ে হবে ঠিক হল?"

"কিছুই ঠিক হয়নি"

"তবে?"

"কেবল ফুল ফুটেছে, যে জীবন ছিল মরুর মত নিঃসঙ্গ, সেখানে এসেছে বারির ধারা"।

সমীর বলল—"এটা ত নিছক কাব্য"

অরুণ বলল—"আমাদের ভালবাসা এখনও কাব্য পর্য্যায়ে রয়ে গেছে—এ যেন কেবল বাঁশীর সুর—কেবল পাতার মর্ম্মরধ্বনি—কেবল গোলাপের সৌরভ।"

সোলেমান পানবিহ্বল হয়ে বলল—"My love is like a red red rose—"

জাভেরী বলল—"কিন্তু একি ভাল হল?"

তারা সিং বলল—"মন্দ কি? ইতিহাসের পাতায় দেশদেশান্তরের মধ্যে সৌহার্দ্দ হয়েছে এই প্রেমের আলোয়, ডাঃ রায়কে আমরা সম্বর্দ্ধনা করি—"

সমীর বলল—"নিবিড় প্রেমে আবার নিগূঢ় বেদনা থাকে, সে কথা কি ভেবেছেন ডাঃ রায়।"

অরুণ বলল—"ওসব তর্ক মিছে, আমার প্রেম জীবনের সমস্ত দুঃখকে বরণ করতে পারবে এ ভরসা আমি রাখি—"

সোলেমান বলল—"সাবাস—সাবাস—"

লিং চাং বলল—"তাহলে একটা নাচ গানের আয়োজন হোক, মুখোস পরা নৃত্য। চলুন ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে—"

সমীর বলল—"সবুর করুন, সবুরে মেওয়া ফলে, প্রেমিকের সৃষ্টি স্বপ্নময়, ডাঃ রায়ের কথার সমর্থন জানা চাই—"

সোলেমান বলল—"নিশ্চয়ই, কিন্তু কখন দেখা মিলবে বান্ধবীর—"

"দুপুরে লাঞ্চে—"

সমীর বলল—"সব দিন লাঞ্চে তাকে পাওয়া যায় না, ডিনারেই প্রশ্ন করা যাবে—"

সবাই সেই কথায় সম্মত হল।

সবাই চুপ করে নিজের স্বপ্ন ও কামনার কথা ভাবতে বসল। তারাও অনেকে চায়—এমন দুঃসাহসিক প্রেম। তাদের মনেও চঞ্চল হয়ে ওঠে এমনই কোনও তরুণীর লাবণ্যচটুল প্রীতি। ডাঃ রায় তাদের ক্ষুধিত-যৌবনকে দোলা দিয়েছে। তারাও চলতে চায় উজ্জ্বল জ্যোৎস্না-বিলোল রাত্রে মানসীর সন্ধানে—নক্ষত্র রেণুরঞ্জিত রূপালি ছায়াপথের মাঝে যেন কার ওড়না ওড়ে, বনের পথে যেন কার পায়ের ছন্দ জাগে। তাদের উপবাসী হৃদয়-দেবতা তার আগমনের প্রতীক্ষায় কালযাপন করেন।

খানিক পরে লিং চাং বলল—"বিয়ে কি জাহাজেই হয় না?"

তারা সিং বলল—"কেন?"

লিং চাং বলল—"হিন্দু বিয়ে দেখিনি—তা দেখবার সুবিধা হ'ত"

সমীর বলল—"কিন্তু হিন্দুমতে এ বিয়ে হতে পারে না—?"

লিং চাং প্রশ্ন করল—"তার মানে?"

"আমাদের ধর্ম্মের মূল বর্ণাশ্রম—সেটা অন্তর্মুখী—বাইরের লোককে সে গ্রহণ করে না, সে বর্জ্জন করে, সে ত্যাগ করে, কিন্তু অপরকে সে কোল দেয় না—"

"এটা ঠিক নয়, জগৎকে অবহেলা করে কুনো হয়ে থাকলে আপনাদের ভাল হবে না—"

অরুণ বলল, "কিন্তু ভারতবর্ষ যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন সে বর্জ্জননীতি মানে নি, গ্রীক দুহিতা হেলেনকে সে দিয়েছিল মহিষীর পদ—সেই বংশেই জন্মেছিল ভারতের মহামহিমময় সম্রাট অশোক—"

তারা সিং বলল,—"মহাভারতে ও পুরাণে এই ধরণের বিবাহের গল্প আছে, ভীম বিয়ে করেন হিড়িম্বাকে, যযাতি দেবযানীকে, অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীকে—সমাজ যখন বলহীন হয়ে উঠল, তখনই এল তার সঙ্কোচ-নীতি—"

লিং চাং বলল—"ডাঃ রায়কে তাহলে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই—তিনি সৎসাহসী—"

অরুণ বলল—"ধন্যবাদ বন্ধু, কিন্তু একলা ভাঙলে চলবে না, দুনিয়ার তরুণ প্রাণে এই ঐক্যের বাণী ফোটাতে হবে, যুবক দুনিয়া দেশে দেশে আপন মানসীর সন্ধান পাবে। গণ্ডীকে সে মানবে না—পৃথিবীর তরুণ ও তরুণী বয়স্যকে জানবে এক ও অভিন্ন—"

সমীর বলল—"আমার কোনও আশা নেই—আমার ঘরে রয়েছেন যিনি, তিনি বাঁধেন, ছাড়েন না, তিনি সঙ্কোচনের দিকে ভোট দেন, সম্প্রসারণের দিকে তার কঠোর নজর—"

সবাই খুব হাসল। সমীর পুনরায় বলল—"কিন্তু বন্ধুগণ, তোমরা শুধু হাসবে এ ঠিক নয়, তোমরাও ডাঃ রায়ের সংদৃষ্টান্ত অনুসরণ করো—"

লিং চাং বলল—"কিন্তু পাত্রী কোথায় ?"

"যা আছে তার প্রতি মনোযোগ দিন—এখানেই আন্তর্জাতিক মৈত্রীর প্রথম Covanant গড়ব আমরা—"

সবাই পুনরায় খুব হাসল। সমীর বলল—"না না হাসি নয়, এটা নূতন Magna Charta, জগতের যত তরুণ ও তরুণী তাদের জন্য প্রচার হবে নব যুগ বাণী—তারা বদ্ধ থাকবে না দেশের বেড়াজালে—বিশ্ব তাদের ডাকছে মিলন-আহ্বানে—"

অরুণ বলল—'মিঃ সেন, সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্।'

(২৫)

ইভা ক্যাবিনে স্নান শেষে চন্দন পঙ্কের মত শীতলস্পর্শ সুরভি-চূর্ণ মেখে প্রসাধন শেষ করল। দর্পণে নিজ মুখ দেখল। বস্ত্রে এসেন্স মাখল। পুষ্পের স্থায়ী ও মৃদু সৌরভে কায়িক ও মানসিক তৃপ্তি অনুভব করল।

সে যোগী হবে। অঙ্গরাগের এই আকুল প্রচেষ্টা শীঘ্রই শেষ হবে। তার পূর্ব্বে সে পৃথিবীর সঙ্গে বুঝাপড়া করে নেবে। মুক্ত ও প্রসন্ন সহৃদয়তায় সে বন্ধুও প্রিয়জনেয় নিকট বিদায় নেবে। সে তার সুন্দর চিঠির কাগজ ও সুন্দর কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। ফিলিপকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাবে। জাহাজ বোম্বাই পৌছিবে অনেক বিলম্বে, তবু শুভ সংকল্পকে থামানো ঠিক নয়। সে লিখল—

ভিক্টোরিয়া জাহাজ
নভেম্বর ১৯৩৬

প্রিয়তম !

আজ জাহাজে পরেছি আমি সাগরের নীলাভার মত স্বচ্ছ নীলাভ গাউন, কণ্ঠে তোমার দেওয়া লকেট ঝুলছে—আর আজ বসে বসে তোমার কথাই চিন্তা করছি। তুমি আমায় ভালবেসেছিলে—সে আমার সৌভাগ্য। সেই সৌভাগ্যের জন্ত আজ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি নব জীবনের পথে চলব ঠিক করেছি—তোমার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করি—তুমি প্রসন্ন মুখে জানিও।

তোমাদের তুজনের জীবন সুখী হোক, সে প্রেমে ও পবিত্রতায় সমৃদ্ধ হোক, গোলাপের সৌরভে স্নিগ্ধ হোক। ভগিনী রুথকে আমার ভালবাসা দিও। যদি নব জাতকের হাসিতে তোমাদের গৃহ ধন্য হয়ে থাকে, তাকে আমার হয়ে স্নেহচুম্বন দিও।

জাহাজে একজন যোগীর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে, তিনি নম্র, শান্ত ও উদার। তার চরিত্রের মাধুর্য্যে আমি মুগ্ধ। তার কাছেই আমি যোগদীক্ষা নেব। সংসারে সবাই ত ক্ষণিকের পিছনে ছুটছে আমি যদি একটু আলেয়ার পিছনে ছুটি তাতে ক্ষতি কি ?

এই বিচিত্র জগৎলীলার পিছনে যদি কোনও মহান সত্য থাকে তবে সেই সত্যকে না পেলে আমাদের জীবন বৃথা। আর তাকে পাওয়ার জন্যই আমার সাধনা। উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন যে সেই আনন্দ ব্রহ্মকে জানলে অভয় পাওয়া যায়, আমি সেই অভয়ের সন্ধানে চলেছি। তোমরা তুজনে আমার যাত্রায় শুভকামনা করো। অতীতে যত ভুল করেছি আমার সে ভুল ক্ষমা করো। তোমার কাছে যে প্রেম পেয়েছি

আজ তাকে সত্যভাবে অনুভব করছি—আজ তাই তোমাকে দ্বেষহীন ক্রোধহীন সত্যিকার ভালবাসা জানাতে পারছি।

ইতি—তোমারই ইভা

চিঠি লিখে সে একখানি সবুজ বৃহৎ খামে চিঠি ভরল। তারপর তাতে টিকেট দিয়ে পোষ্ট বক্সে ফেলতে চলল। বোম্বাই বহুদূর, কিন্তু হৃদয় ভুল করে সে ভুলের স্থযোগ সে কিছুতেই দেবে না।

চিঠি ডাকবাক্সে দিবার পর ইভা অত্যন্ত পরিতৃপ্তি অনুভব করল। এখন বিদায়ের পালা। অরুণ ও সে যে নাটক গড়ে তুলেছিল, সেই নাটকের বিয়োগান্ত যবনিকা ফেলতে পারলেই তার নিষ্কৃতি—তারপর চলবে অনির্ব্বাণ তপস্যা। যে সত্য লুকিয়ে আছে সেই সত্যকে সে অনুভব করবে ও জানবে। ধ্যান ধারণা ও তপস্যায় সে মঙ্গলকে হৃদয়ে পরিস্ফুটিত করবে।

রাত্রে ডেকের উপরিতলে নক্ষত্রের সামিয়ানার তলে তাদের নিভৃত-আলাপের স্থযোগ চলল। অরুণ তাকে তার সদ্যরচিতা কবিতা শোনাল। ইভা চুপ করে শুনল। কিন্তু অরুণ যে আবেগ দেখতে চায়, ইভার মধ্যে সে উচ্ছ্বাস নেই। অরুণ অবাক হয়।

আকাশে ধূসর ছায়াপথ হাসে। সমুদ্রের কালো জলে জাহাজের আলো ঝিকিমিকি প্রতিবিম্ব ফেলে। আর দুটি তরুণ ও তরুণী নিভৃতে জীবনের হিসাব মিলাতে বসে! দৈবের কি বিড়ম্বনা। কালরাত্রেই মিলনের প্রথম স্থরধ্বনি বেজেছিল। সে স্থরধ্বনি এমনভাবে নিঃশেষ হবে কে ভেবেছিল।

ইভা ধীরে ধীরে বলল—"ডাঃ রায়।"

অরুণ অবাক হয়ে ইভার মুখের দিকে চাইল। অজানা ভয়ে তার বুক দুরু দুরু করে উঠল। সে চুপে চুপে বলল "কি ?"

"আমায় ক্ষমা করুন, আমি যোগদীক্ষা নেব ?"

অরুণ যেন ইভার কথা বুঝল না, যেন সে যে ভাষা বলছে তা যেন তার কাছে দুর্ব্বোধ্য গ্রীক বলে মনে হল। বিস্ময়ের আতিশয্যে চুপ করে রইল।

ইভা পুনরায় প্রসন্ন কণ্ঠে বলল—"আমায় ক্ষমা করুন।"

অরুণ বলল—"শাস্ত্র বলেছে সস্ত্রীকম্ ধর্ম্মমাচরেৎ, তুমি যদি চাও তবে দুজনেই দীক্ষা নেব।"

ইভা হাসল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "ধন্যবাদ, কিন্তু প্রেমের জন্য আপনি যা পছন্দ করেন না, তা গ্রহণ করবেন না। আমি আপনার জীবনে দুরন্ত অভিশাপ হয়ে থাকতে চাইনা"

অরুণ বলল—"ইভা, তুমি মরীচিকার পিছনে চলছ। তুমি ভারতবর্ষে চল, ভারতের সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করো—তারপর—"

"না, সে হয়না, এই শুভমুহূর্ত্ত জীবনে যদি আর না আসে, আর সেটা বাদেও আপনার হেলেনের কথা স্মরণ করা উচিত—"

অরুণ বলল—"তোমায় ত বলেছি, ইভা, তুমিই আমার জীবনে প্রেমের শতদল ফুটিয়েছ।"

ইভা হাসল। তরল জ্যোৎস্নায় মত সে হাসি আপন প্রাচুর্য্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হাসি থামলে বলল—'যদি ফুটিয়ে থাকি, তাহলে তার অর্ঘ্য হেলেনকে দাও, তাতেই আমি একান্ত সুখী হবো"

অরুণ বলল—"না, না সে হয়না, তোমায় যে আমি ভালবাসি—"

"ভাল বাসুন, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু ভালবাসলেই যে বধূ করতে হবে তার ত কোন মানে নেই। যে প্রেম দূর থেকে মুগ্ধ করে তার মূল্যই বা কম কি?"

অরুণ বলল—"তুমি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছ ইভা—"

ইভা স্নিগ্ধ অবিচল কণ্ঠে বলল, "না"

অরুণ বলল—"তুমি নিষ্ঠুর হয়োনা ইভা—"

"এত নিষ্ঠুরতা নয়, হেলেন তোমাকে ভালবাসে, তুমিও তাকে ভালবাস, মাঝখানে তোমার জীবনে আমি যে মোহাবর্ত্ত তুলেছি, এটা সকলে তোমরা পরস্পর সুখী হবে—"

অরুণ অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আকাশে তারার নৈশযাত্রা বিরামহীন নিয়মতান্ত্রিকতায় চলে। ইভা তাদের দিকে ক্ষণিক চাইল, তারপর বলল—"আমরা থাকব পরস্পরের বন্ধু, আপনি আমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে দিন, কামনা করুন আমি যেন আমার অভীষ্ট পাই—"

অরুণ বলল "তাহলে সত্যি তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করছ"

"এত প্রত্যাখ্যান নয়, এত গ্রহণ, আজ থেকে আমরা বন্ধু, আমাদের প্রেম আজ থেকে মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত সমুজ্জল ও প্রকাশমান থাকবে—"

অরুণ অসহায় ক্ষোভে অধর দংশন করল।

যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এই ভেবে অরুণ বলল—"বেশ"

ইভার গণ্ডদ্বয় লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে বলল—"তবু রাগ গেল না!" সে মোহময় দৃষ্টিতে অরুণের দিকে

চাইল। বশীকরণের সম্মোহন দৃষ্টি—অরুণ এগিয়ে এল, তারপর ইভাকে বক্ষে টেনে ধরে বলল—"আমায় নিয়ে খেলা করছিলে ইভা।"

ইভা ধীরে ধীরে অরুণকে চুম্বন করে বলল—"না এই আমার বিদায় চুম্বন, আমায় ক্ষমা করবেন ডাঃ রায়"

ইভার আর্ত্ত ব্যথিত স্বর অরুণকে বুঝিয়ে দিল, এ কৌতুক নয়, এটা একান্ত সত্য।

অরুণ বলল,—"আমায় ও ক্ষমা করবেন"

তারপর ধীরে ধীরে অরুণ চলে গেল।

ইভা সেখানে চিত্রার্পিতের মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। যে সমস্ত কঠিন প্রশ্ন মানুষকে চিরকাল ব্যাকুল করেছে, ইভা কি তার সন্ধান পাবে। সেই অনিশ্চিত প্রাপ্তির জন্য আজ যে বর অযাচিত এসেছিল, তাকে এমন ভাবে রূঢ় প্রত্যাখ্যান করা কি যুক্তিযুক্ত হল। কে জানে? ইভা ভাবতে বসল।

কিন্তু এই ত্যাগের মধ্যে কি আনন্দ নেই? বৃহত্তর আদর্শের সন্ধান চিত্তে যে মাধুর্য্য আনে, সে তার সুখস্পর্শ দিয়ে এই বর্ত্তমান বেদনাকে অবলুপ্ত করে। ইভা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করল, তারপর হাত দুটি যোড় করে নমস্কার করে বলল—'হে অচিন্ত্য, তোমার আলোকে আমাকে জাগাও, তুমি অসত্য থেকে আমায় সত্যে নিয়ে চল, তুমি আমার সাগর থেকে আমার জ্যোতির পারাবারে নিয়ে চল, তুমি মৃত্যুর হাত থেকে আমায় অমৃতে নিয়ে চল।'

তার মন শান্ত হল, সে ধীরে ধীরে ক্যাবিনে ফিরল।

ক্রোধ, ক্ষোভ; ব্যর্থতা ও লজ্জা অরুণকে ক্ষিপ্ত করে তুলল।

বন্ধুদের কৌতুক সম্ভাষণ তার কানে বিষের মত লাগে। তাদের প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হয়ে সে বলল—"আপনাদের নিয়ে আমি কৌতুক করেছি।"

তারা বিশ্বাস করে না, পান মহোৎসবের স্মৃতি তারা সহজে ভোলে না। অরুণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে একনমিক সেকেণ্ড ক্লাসে কাল কাটাতে যায়। সেখানে এক পার্শী যুবতীর সঙ্গে আলাপ হল। সে বিলাত থেকে ফিরছে, বোম্বাইয়ের এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, অভিমানে সে তার সঙ্গে প্রেম জমাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেখান থেকে কোনও সাড়া ত মিলল না বরং বিরূপ বারণ বুঝতে পারল।

সে কবিতা লিখতে বসল। কবিতা আসে না। অনেক কষ্টে সে লিখল—

তুমি চলে গেছ রাখনি কি কিছু সঞ্চিত ?
চেয়ে রব শুধু আশাহীন চির বঞ্চিত ?
নাহি ছিল যদি কোন ভালবাসা,
কেন বা জাগালে বুকভরা আশা ?
আমি রব দুঃখে, তুমি রবে সেথা নন্দিত,
আমি হেলা মাঝে তুমি রবে বুঝি বন্দিত ?
কোনো রেখা কিছু হিয়া মাঝে নাহি অঙ্কিত ?
ক্ষণিকের তরে মোর লাগি নহ শঙ্কিত ?
চলেছে পুলকে দিবস রজনী,
কোনো ব্যথা কিছু নাহি কি সজনী ?
বীণাতারে যবে সুর ধারা কর ঝঙ্কৃত
রাজে না বেসুর কি যেন কি ভাব-তন্দ্রিত ?

সেথা কি মাধবী করেনি রসালে সজ্জিত ?
পিকবধূ সেথা কুহরিতে কিগো লজ্জিত ?
জলে নাকি সেথা জ্যোৎস্নালাবণি
বিরহী জনের চিত্ত-তাপনী
দূরে সরে বঁধূ কেন রবে অবগুণ্ঠিত ?
মন চাহে যাহা কেন কর তাহা কুণ্ঠিত ?

এ যে ইভার আহ্বান।

না, না, দর্পিতা নারীর চরণে সে আর প্রীতির অর্ঘ্য সাজাবে না। সে হেলেনের জন্য লিখবে, সেদিনের কবিতা তার মনে পড়ল— 'তোমারে আমি বেসেছি ভালো বুঝিনি কভু বালা' সত্যই সে হেলেনকে ভালবাসে। সেই ভালবাসাই উদগ্র হয়ে তাকে আলেয়ার পিছনে ছুটিয়েছে। সে চিঠি লিখবে। হেলেনকে লিখবে—তুমি পত্রপাঠ উড়ো জাহাজে চলে এস। এতদিনে সে বুঝেছে যে হেলেন না হলে তার জীবন মরুময় হয়ে উঠবে। পত্রে সে খুলে লিখবে—ইভার সঙ্গে তার এই ক্ষণ-অভিনয়কে সে লুকাবে না।

জীবনে এই ব্যর্থতার প্রয়োজন ছিল, তা না হলে সে হেলেনের প্রেমের মর্য্যাদা দিতে পারত না। হেলেনের বিশ্বস্ত হৃদয়ের ভালবাসার অবজ্ঞাই সে করত। এই চিন্তা তাকে শান্ত করে তুলল। সে বেদানন্দের নিকটে গিয়ে বলল—"আপনি ইভাকে দীক্ষা দিন।"

বেদানন্দ তার এই সম্মতির ইতিহাস জানত, তাই সহাস্যমুখে বলল—"তুমি তাহলে জয়ী হয়েছ ?"

অরুণ ভ্রূ তুলে বলল—'এটা ছিল কার্য্য ও কারণের যোগ।'

বেদানন্দ এই হেঁয়ালি ভাঙ্গবার চেষ্টা করল না। শুধু বলল—"হেলেনকে নিয়ে তুমি সুখী হও।"

ইভা তাহার গোপন ইতিহাস সবই সন্ন্যাসীকে বলেছে, এটা অরুণের ভাল লাগল না, সে বিরক্তির সঙ্গে বল্‌ল—"কিন্তু তার খোঁজে আপনার বা ইভার কোনই প্রয়োজন নেই।"

অরুণ ক্রুদ্ধ হয়েই ফিরল। সে ভেবেছিল চিত্তসংযম তার হয়েছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপনেও সে স্থৈর্য্য রক্ষা করতে পারল না দেখে সে অত্যন্ত খারাপ মনে করল। সে হেলেনকে নিয়ে পুনরায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করল। প্রেম আরামের নয়, তাতে রয়েছে আঘাত ও অপমান। সে সহজ নয়, তাইত তার মর্য্যাদা। প্রেমের রয়েছে অপরিমেয় উদারতা, তাই দিয়ে তারা—সে ও হেলেন ইভার অন্যায়কে ক্ষমা করবে।

হেলেনকে চিঠি লিখল। চিঠির পাতায় সে ভরে দিল হৃদয়ের আবেগ—প্যারি থেকে সে একটা সুগন্ধি এসেন্স কিনেছিল, তার গন্ধে চিঠিটি সুরভিত করে তুলল। তার মনে হল জাহাজ চলছে না, কাল কাটছে না। সে প্রতীক্ষায় আছে, কখন বোম্বে আসবে। সে উড়ো ডাকে চিঠি দেবে।

দেশের মাটী, দেশের জল, তাতে রয়েছে যাদু। বোম্বাই যত নিকটে হয়, ভারতীয়েরা তত চঞ্চল হয়ে ওঠে, খেলায় তাদের মন জমে না। তারা স্বপ্ন দেখে, যে গৃহ তারা ফেলে গেছে সেই গৃহের স্বপ্ন। সেখানে প্রিয় পরিজন প্রতীক্ষায় কাল কাটাচ্ছে! তাদের কথা মনে পড়ে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধান, কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, তবু সমস্ত পরিবর্ত্তনের মাঝে তাদের হৃদয়ের প্রেম অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

অতীত ফেরে না, ফিরবে না এ কথা তারা জানে। তবু দেশে ফিরে সেই অতীতকে তারা মুহূর্ত্তের জন্য ফিরাতে চেষ্টা করবে। তাদের দেখা ছবির সঙ্গে বর্ত্তমানকে তারা তুলনা করে বুঝতে চেষ্টা করবে। ঘন পল্লব বৃক্ষের তলে পথ চলেছে, কালো দীঘির জলে শীতের দিনের নিঃসঙ্গ পদ্ম ফুটেছে, তরু শাখায় শীতের কম্পন জাগছে, নদী তটের কোমল দূর্ব্বাদলে শীতের মুকুল ঝরে রয়েছে, আর নদীজলে কুমারীদের ও যুবতীদের কলগুঞ্জন চলছে। তারা কি এই সব পুরাতনকে গ্রহণ করতে পারবে?

তারা এনেছে নূতন দৃষ্টি—কোণ, তাদের হৃদয়ে নূতন আশার তরঙ্গ, তারা ও পরিজনেরা পরস্পরের মাঝে দিনে দিনে অদৃষ্ট ব্যবধান গড়ে তুলেছে। মিলনাকুল হৃদয় কি সেই আড়াল ভাঙতে পারবে—তারা কি পুনরায় অতীত জীবনের সন্ধি স্থলে আপনাদের যুড়তে পারবে—আলোছায়ার আল্পনা এঁকে জীবনের দীর্ঘ পথে দোসর হয়ে চলতে পারবে। এই সব ভাবনায় বন্ধুরা অরুণকে ব্যতিব্যস্ত করল না।

বোম্বাই সহরের তটভূমি দূরে দেখা যায়। পাইলট জাহাজ আসবে, ততক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে তরুরাজীনীল বেলাভূমি দেখে নিল। মুগ্ধ হয়ে জন্মভূমির চরণ বন্দনা করল। নিঃশব্দ চরণপাতে স্বদেশ আজ তাদের চিত্তে মনোমোহিনী হয়ে দেখা দিয়েছে, তাইত তারা সবাই উচ্ছ্বসিত।

বোম্বাইতে নামবার পর সে ইভার নিকট সহজ সৌহৃদ্যে বিদায় নিল। তার নিজের ঠিকানা দিল, বলল, "প্রয়োজন হলে স্মরণ করো।"

ইভা সে কথার উত্তর দিল না। স্নিগ্ধহাস্যে বলল—"অরিভোয়া"

পাতাখসার মত জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হল। বৃক্ষ ব্যথা পায় না, মানুষই বা ব্যথা পাবে কেন?

অরুণ এয়ার-মেলে হেলেনের চিঠি পেয়েছে। সাগ্রহে সে খুলল—হেলেন লিখেছে ঃ—

"হে দূরের বন্ধু! তোমার জীবন সত্যে ও বীরত্বে পূর্ণ হোক। জার্মানিতে নূতন জাগরণ আসছে। জার্মানজাতি গত যুদ্ধের অপমান শেষ করতে চায়, তাদের বিশ্বজয়ী বীরত্বের পরিচয় দিতে চায়। তারই আয়োজন চলছে। ফুয়েরর জার্মান মেয়েদের সঙ্গে ভারতীয় যুবকদের বিয়ে নিষেধ করেছেন, আমি তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছি। আমি জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি।

তুমি ভারতীয়া তরুণীকে বিয়ে করে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করো, এই কামনাই করি। আমাদের ভালবাসা ফুলের সৌরভের মত উভয়ের জীবনকে সৌরভিত রাখবে। বিদায়, আমার ভালবাসা নিও—তোমারই হেলেন।"

অরুণ হেলেনকে যে চিঠি লিখেছিল সে চিঠি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলল। ক্ষণিকের জন্য তার মন বিষণ্ণ ও কাতর হয়ে উঠল— সে যেন দেখতে পেল ভবিষ্যতে রক্তের তাণ্ডব লীলা চলছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে আপন মনেই গাইল—'তোমারে আমি বেসেছি ভালো, বুঝিনি কভু বালা—'

ইম্পিরিয়াল মেল কলিকাতার দিকে চলল। অরুণ বাতায়নের ফাঁকে চাইল—রেল পথের পাশ দিয়ে চলেছে পথ—দূর দূরান্তর। সর্পিল গতিতে সে চলেছে কত দিকে, কত ভাবে। পথের দিকে চেয়ে সে ভাবল যে পথ অতিক্রান্ত হল সে পথ আজ স্মৃতিহীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বাংলাদেশের শ্যামলা তরুণী কি তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবে? তারা কি তার তাপিত চিত্ত শীতল করবে? তাদের কালো নয়নের লজ্জানত দৃষ্টি দেখে সে কি বলতে পারবে—

'তোমারে আমি বেসেছি ভালো, বুঝিনি কভু বালা?' কে জানে? চলার পথ সে ভাবনা ভাবে না—সে শুধু চলে নদী, ক্ষেত্র, প্রান্তরের বুক চিরে, আকাশের লীলাময় ভঙ্গীকে বুকে করে সে চলে নিরুদ্দেশ অন্তহীন যাত্রায়। সে থামে না, পথপ্রান্তে নিশীথ রাত্রির দম্পতীর সুখালাপ সে শোনে না—সে চলে অবিরাম—সে যে শুধু চলার পথ।

সমাপ্ত

এই লেখকের অন্যান্য কয়েকটি বই

ভাব সমৃদ্ধ—রস বিচিত্র

সুন্দর ও অনবদ্য

১। চলার পথে—২৲

২। জীবনের চলস্রোত—২৲

৩। শিশুমনের চলচ্চিত্র—১৲

৪। মনীষা—১৲

৫। পত্নীব্রত—১।০

৬। নব্যা ও সবিতা—১।০

৭। The Soul of India—২৲

৮। Bankim—২॥০

৯। শিশু ভগবান—১৲

১০। প্রিয়া—১৲

১১। ঋগ্বেদ (১ম)—১৲

১২। ঋগ্বেদ (২য়)—১৲

১৩। বিরহ শতক—॥০

১৪। গীতাস্মৃতি—॥০

১৫। একলব্য—॥০

১৬। চিরন্তনী—॥০

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস

৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

